বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করি—অর্থাৎ জড় পদার্থের নিয়মানুসারে নহে, কিন্তু আত্মার নিয়মানুসারে কার্য্য করি—পশুবৎ নহে, কিন্তু মনুষ্যোচিত কার্য্য করি। তর্ক-বুদ্ধি বলেন, "আমি আছি" এই এক তথ্য যাহা আমরা জানিতেছি; এসো ইহার প্রতি আমরা সংশয় করি, কার্য্যের জন্য ভাবিতে হইবে না, কার্য্য—দেহাদির অবস্থানুসারে যথেচ্ছা চলিতে থাকুক। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, তর্ক বিতর্কেরই কার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ নাই, প্রত্যুত তত্ত্ব বিদ্যার—কার্য্যের সহিত অব্যবহিত যোগ রহিয়াছে। পুনশ্চ তত্ত্ব বিদ্যার সিদ্ধান্ত সকলের সত্যতার এ একটি সামান্য পরিচয় নহে যে, সে-সকলেতে আমরা অন্তঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে পারি, ও সেই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা বলের সহিত কার্য্য করিতে পারি। পরন্তু শুদ্ধ কেবল তর্ক বিতর্কের সিদ্ধান্ত-সকলেতে আমরা কখনই অন্তঃকরণের সহিত সায় দিতে পারি না, এবং তদনুসারে স্থিরভাবে কার্য্য করিতেও সমর্থ হই না। ইহার উদাহরণ;—আত্মা, এক ভাবাত্মক স্বাধীন,—এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহিয়াছে, ইহাতে আমরা অক্ষুব্ধচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারি, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে যত্ন করিলে অবশ্যই আমরা মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে, আত্মা—এক নহে, ভাবাত্মক নহে, স্বাধীন নহে, এরূপ সহস্র তর্ক উত্থাপিত হইলেও তাহাতে আমাদের অন্তঃকরণের বিশ্বাস কখনই সায় দিবে না, এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলেই তাহার অকিঞ্চিৎকরতা তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানের মূলতত্ত্ব সকল অবধারিত হইয়াছে, ভোগকাণ্ডে ভাবের মূল-আদর্শ সকল নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মূল নিয়ম কি কি তাহারই অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

নিয়মান্বেষণের প্রণালী।

নিয়ম-সকল অনুধাবন করিবার প্রণালী দুই রূপ, এবং তদনুসারে দুইটি নাম দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ রূপে চিহ্নিত করা যাইতে পারে, যথা,—একের নাম আরোহিকা, অন্যের নাম অবরোহিকা। বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সকল অবলম্বন করিবার যে প্রণালী—আরোহিকা নাম তাহারই প্রতি বর্ত্তিতে পারে; এবং সাধারণ নিয়ম হইতে নিয়মিত ঘটনা সকলে অবতরণ করিবার যে প্রণালী, তাহাই অবরোহিকা নামের অভিধেয়। ইহার মধ্যে আরোহিকা প্রণালী ভৌতিক নিয়ম-সকল অনুসন্ধান কালেই বিশিষ্ট-রূপে উপকারে আইসে, এবং অবরোহিকা প্রণালী আধ্যাত্মিক নিয়ম সকলেতেই বিশিষ্ট রূপে সংলগ্ন হয়। আমরা দেখি যে ইষ্টক প্রস্তর ও আর আর সামগ্রী স্ব স্ব অবলম্বন হইতে পরিচ্যুত হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত হয়, ইহা হইতে আমরা এই এক নিয়ম আহরণ করিয়া লই যে পৃথিবীর উপরে যত কিছু সামগ্রী আছে—সকলকেই পৃথিবী আপনার দিকে আকর্ষণ করে। এস্থলে ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতি কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুরই অধঃপতন দৃষ্টি করা হইল, কিন্তু নিয়ম যে-টি নির্দ্ধারিত হইল তাহা নির্ব্বিশেষে তাবৎ বস্তুরই অধঃপতনের উপযোগী। এই রূপ বিশেষ বিশেষ ঘটনার পরীক্ষা হইতে সাধারণ নিয়ম-সকলে উত্থান করিবার যে প্রণালী—

যাহার নাম অরোহিকা রাখা গেল—তাহা ভৌতিক কার্য্য সম্বন্ধেই বিশেষ রূপে ফল-দায়ক হয়। অপর—নিয়মিত বিষয় সকল হইতে নিয়মে আরোহণ না করিয়া আমরা যখন নিয়ন্তা বিষয়ী হইতে নিয়মে অবরোহণ করি, তখনকার এই যে অবরোহিকা প্রণালী, ইহা আধ্যাত্মিক নিয়ম অনুসন্ধানের পক্ষেই বিশেষ রূপে ফলদায়ক হয়। আধ্যাত্মিক নিয়ম দুই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, মিশ্র এবং বিশুদ্ধ; যথা,—যদি এ রূপ একটি নিয়ম করা যায় যে আমি অমুক সময়ে আহার করিব তবে তাহাতে বুঝায় যে, প্রথমতঃ আমি আরোহিকা প্রণালী দ্বারা এই নিয়মটি অবগত হইয়াছি যে ঐ সময়ে আহার করিলে শরীর ভাল থাকে, দ্বিতীয়তঃ অবরোহিকা প্রণালী দ্বারা এই নিযমটি প্রকটন করিয়াছি যে যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য; এই দুই নিয়মের সংমিশ্র হইতেই পূর্ব্বোক্ত এই নিয়মটি প্রসূত হইয়াছে যে "আমি অমুক সময়ে আহার করিব, এই জন্য এ নিয়মটির প্রতি মিশ্র উপাধি সম্যক্ রূপে সংলগ্ন হয়। পরন্তু, আমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য, এ নিয়মটি কোন ভৌতিক ব্যাপার হইতে নহে কিন্তু কেবল মাত্র আত্মা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে; অমুক সময়ে আহার করিব, এ নিয়ম কিছু সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতে সংলগ্ন হয় না; কিন্তু "আমার যাহাতে মঙ্গল হয়—তাহাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য" এ নিয়মটি সকল আত্মা হইতে সকল অবস্থাতেই নিরন্তর উদীরিত হইতেছে; পূর্ব্বেরও নিয়মটির কিয়দংশ ভৌতিক পরীক্ষা হইতে সংকলিত হইয়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়মটিকে আত্মা স্বয়ং উৎপাদন করিয়া কার্য্য-সকলেতে বহমান করিতেছে। আরোহিকা এবং অবরোহিকা প্রণালীর আর এক যোগ্যতর নাম রাখা যাইতে পারে, যথা,—সংকলন প্রণালী এবং ব্যবকলন প্রণালী; অনেক বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনা হইতে এক এক সাধারণ নিয়ম সংকলন করিবার যে প্রণালী—সংকলন প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে বোধগম্য হইতে পারে; এবং নিয়ন্তা হইতে নিয়ম দোহন করিবার যে প্রণালী, ব্যবকলন প্রণালী বলাতে তাহা স্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে যে, ব্যবকলন প্রণালী অনুসারেই মূল নিয়ম-সকলের সন্ধান করিতে হইবে; বাহিরের ঘটনা-সকল হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে।

আত্মা যে নিয়মটি প্রকাশ করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক, তাহা এই,—যে, যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই কর্ত্তব্য। এ নিয়মটি সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু ইহার মধ্যেও বিবাদের এই এক সূত্র সংগোপিত রহিয়াছে যে, মঙ্গল যে কি—এ বিষয়ে নানা ব্যক্তির নানা মত হইবার কিছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে—সত্য কি? তাহা হইলে আপাততঃ তাহার প্রত্যুত্তর এই যে মৃত্তিকা উদ্ভিদ্ জীব জন্তু, এ সকলই সত্য; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে পরম সত্য কি? তবে তাহার প্রত্যুত্তর এই যে পরমাত্মাই কেবল এক মাত্র পরম সত্য। এই রূপই বলা যাইতে পারে যে, নিয়মিত আহার নিদ্রা আচার ব্যবহার—এ সকলই মঙ্গল, কিন্তু ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে—যাহার গুণে আমরা তাঁহার প্রেমময় সন্নিধানে দিন দিন আকৃষ্ট

হইতেছি—তাহাই প্রধানতম মঙ্গল ও পরম মঙ্গল, এবং এই মঙ্গলের সহিত যাহার যে পরিমাণে যোগ তাহা সেই পরিমাণেই মঙ্গল। আপনার যাহাতে মঙ্গল হয়—সকল আত্মাই এই রূপ নিয়মে কার্য্য করে; এবং একমাত্র যাঁহার নিয়মের অধীন হইয়া সকল আত্মা ঐ রূপ মঙ্গল নিয়মে কার্য্য করিতেছে, তিনি অবশ্য সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ। মঙ্গল নিয়ম—পরমাত্মা হইতে আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হইতেছে, এবং তাহারই গুণে আমরা আবার স্বীয় স্বীয় বিষয় কার্য্য-সকল মঙ্গল নিয়মে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতেছি। আমাদের আত্মাকে বিষয়-পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত করত তাহাকে একবার স্বাধীনতা দিয়া দেখা উচিত যে, সে আপন স্বভাবানুসারে—কি রূপ নিয়মে কার্য্য করে; ধৃত পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে প্রথমে সে অগম্য অরণ্য নিকেতনের মধ্যে গিয়া নিমগ্ন হয়, পরে তাহার যথার্থ গীতধ্বনি সেখান হইতে নিজ মূর্ত্তিতে নিঃসারিত হইতে থাকে,—সেই রূপ আত্মা স্বাধীনতা পাইলে প্রথমে সে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মাতে গভীর নিমগ্ন হয়, তদুত্তর কিছু কাল পরে তাহা হইতে প্রকৃত মঙ্গল কার্য্য-সকল সংসার-ক্ষেত্রে অনর্গল নিঃসারিত হইতে থাকে।

অতএব মঙ্গল কি—জানিতে হইলে, প্রথমে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধের মধ্যে তাহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ জীবাত্মা স্বীয় বিষয় কার্য্যেতে সেই মঙ্গলের ভাব কিরূপে প্রয়োগ করে তাহার প্রতি দৃষ্টি করা বিধেয়; অবশেষে অজ্ঞান প্রকৃতি মঙ্গলের পক্ষে কিরূপ উপযোগী তাহা নিরূপণ করিবার সদুপায় হইতে পারিবে। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারমার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; জীবাত্মার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ স্থলে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে স্বার্থিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে; এবং অজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যে মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে প্রাকৃতিক মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

খৃষ্ট সম্প্রদায়।

মিলেনেরিয়ান।

মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে খৃষ্ট, পুনরুত্থানের পর, পৃথিবীর শেষ সৌভাগ্যের সময় খৃষ্ট-ধর্ম্মানুরাগী মনুষ্যদিগের সহিত ইহলোকে সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন। মিল্লি—সহস্র, এই সম্প্রদায় সহস্র বৎসর এই ভাবী ধর্ম্ম-রাজ্যের আবির্ভাব স্বীকার করে বলিয়া ইহাদিগের নাম মিলেনেরিয়ান হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই নামের সার্থকতা এবং এই ধর্ম্ম-রাজ্যের স্বরূপ ও অবস্থান কাল স্বীকার করে না এমন অনেক ব্যক্তিও মিলেনেরিয়ান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ কেহ কহেন যে এই মত খৃষ্ট সম্প্রদায় হইতে নহে, ইহুদী জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই রূপ এক জন-শ্রুতি আছে যে পৃথিবী বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছয় সহস্র বৎসর থাকিবে এবং ইহাতে এমন একটি সময় উপস্থিত হইবে যে সময়ে অন্য এক সহস্র বৎসর খৃষ্ট সাধারণের সুখ সমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত করিবেন। ইলিয়াস নামা ইহুদিদিগের এক জন লেখক স্বপ্রণীত গ্রন্থে এই জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টের জন্ম গ্রহণ করিবার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইলিয়াসের উৎপত্তি হয়। অতি প্রাচীন কালে কাল্‌ডিয়ান জাতি হইতেও এই রূপ জন-শ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এবং বারনাবস ও ইরেনিয়স প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকার ও অধুনাতন ইহুদী জাতি হইতেও এই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই মতটি যদিও খৃষ্ট সম্প্রদায়ের পক্ষে উৎসাহ ও শান্তিপ্রদ হইতেছে কিন্তু ধর্ম্ম গ্রন্থ সমুদায় ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে না, এই নিমিত্ত অনেকেই ইহাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকেন।

ইহুদিরা এই মতের অনুবর্ত্তী দৈবজ্ঞদিগের কএকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া কহিয়া থাকেন যে, খৃষ্ট পৃথিবীতে আপনার রাজ্য সংস্থাপন করিবেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে এক সূত্রে বদ্ধ করিয়া আমাদিগের মতানুযায়ী করিয়া দিবেন।

মহাত্মা যষ্টিন মার্টার মিলেনিয়ম মতের অতিশয় পোষকতা করিতেন। তিনি কহেন যে খৃষ্টের মতে যাঁহারা বিশ্বাস প্রদর্শন করেন, খৃষ্ট পুনরুত্থানের পর তাঁহাদিগের সহিত সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন, এই বিশ্বাসটি প্রকৃত খৃষ্টানদিগের মধ্যে জীবন্ত ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু যাষ্টিন মার্টারের এই মত সাধারণের পরিগৃহীত হয় নাই। যদিও সকল সময়ে অনেকানেক প্রধান প্রধান ধর্ম্ম যাজকেরা এই মত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ইউসবিয়স ও ইরেনিয়স প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে এবং ডিউপিন ও মোসেম প্রভৃতি নব্য লেখকদিগের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই মতটি সমগ্র খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ছিল না। ওরিজেন ও আলেকজান্দ্রিয়া দেশের ধর্ম্ম যাজক ডাওনিসিয়স্ আপনাদিগের সময়ে এই প্রচলিত মতের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ডাক্তর হুইটবি কহিয়াছেন যে এই মিলেনিয়ম মত সাধারণ খৃষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রাহ্য ছিল না এবং ইহা খৃষ্টের শিষ্যগণ হইতে যে আসিয়াছে এই রূপও সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না।

ডাক্তার টি বর্ণেট কহেন যে চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মত সাধারণের গ্রাহ্য ছিল। কিন্তু ডাইওনিনিয়স তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্ব্ব প্রথমে এই মত দূষিত করিয়াছিলেন এবং ওরিজেন ইঁহারও পূর্ব্বে এই মতের কতক গুলি অমূলক কল্পনায় কটাক্ষ করেন। গ্রে কহেন যে যদিও প্রচলিত মিলেনিয়ম মত অনেকেরই অগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল কালের লেখকেরা ধর্ম্ম পুস্তকে যত টুকু আছে, তদ্ব্যতিরেকে এই মতের অমূলক কল্পিত ভাগ গুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, তথাচ যাঁহারা ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা খৃষ্টের ধর্ম্মরাজ্যের বিষয় অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন।

দ্বাবিংশ পোপ জন চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মত প্রচার করেন কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার কি রূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহা কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না। ক্রমওয়েলের সময় ইংলণ্ড যখন অরাজক হইয়াছিল, তখন তথায় এই মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায় উত্থিত হয়। ইহারা কহিত যে খৃষ্ট পৃথিবীতে নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। ইহারা আরও কহে যে আমরা সকলে পবিত্র স্বভাব ঋষি হইব এবং যখন খৃষ্ট আসিয়া তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন, আমরা তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে শাসন করিব। এই বিশ্বাসের অনুরোধে ইহাদিগের মধ্যে কতক গুলি লোক মনুষ্যকৃত রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হয়। পুরাবৃত্ত পাঠে আসিরিয়, পারসীক, গ্রীক ও রোমীয় এই চারিটি সুবিখ্যাত অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যায়। কিন্তু এই সম্প্রদায় খৃষ্টের ধর্ম্ম-রাজ্যকে পঞ্চম রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই নিমিত্ত ইহারা পঞ্চম রাজ্যের মনুষ্য বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল।

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায় যে রূপ বিশ্বাস করিত নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

১। যেরুসালেম রাজ্য পুনরায় নির্ম্মিত হইবে এবং যাঁহারা এই পৃথিবীতে সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন, যূডিয়া দেশ তাঁহাদিগের নিবাস স্থান হইবে।

২। যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেবল যে তাঁহাদিগেরই পুনরুত্থান হইবে তাহা নহে কিন্তু যাহারা খৃষ্টের বিরোধী তাহাদিগের অধঃপতন হইলে পর অন্যান্য ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য এবং যাহারা ঐ সহস্র বৎসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারা উত্থিত হইবেন।

৩। পরিশেষে খৃষ্ট স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং আপনার অনুগত ভৃত্য দিগের সহিত রাজ্য পরিপালন করিবেন।

৪। এই সহস্র বৎসর কাল ধর্ম্মশীল সাধু সকল ভূমি-স্বর্গের সুখ সম্যক্ উপভোগ করিবেন।

এই কয়েকটি মত ধর্ম্ম-গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের মিলেনেরিয়ান সম্প্রদায় ইহার অর্থ বৈপরীত্য না করিয়া যথাশ্রুত রূপে গ্রহণ করিত কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায় এই বাক্যের কতক অংশের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভিন্নার্থ লইয়া থাকেন। প্রাচীন সম্প্রদায় কহেন যে খৃষ্টের রাজ্য কালে পৃথিবীস্থ সাধু লোকেরা সকল প্রকার শারীরিক সুখ ভোগ করিবেন। কিন্তু আধুনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই কহেন, এই রাজ্যের যা কিছু সুখ সমুদায়ই আধ্যাত্মিক। ইহাদিগের বিশেষ মত এই যে এই বর্ত্তমান পৃথিবী প্রলয়াগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ না হইলে এই আধ্যাত্মিক সুখ উপস্থিত হইবে না। কেহ কেহ কহেন যে এই শেষোক্ত মত তাদৃশ যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে না, কারণ এই সহস্র বৎসর অতীত হইলে সয়তান বন্ধন মুক্ত হইবে এবং পৃথিবীর লোককে পাপ পথে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবে। এই পাপ পুরুষ যে পবিত্র লোক-পূর্ণ নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবীতে স্বাধীন ভাবে আপনার সামর্থ্য প্রকাশ করিবে, এইটি বিশ্বাস করিবার কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না।

আধুনিক মিলেনেরিয়ানদিগের মতও দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমত কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, খৃষ্ট স্বয়ং এই পৃথিবীতে আসিয়া রাজ্য করিবেন এবং যাঁহারা ধর্ম্মের নিমিত্ত প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন ও যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা সকলেই তাঁহার রাজ্যে তাঁহার সহকারী হইবেন। দ্বিতীয়ত কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে,খৃষ্ট ধর্ম্মশীল লোকদিগের সহিত সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে সাধারণ লোকের পাপ পুণ্যের বিচার হইবার পূর্ব্বে ইহুদীরা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, প্রকৃত খৃষ্ট ধর্ম্ম সমুদায় জাতিতে প্রচারিত হইবে এবং যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস ও তাহার উপদেশ বাক্য সকল অকপট ভাবে রক্ষা করিতেছে, যে রূপ সুখ ও সন্তোষ তাহাদিগের উপযুক্ত সেই রূপ সুখ ও সন্তোষ মনুষ্য জাতি উপভোগ করিবে। সাধারণের পাপ পুণ্যের বিচার হইবার পূর্ব্বে খৃষ্ট সম্প্রদায়ের অবস্থা সহস্র বৎসর কাল এই রূপ বিশুদ্ধ ও উন্নত হইবে যে ইহার সহিত পৃথিবীর পূর্ব্ব পূর্ব্বতন অবস্থার তুলনা ক-

রিলে "মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান" এই বাক্যটি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারিবে।

ইহাঁরা আপনাদিগের এই বাক্য সমর্থন করিবার নিমিত্ত সেণ্ট পালের দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বাক্যে পুনরুত্থান শব্দের এই রূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত আছে যে লোকে পৌত্তলিকতা হইতে খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও জীবনের পবিত্র ভাব সম্পাদন করিবে।

এই সম্প্রদায় কহে যে খৃষ্ট ও পবিত্র স্বভাব মনুষ্যদিগের এই সহস্র বৎসর রাজ্য কাল পৃথিবীর সপ্তম কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ঈশ্বর পৃথিবীকে ছয় দিবসে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সপ্তম দিবসে তিনি স্বয়ং বিশ্রাম করেন, এই নিমিত্ত ছয় হাজার বৎসর পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে এবং ছয় হাজারের পর আর এক হাজার বৎসর মনুষ্যদিগের বিশ্রাম করিতে হইবে। খৃষ্টের এই সহস্র বৎসর রাজ্যের সময় সাধারণের বিচারের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সহস্র বৎসরের প্রারম্ভে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় খৃষ্ট পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন, যাহারা খৃষ্টের বিদ্বেষী তাহাদিগের বিশেষ বিচার হইবে। এই সহস্র বৎসরের শেষে কি ক্ষুদ্র কি মহৎ সাধারণেরই পুনরুত্থান হইবে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিচারিত হইবে।

TRUST DEED OF THE BEAULEAH BRAHMA SOMAJ.

This Indenture made the Twenty-ninth day of May in the year of Christ one thousand eight hundred and sixty seven between Kally Nauth Bose of Keotkhally Purgonah Vicrampore in Zillah Dacca Secretary to the Brahmo Somaj at Beauleah in the District of Rajshahye of the one part and Rajcoomar Sircar of Koruchmariah in Zillah Rajshahye Zemindar Bhoirub Chunder Bannerjee of Churruckdangah in the town of Calcutta Zemindar and a Pleader of Her Majestys High Court at Fort William. Kassee Kanth Mookerjee of Majparah of purgonah Vicrampore in the District of Dacca and Ayodhya Nauth Pakrasi at present of Calcutta (Trustees named and appointed for the purposes herein after mentioned) of the other part witnesses that for and in consideration of the sum of rupees ten of lawful money of British India by the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Banerjee, Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi in hand paid at and before the sealing and delivery of these presents the receipt whereof he the said Kallynauth Bose doth hereby acknowledge and for selling and assuring the messuage lands Tenements hereditaments and premises herein after mentioned to be hereby granted and released to for and upon such uses trusts intents and purposes as are hereinafter expressed and declared of and concerning the same and for divers other good causes and considerations him hereinto specially moving he the said Kally Nauth Bose hath granted bargained sold aliened released and confirmed and by these presents doth grant bargain sell alien release and confirm on to the said Rajcoomar Sircar Bhoirub Chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi their heirs and assigns all that brick built messuage (hereafter to be used as a place for religious worship as is hereinafter more fully expressed and declared) building or tenement the market value whereof is estimated at Rupees three thousand with the piece or parcel of land or ground thereunto belonging and on part whereof the same is erected and built containing by estimation one biggah and two cottahs be the same little more or less situate lying and being in moujah Hetamkhan Toruf Beauleah Purgonah Gorrerhat in the district of Rashahye and butted and bounded as follows that is to say on the North by the Public Road on the south by the house and ground belonging to one Omrito Gowalinee on the East by the house and ground belonging to one Nofur Ghose as well as by those belonging to one Dooroo Boistoby and on the West by the house and ground belonging to one Shitta Nauth Adittya as also by a parcel of ground known by the name of Shivatollah, or howsoever otherwise the said messuage building land tenements and hereditaments or any of them now or is or heretofore were or was situated tenanted called known described or distinguished and all other the messuages lands tenements hereditaments if any which are expressed

or intended to be described or composed together with all and singular the out houses offices edifices buildings erections compounds yards walls ditches hedges fences enclosures ways paths passages woods under woods shrubs timber and other trees entrances easements lights privileges profits benfiits emoluments advantages rights titles members appendages and appurtenances whatsoever to the said messuage building land tenements hereditaments and premises or any part or parcel thereof belonging or in any wise appertaining or with the same or any part of parcel thereof now or at any time or times heretofore held used occupied possessed or enjoyed or accepted reputed deemed taken or known as part parcel or member thereof or any part thereof the remainder or remainders, or reversion and reversions yearly and other rents issues and profits thereof and all the estate right title interest trust use possession inheritance property profit benifit claim and demand whatsoever both at Law and in Equity of him the said Kally Nauth Bose of into upon or out of the same or any part thereof together with all deeds Pattahs evidences muniments and writings whatsoever which relate to the said premises or any part thereof and which now are or hereafter shall or may be in the hands, possession or custody of the said Kally Nauth Bose his heirs Executors adminstrators or representatives or of any person or persons from whom he or they can or may procure the same without action or suit at Law or in Equity. To have and to hold the said messuage building land tenements hereditaments and all and singular other the premises hereinbefore described and mentioned and hereby granted and released or intended so to be and every part or parcel thereof with their and every of their rights members and appurtenances unto the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Banerjee Kassy Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasie their heirs and assigns but to the uses nevertheless upon the trusts and to and for the ends intents and purposes hereinafter declared and expressed of and concerning the same and to and for no other ends intents and purposes whatsoever that is to say To the use of the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Bannerjee Kassy Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi or the survivor or survivors of them or the heirs of such survivor or their or his assigns upon trust and confidence that they the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Bannerjee Kassy Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi or the survivors or the survivor of them or the heirs of such survivor or their or his assigns shall and do from time to time and at all times forever hereafter permit and suffer the said messuage or building land Tenements hereditaments and premises with their appurtenances to be used occupied enjoyed applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an order by sober religious and devout manner for the worship and adoration of one Eternal Unsearchable and Immutable Being. Who is The author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image statue or sculpture carving painting pictures portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said mesuage building land tenements hereditaments and premises and that no sacr fice offering oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said messuage building land tenements hereditaments and premises be deprived of life either for religious purposes or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life) feasting or rioting be permitted therein or thereon and that in conducting the said worship and adoration no object annimate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching and praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage or building and that no sermon preaching prayer or hymn be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation worship and adoration of the Author and Preserver of the Universe to the promotion of charity morality piety benevolence virtue and strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds and that such worship be performed daily or at least as often as once in seven days and also for the delivery of discourses or public

lectures having a tendency to promote the worship and adoration of The One Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe. But if any particular lecture or discourse lectures or discourses is or are objected to by any one of the Trustees for the time being such lecture or lectures discourse or discourses should not be delivered provided always and it is hereby declared and agreed by and between the parties to these presents that in case the several Trustees in and by these presents named and appointed or any of them or any other succeeding Trustees or Trustee of the said trust, estate and premises, for the time being to be nominated or appointed as hereinafter is mentioned shall depart this life or be desirous to be discharged of or from the aforesaid trusts or shall refuse or neglect or become incapable by or in any manner to act in the said trusts then and in such case and from time to time as often as soon as any such event shall happen, it shall be lawful for the said Kally Nauth Bose during his life time jointly and in concurrence with the Trustees or Trustee for the time being and in case of and after the death of the said Kally Nauth Bose then for the said Trustees or Trustee by any deed or writing under their or his hands, and seals or hand and seal to be attested by two or more credible witnesses to nominate substitute and appoint some other fit person or persons selected from and among such as are recognized worshipers and adorers of the one Eternal Unsearchable and Imutable Being who is the Author and Preserver of the Universe recognizing Him under no other designation or title peculiarly used for and applied to any particular being by any man or set of men whatsoever to supply the place of the Trustees or Trustee respectively so dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid and that immediately after any such appointment shall be made all and every the messuage or building land tenements hereditaments and premises which under and by virtue of these presents shall be then vested in the Trustees or Trustee so dying deserving to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any manner to act as aforesaid shall be conveyed transfered assigned and assured so and in such manner that the same shall and may be legally fully and absolutely vested in the Trustees or Trustee so to be appointed in their or his room or stead either solely and alone or jointly with the surviving continuing or acting Trustees or Trustee as the case may require and in his or their heirs or assigns to the uses upon the trusts and to and for the several ends intents and purposes herein before declared or expressed concerning the same and that every such new Trustees or Trustee shall and may act and assist in the management carrying on and execution of the Trusts to which they or he shall be so appointed although they or he shall not have been invested with the seizin of the Trustees or Trustee to whose places or place they or he shall have succeeded either jointly with the surviving continuing or other acting Trustees or Trustee or solely as the case may require in such and the like manner and in all respects as if such new Trustees or Trustee had been originally appointed by these presents. Provided lastly and it is hereby further declared and agreed by and between the said parties to these presents that no one or more of the said Trustees shall be answerable or accountable for the other or others of them now for the acts defaults or omissions of the other or others of them any consent permission or privity by any or either of them to any act deed or thing to or by the other or others of them done with an intent and for the purpose only of facilitating the execution of the Trusts of these presents notwithstanding nor shall any new appointed Trustees or Trustee or their or his heirs or assigns be answerable or acountable for the acts deeds neglects defaults or omissions of any Trustees or Trustee in or whose place or places they or he shall or may succeed but such of them the said Trustees shall be answerable accountable and responsible for his own respective acts deeds neglects defaults or omissions only and the said Kally Nauth Bose for himself and for his heirs Executors administratiors and representatives covenant grant declare and agree with and to the said Raj coomar Sirkar Bhoirub chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodha Nath Pakrasi their heirs and assigns in manner following that is to say that for and notwithstanding any act deed matter or thing whatsoever heretofore by the said Kally Nauth Bose made done committed willingly or willingly

omitted or suffered to the contrary he the said Kally Nauth Bose at the time of the sealing and delivery of these presents is lawfully rightfully and absolutely seized in his demesne as in his own use of the said messuage building land tenement and premises mentioned and intended to be hereby granted and released with the appurtenances both at law and in Equity as of in and for a good sure perfect and indefeasible estate of inheritance in fee simple in possession and in severalty without any condition contingent trust proviso power of limitation or revocation of any use or uses or any other restraint matter or thing whatsoever which can or may alter, change charge determine lesson encumber defeat prejudicially affect or make void the same or defeat determime abridge or vary the uses or trusts hereby declared and expressed and also that he the said Kally Nauth Bose for and notwithstanding any such act deed matter or thing as aforesaid hath now in himself full power and lawful and absolute authorty by these presents to grant bargain sell release and and assure the said messuage land tennents hereditaments and premises mentioned and intended to the hereby granted and released with the appurtenances and the possession reversion and inheritence thereof unto and to the use of the said Raj Coomar Sircar Bhoirub Chunder Banerjee Kassee Kauth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi and their heirs to to the uses upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefore expressed or declared of and concerning the same according to the true intent and meaning of these presents and further that the said messuage or building land tenements hereditaments and premises with their rights members and appurtenances shall from time to time and at all times hereafter remain continue and be to the use upon the trusts and for the intents and purposes hereinbefore declare i or expressed concerning the same and shall and lawfully may be peaceably and quitely holden and enjoyed and applied and appropriated accordingly without let suit hinderance or denial claim demand interuption of the said Kally Nauth Bose or his heirs representatives or of any other person or persons now or hereafter claiming or to claim or possesing any estate right title trust or interest of into or out of the same or any part or parcel thereof by from under or in trusts for them or any or either of them and that free and clear and clearly and absolutely acquitted exonerated and discharged or otherwise by the said Kally Nauth Bose or his heirs executors administrators and representatives well and sufficiently saved harmless and kept indemnified of from and against all and all manner of former and other gifts grants bargains sales Leases mortgages uses wills devises rents arrears of rents estates titles charges and other incumbrances whatsoever had made done committed created suffered or executed by the said Kally nauth Bose or his heirs or representatives or any person or persons now or hereafter rightfully claiming or possessing any estate right title or interest at Law or in Equity from through under or in trust for them or any or either of them or with their or any or either of their consent privity or procurement or acts means or defaults and moreover that he the said Kally Nauth Bose or his heirs and representatives and all and other person or persons whomsoever now or hereafter lawfully equitably and rightfully claiming or possessing any estate right title use trust or interest either at Law or in Equity of into upon or out of the said messuage land tenements hereditaments and premises mentioned or intended to be hereby granted and released with the appurtenance or any part thereof by from under or in trust for them or any or either of them shall and will from time to time and at all times hereafter at the reasonable request of the said Rajcoomar Sirkar Bhoirub Chunder Banerjee Kassee Kanth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrasi, or the survivors or survivor of them or the heirs of the survivor of their or his assigns make do acknowledge suffer execute and perfect all and every such further and other lawful and reasonable acts things deeds conveyances and assurances in the law whatsoever for the further better more perfectly absolutely and satisfactorily granting conveying releasing confirming and assuring the said messuage or building land tenements hereditaments and premises mentioned to be hereby granted and relased and every part and parcel thereof and the possession reversion and inheritance of the same with their and every of their appurtenances unto the said Raj Coomar Sirkar Bhoirub chunder Banerjee Kassee Kauth Mookerjee and Ayodhya Nauth Pakrassi or other the Trustees or Trustee for the time being and their heirs for the uses

upon the Trusts and to and for the ends intents and purposes hereinbefoıe declared and expressed as by the said Trustees or Trustee or his or their counsel learned in the Law shall be reasonably devised or advised and required so as such further assurance or assurances contain or imply in them no further or other warranty or covenants on the part of the person or persons who shall be required to make or execute the same than for or against the acts deeds omissions or defaults of him her or them or his her or their heirs Executors administrators and assigns so that he she or they be not compellable to go or travel from the usual place of his her or their respective abode for making or executing the same. In Witness whereof the said parties to these presents have hereinto set and subscribed their respective hands and Seals the day and year first above written.

Kalee Nauth Bose.
Raj Coomar Sircar.
Bhoirub Chunder Banerjee.
Kassee Kauth Mookerjee.
শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

উদ্ধৃত।

ব্রহ্মসাধন।

ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক নির্জ্জনতা প্রিয় হয়েন। যে সময় কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রকাশ্য কার্য্যে আহ্বান করে, সে সময় ব্যতীত অন্য সময় তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসেন। তিনি স্বভাবতঃ অপ্রকাশ্য স্থান অন্বেষণ করেন, যে স্থান সাধারণ দৃষ্টি হইতে দূর এবং যে খানে মনুষ্যের প্রশংসা রব গমন করিতে সমর্থ হয় না। যখন তিনি নীরব হইয়া থাকেন তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন। যখন তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া লোকে বোধ করে তখন তিনি সেই অমৃত প্রস্রবণ হইতে অমৃত পান করেন ও তাঁহা হইতে বল ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি নির্জ্জনতা প্রিয় কিন্তু তাঁহার এমনি প্রভাব যদ্যপি তিনি নিস্তব্ধ ভাবে পদ নিক্ষেপ করেন তথাপি তাঁহার আগমনে জনপদ উদ্বেল হইয়া উঠে; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহিত গমন করেন।

ঈশ্বরের প্রকৃত সাধক ধৈর্য্যশীল ও সদা সন্তুষ্ট চিত্ত। ঈশ্বরগতপ্রাণ ব্রহ্মসাধকের কিসের দুঃখ, কিসের বিপদ? সেই প্রেমময়, অমৃতময়, বিশ্ববিধাতা পিতাই তাঁহার জীবনের সমুদায় ঘটনা বিধান করিতেছেন; যখন যে অবস্থায় থাকিলে তাঁহার প্রকৃত মঙ্গল হয় তখন ঈশ্বর তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই স্থাপিত করিতেছেন, এই বিবেচনায় তিনি কখনই আপনাকে দীন জ্ঞান করিয়া ক্ষুণ্ণ হয়েন না। তিনি যদি কখন ঘোর দুরবস্থায় পতিত হন তাহা হইলেও তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যেখানে যাইতে আদেশ করেন তিনি সেইখানে গমন করেন, যে কার্য্য করিতে আদেশ করেন তাহাই সম্পাদন করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় তিনি সহস্র যাতনা সহ্য করেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মুখ হইতে একটুও কাতর উক্তি শ্রবণ করা যায় না। কারণ যখন তিনি রাশি রাশি বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেন তখন তাঁহার প্রেমময় পিতা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার মুখের পানে দৃষ্টি করিয়া আর সকলি বিস্মৃত হইয়া যান। এই জন্য তিনি কি সম্পদ কি বিপদ, কি সুখ কি দুঃখ, সকল সময়েই সন্তুষ্ট চিত্ত থাকেন। তাঁহার হৃদয়ের শান্তি ও মনের তুষ্টি কখনই বিচলিত হয় না। এপ্রকার ব্যক্তির নিকট সিংহাসন যেমন আদরণীয়, কারাগার তেমনি আদরণীয়, সম্মানের আসন যেমনি প্রিয়, অবমাননার আসন তেমনি প্রিয়। প্রধানতা ও নিকৃষ্টতা, আহ্লাদ ও শোক, সম্মান ও অসম্মান, বন্ধুতা ও শত্রুতা সকলই তাঁহার সম্বন্ধে সমান ভাব ধারণ করে। তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরের আবির্ভাবে তাহা সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য কারাগার ও শৃঙ্খল তাঁহার নিকট ভয়ানক নহে; অগ্নিময় শয্যাও যেরূপ পুষ্প-শয্যাও সেইরূপ। এই প্রকার লোকেরাই ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে সক্ষম। যখন দুঃখের কাল, পীড়নের কাল, নিগ্রহের কাল উপস্থিত হয়, তখন ঈশ্বরের এই প্রকার সন্তানদিগের নিকট হইতেই অধিক কার্য্য পাওয়া যায়। তখন যাঁহারা শান্তি ও স্থির নিষ্ঠার রাজ্যে অবস্থিতি করেন না, কেবল উত্তপ্ত ক্ষণিক ভাবের রাজ্যে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা অনেক মহৎকার্য্য করিলেও সেই বিপদের সময় তাঁহাদিগের সঙ্কুচিত, হতোদ্যম বা ভগ্ন সঙ্কল্প হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এপ্রকার ব্যক্তিদিগের তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই।

অঙ্গীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে যোড়াসাঁকো নিবাসিনী কমলিনী দাসী গত ৩১ বৈশাখ সোমবার তাহার মৃত্যুকালে নিজ বন্ধু বান্ধবগণকে সমক্ষে ডাকাইয়া তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহাতে দেনা পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট যাহা উদ্বৃত্ত হইল, তৎসমুদায় অর্থাৎ সিংহ বাবুদিগের বারদ্বারির বাগানস্থিত এক খানি

খোলার বাটী ও নগত ৬১ টাকা এই সমাজের সাহায্যার্থ দান করিয়া গিয়াছে। কমলিনী দাসী পতি পুত্র বিহীনা ছিল এবং তাহার আর উত্তরাধিকারী কেহই নাই। সে চিরকাল সামান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কায়িক পরিশ্রমে কাল যাপন করিত, মৃত্যু কালে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাহার যে এ প্রকার আন্তরিক শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। সামান্য স্ত্রীলোকের মৃত্যুকালে এই রূপ শুভ কর্ম্মে দান আমারদিগের দেশে আমরা এই প্রথম দেখিলাম। বোধ হয় এই দৃষ্টান্ত অনেকের উৎসাহানল সন্ধুক্ষিত করিবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী কার্ত্তিক মাস অবধি বিদেশীয় গ্রাহকদিগের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তি এই পত্রিকাতেই অঙ্গীকৃত হইবে; পৃথক্ পত্র লেখা হইবে না।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৭৮।০
পুস্তকালয়	৮৭৵১০
যন্ত্রালয়	৩৪৪৸০
ডাক মাসুল	৪০৸৵০
পুরাতন কাষ্ঠ বিক্রয় ..	৫০
দান	১
গচ্ছিত	১০৮৸৵০
	৯১০৸৵১০

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩৩১৸১৫
পুস্তকালয়	৫৫৵১০
যন্ত্রালয়	১১২॥৵০
ডাক মাসুল	২২।৵০
অনিরূপিত	২৮॥৵১০
গ্যাস মেরামত	৩০৸০
আলোকের ব্যয়	৪৸১৫
বারাণ্ডার ছাদ মেরামত	৪৫৸১০
গচ্ছিত	১০৯৵১০
	৮৮৫৵১০

আয়	৯১০৸৵১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৮১৵৫
	১০৯১৸৵১৫
ব্যয়	৮৮৫৵১০
স্থিত	২০৬৸৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু	১
„ বনমালী চন্দ্র	১
„ কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তি ..	১
	৩

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০
„ রাজনারায়ণ বসু ..	২
„ নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ..	২
„ ভগবতীচরণ দে	১।৵০
	১০৫।৵০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
	১১৮।৵০

ব্যয়

এক কালীন দান।

ডিস্‌ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটীতে পাঠান যায়	১০০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বেতন ..	২০

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বৃত্তি	১০

কমিসন।

ধন আদায় কারক সরকার ..	।৵০
	১৩০।৵০

আয়	১১৮।৵০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২২৯৵৫
	৩৪৭॥৵৫
ব্যয়	১৩০।৵০
স্থিত	২১৭৵৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ১০ আশ্বিন বুধ বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

২৯১ সংখ্যা

৩৮ ব্রাহ্মসম্বৎ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ ত্রিষ্টুভশ্ছন্দঃ সোমো দেবতা।

১০৪৮

১। ত্বং সোম প্র চিকিতো মনীষা ত্বং রজিষ্ঠমনু নেষি পন্থাং। তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো দেবেষু রত্নমভজন্ত ধীরাঃ।

১। হে 'সোম' 'ত্বং' 'মনীষা' মনীষয়া অস্মদীয়য়া বুদ্ধ্যা 'প্রচিকিতঃ' প্রকর্ষেণ জ্ঞাতোসি। বয়ং ত্বাং স্তুতিভিরজ্ঞাসিষ্মেত্যর্থঃ। অতঃ 'ত্বং' 'রজিষ্ঠং' ঋজুতমং অকুটিলং 'পন্থাং' পন্থানং কর্ম্মফলাবাপ্তিহেতুভূতং মার্গং 'অনুনেষি' অস্মাননুক্রমেণ প্রাপয়সি। কিঞ্চ হে 'ইন্দো' উন্দনশীল সর্ব্বং জগৎ অমৃতেন ক্লেদয়িতঃ সোম 'তব' 'প্রণীতী' প্রণীত্যা ত্বৎকর্ত্তৃকেন প্রকৃষ্টনয়নেন 'ধীরাঃ' ধীমন্তঃ কর্ম্মবন্তঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পিতরঃ' দেবেষু' ইন্দ্রাদিষু 'রত্নং' রমণীয়ং ধনং 'অভজন্তঃ' অসেবন্ত প্রাপ্নুবন্ অস্মানপি তাদৃশং ধনং প্রাপয়েত্যর্থঃ।

১। হে সোম! আমরা বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা তোমাকে প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞাত হইয়াছি, এই নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে অকুটিল পথে অনুক্রমে লইয়া যাইতেছ। তুমি সমস্ত জগৎ অমৃত দ্বারা আপ্লুত করিয়া থাক। আমাদিগের প্রজ্ঞাবান পিতৃগণ তোমা-কর্ত্তৃক উপনীত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১০৪৯

২। ত্বং সোম ক্রতুভিঃ সুক্রতুর্ভূস্ত্বং দক্ষৈঃ সুদক্ষো বিশ্ববেদাঃ। ত্বং বৃষা বৃষত্বেভির্মহিত্বা দ্যুম্নেভির্দ্যুম্ন্যভবো নৃচক্ষাঃ।

২। হে 'সোম' 'ত্বং' 'ক্রতুভিঃ' ত্বৎসম্বন্ধিভিঃ অগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মভিঃ আত্মীয়ৈঃ জ্ঞানৈর্ব্বা 'সুক্রতুঃ' শোভনকর্ম্মা শোভন প্রজ্ঞো বা 'ভূঃ' ভবসি। তথা 'বিশ্ববেদাঃ' সর্ব্বধনঃ ত্বং 'দক্ষৈঃ' আত্মীয়ৈঃ বলৈঃ 'সুদক্ষঃ' শোভনবলো ভবসি। তথা ত্বং 'বৃষত্বেভিঃ' বৃষত্বৈঃ কামাভিবর্ষণৈঃ 'মহিত্বা' মহত্বেন মাহাত্ম্যেন চ 'বৃষা' কামানাং বর্ষিতা মহাংশ্চ ভবসি। তথা 'ত্বং' 'নৃচক্ষাঃ' নৃণাং যজ্ঞস্য নেতৄণাং যজমানানাং অভিমতফলস্য দর্শয়িতা সন্ 'দ্যুম্নেভিঃ' দ্যুম্নৈঃ তৈঃ দত্তৈঃ হবির্লক্ষণৈঃ অন্নৈঃ 'দ্যুম্ন্যভবঃ' প্রভূতান্নো ভবসি।

২। হে সোম! তুমি অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্ম দ্বারা শোভনকর্ম্মা হইতেছ। তুমি অভিলষিত বস্তু দান ও মহত্ত্ব দ্বারা কামপ্রদ ও মহৎ হইতেছ। তুমি যজমানদিগকে

অভীষ্ট ফল প্রদান করত যজমান-দত্ত অন্ন দ্বারা প্রচুর অন্ন-যুক্ত হইতেছ।

১০৫০

৩। রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গভীরং তব সোম ধাম। শুচিষ্ট্বমসি প্রিয়ো ন মিত্রো দক্ষায্যো অর্য্যমেবাসি সোম।

৩। হে 'সোম' 'রাজ্ঞঃ' রাজমানস্য 'বরুণস্য' 'নু' বরুণস্যেব 'তে' তব 'ব্রতানি' কর্ম্মাণি লোকহিতকারীণি অতঃ 'তব' 'ধাম' ত্বদীয়ং তেজঃ 'বৃহৎ' মহৎ বিস্তীর্ণং 'গভীরং' গাম্ভীর্য্যোপেতঞ্চ। হে 'সোম' 'ত্বং' 'শুচিঃ' সর্ব্বেষাং শোধকোসি। তত্রদৃষ্টান্তঃ 'প্রিয়ঃ' 'নঃ' 'মিত্রঃ' যথা সর্ব্বেষামনুকূলোঽহরভিমানী মিত্রো দেবঃ শোধয়িতা ভবতি তদ্বৎ। তথা 'ত্বং' 'অর্য্যমেব' অস্মাভিদৃশ্যমানঃ সূর্য্য ইব 'দক্ষায্যোঽসি' সর্ব্বেষাং বর্দ্ধকো ভবসি। যথাহনি সূর্য্যঃ প্রকাশেন সর্ব্বং বর্দ্ধয়তি এবং নিশ্যমৃতময়ৈঃ সোম কিরণৈঃ আপ্যায়মানং সৎস্থাবর জঙ্গমাত্মকং সর্ব্বং জগৎ বর্দ্ধতে।

৩। হে সোম! দীপ্তিশীল বরুণের ন্যায় তোমার কর্ম্ম সমুদায় লোক-হিতকর অতএব তোমার তেজ বৃহৎ ও গভীর হইয়াছে। সকলের প্রিয় মিত্র-দেবের ন্যায় তুমি সকলের শোধক হইতেছ।

১০৫১

৪। যাতে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পর্ব্বতেষ্বোষধীষ্বপ্সু। তেভির্নো বিশ্বৈঃ সুমনা অহেড়ন্রাজন্সোম প্রতি হব্যা গৃভায়।

৪। হে সোম 'তে' তব 'দিবি' দ্যুলোকে 'যা' যানি ধামানি তেজাংসি বর্ত্তন্তে তথা 'পৃথিব্যাঃ' ভূমৌ যানি বর্ত্তন্তে তথা পর্ব্বতেষু পর্ব্ববৎসু শিলোচ্চয়েষু যানি বর্ত্তন্তে তথ বৃক্ষাদি 'ঔষধীষু' 'অপ্সু' চ যানি বর্ত্তন্তে 'তেভিঃ' 'বিশ্বৈঃ' তৈঃ সর্ব্বৈঃ তেজোভিঃ যুক্তঃ 'সুমনাঃ' শোভনমনাঃ 'অহেড়ন্' অক্রুধ্যন্ হে 'রাজন্' 'সোম' রাজমান সোম এবম্ভূতঃ ত্বং 'হব্যা' অস্মাভিঃ প্রত্তানি হবীংষি 'প্রতিগৃভায়' প্রতিগৃহাণ।

৪। হে সোম। ভূলোক দ্যুলোক পর্ব্বত ঔষধী ও জলে তোমার যে সকল তেজ আছে তুমি সেই সমস্ত তেজ যুক্ত সুমনা ও অক্রোধী। হে রাজন্! তুমি আমাদিগের প্রদত্ত হবি গ্রহণ কর।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।

১০৫২

৫। ত্বং সোমাসি সৎপতিস্ত্বং রাজোত বৃত্রহা। ত্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ। ১। ৬। ১৯।

৫। হে 'সোম' 'ত্বং' 'সৎপতিরসি' সতাং কর্ম্মসু বর্ত্তমানানাং ব্রাহ্মণানাং অধিপতিভর্বসি। তস্মাৎ সোমরাজানো ব্রাহ্মণা ইতিশ্রুতেঃ। 'উত' অপিচ 'রাজা' রাজমানঃ 'ত্বং' 'বৃত্রহা' বৃত্রস্য অসুরস্য শত্রোর্ব্বা হন্তাসি। 'ভদ্রঃ' শোভনঃ 'ক্রতুঃ' যোঽয়ং অগ্নিষ্টোমাদিযাগঃ 'ত্বমেব' তদ্রূপো ভবসি। ১। ৬। ১৯।

৫। হে সোম! তুমি সাধুদিগের অধিপতি। তুমি দীপ্তিশীল ও বৃত্রাসুর হন্তা এবং তুমি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ স্বরূপ। ১। ৬। ১৯।

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

পারমার্থিক মঙ্গল

এবং

তদনুযায়ী মূলনিয়ম।

আমাদের মধ্যে যাহার যে কিছু মঙ্গল ভাব রহিয়াছে তাবতেরই মূল পরমাত্মা, ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি; এবং জ্ঞানের এ বাক্যটিতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাও স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইতেছে; এই জন্য আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা আপনা আপনাকে ঈশ্বরের সেই মঙ্গল ইচ্ছাতে অসংকোচে সমর্পণ করি,—এইরূপ মনে করিয়া যে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা সেই অনুসারে তিনি আমাদিগকে নিয়মিত করুন। এইরূপ, জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, ইচ্ছার সহিত, ঈশ্বর কর্ত্তৃক মঙ্গল

নিয়মে নিয়মিত হওয়া—জ্ঞানবান্ আত্মা মাত্রেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঈশ্বরের সহিত আমাদের এরূপ যোগ রহিয়াছে যে, আমরা যত স্বাধীন হইব তত তাঁহাকে চাহিব; কেননা, আমরা যদি স্বাধীন হইলাম, তবে যিনি সর্ব্বতোভাবে আমারদের মঙ্গল চাহেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকে চাহিব? পুনশ্চ যাহা বিশুদ্ধ রূপে আমারদের স্বাধীন ইচ্ছা—ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাহার মূল; যথা, "আমার মঙ্গল হউক" এ ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা (কেননা আত্মা স্ববশ হইলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না), সর্ব্বমঙ্গলাকর পরমেশ্বরই আমারদের প্রত্যেকের এই স্বাধীন ইচ্ছাটিকে নিয়ত উদ্দীপন করিতেছেন, তাই আমাদের এ ইচ্ছা রাশি রাশি বিপদের মধ্যেও বিধ্বংসিত হয় না;—সহস্র দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িলেও কোন মনুষ্যই ভিতরে ভিতরে মঙ্গল চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হয় না।

প্রতি আত্মাতেই যে ঈশ্বর-প্রদত্ত মঙ্গল ভাব নিগূঢ় আছে, ইহা সত্য কি মিথ্যা জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিয়াছে কি না বলিয়াছে তাহার প্রতি দৃক্পাত না করিয়া—একেবারেই আমাদের স্বস্ব আত্মাতে দৃষ্টি করা বিধেয়। কেন না আত্মা হইতে ব্যবকলন করিয়া আমরা যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্বেগে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি; পরন্তু এখান-ওখান হইতে সংকলন করিয়া আমরা যে সকল মতামত ধার্য্য করি, তাহা যেমন সত্য হইতে পারে তেমনি অসত্যও হইতে পারে, সুতরাং তাহা কখনই সম্যক্ রূপে বিশ্বাস্য হইতে পারে না। মঙ্গল ভাব যদিও আমাদের আপন আপন আত্মাতেই রহিয়াছে, তথাপি যে আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না—ইহার অবশ্য কারণ আছে, যথা;—

আমাদের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দুই রূপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; এক রূপ মঙ্গল ভাব এই যে, তাহার পদে পদে বাধা বিঘ্ন, ও চতুর্দ্দিকে প্রতিবন্ধক,—কোথাও প্রলোভন কুহক-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও বিভীষিকা মুখ-ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, কোথাও জটিল হৃদয়-গ্রন্থি পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। এই রূপ মঙ্গল ভাবকে লক্ষ করিয়াই সচরাচর বলা গিয়া থাকে যে, শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি; রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন দ্বারা ইহা এমনি প্রপীড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে দেখিতে পাওয়াও একটি সহজ ব্যাপার নহে,—মোহ শোক ভয়ের পর্ব্বত রাশি ভেদ করিয়া তবে ইহাকে দেখিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল ভাব এই যে, তাহাতে কিছু মাত্র বাধা নাই বিঘ্ন নাই তাহা অতীব পরিশুদ্ধ। আমাদের এই পৃথিবীটির আদিম অবস্থায় আমরা যদি ইহার উপরে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে ইহার মুখশ্রী এখনকার মত এরূপ হইবার পক্ষে কি না ভয়ানক প্রতিবন্ধক-সমূহ আমাদের নেত্র-গোচর হইত? কিন্তু সে-কালের সেই সকল ভূত-সম্ভ্রাম কি মঙ্গলের কর্ণকে বধির করিতে পারিয়াছিল?—না মহাভূত সকলের প্রবল প্রকোপ মঙ্গলের হস্তকে রোধ করিতে পারিয়াছিল? এই প্রকার এই যে প্রভূত মঙ্গল ভাব, ইহা নিঃশঙ্কে ও নিরুদ্বেগে সমুদায় জগতের উপরে নিয়ত কার্য্য করিতেছে,—কোন বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ও স্বকার্য্য-সাধনে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। সকল নিয়মেরই উপরে এই মঙ্গলের নিয়ম রহিয়াছে, কিন্তু ইহার উপরে আর কাহারো নিয়ম নাই। এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, প্রথম প্রকার পরিমিত মঙ্গল ভাব—জীবাত্মার, ও দ্বিতীয় প্রকার সর্ব্ব-মঙ্গল ভাব—পরমাত্মার; এবং এই দুয়ের

মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ যে, জীবাত্মার মঙ্গল ভাব যে পর্য্যন্ত না পরমাত্মার মঙ্গল ভাবের সহিত আপনার যোগ সংস্থাপন করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত উহা সংসার-ভারে প্রপীড়িত হইয়া মৃতবৎ হইয়া থাকে, এই জন্য এ অবস্থায় উহা আছে কি নাই তাহা লক্ষ্য হওয়া ভার।

দর্শন-শাস্ত্র বিশেষের আলোচনা দ্বারা আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইব ততই আমাদের স্বাধীনতার নির্ব্বাণ হইবে; কিন্তু সত্য এই যে, যত আমরা ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান-প্রেম-ইচ্ছাতে সম্মিলিত হইব ততই আমরা স্বাধীন হইব। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে গিয়া স্বাধীন হয়, বালক যেমন ক্রীড়া-ক্ষেত্রে গিয়া স্বাধীন হয়, যুবা যেমন বয়স্য দলের মধ্যে গিয়া স্বাধীন হয়, জীবাত্মা সেই রূপ পরমাত্মার সন্নিধানে গিয়াই স্বাধীন হয়। স্বাধীন ইচ্ছা যে কি-রূপ—এক্ষণে তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

আত্মার অভ্যন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অবয়ব অন্বেষণ করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রথমতঃ, আত্মামাত্রেই অগ্রে নিয়ম স্থির করে পশ্চাৎ সেই নিয়ম পালন করে—এই রূপে কার্য্য করে। যথা, আমি যদি অগ্রে এই রূপ নিয়ম করি যে "আমি চলিব" এবং পশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন করি অর্থাৎ তদনুসারে চলি, তবেই সেই কার্য্যকে বলা যাইতে পারে—আত্মার কার্য্য কি না আমার আপনার কার্য্য; কিন্তু যদি আমি সুষুপ্ত অবস্থায় শয্যা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করি, তাহা হইলে সে কার্য্য আমার আপন নিয়মানুসারে না হওয়াতে তাহা কখনই আমার আত্মার কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ আপন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইলে, জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য,—কর্ত্তব্যের ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ মূল-নিয়ম। এক্ষণে, স্বাধীন ইচ্ছা কাহাকে বলে—তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিবে। স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন—আত্মার অধীন; যে ইচ্ছা আত্মার অধীন তাহা কাজেই আত্মার নিজের গুণ-সকলের সহিত ঐক্য হইতে চায়; ইচ্ছা ব্যতিরেকে আত্মার আর কি কি গুণ? না জ্ঞান এবং প্রীতি; অতএব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই যে তাহা জ্ঞান ও প্রীতি শ্রদ্ধাদি ভাবের সহিত স্বভাবতঃই ঐক্য হয়। এই জন্য কোন প্রাচীন ঋষি তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক স্থানে এই রূপ কহিয়াছেন যে,"শ্রদ্ধয়া দেয়ং অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং" শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না;—শ্রদ্ধার সহিত দান করাই যে স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং অশ্রদ্ধার সহিত দান করা যে সে রূপ নহে, ইহা সকল মনুষ্যেরই মনে স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়। অতএব সত্য-জ্ঞান মূলক শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অনুযায়ী আচরণকেই স্বাধীন কার্য্য বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হইবে যে, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যখন আমাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন তাঁহাতে আত্মা সমর্পণ করাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য এবং তাহার বিপরীতাচরণ করাই পরাধীনতার লক্ষণ।

আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়—পারমার্থিক সত্য, সেইরূপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার যাহা প্রধান লক্ষ্য তাহাকেই বলা যায়—পারমার্থিক মঙ্গল। আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান যেমন দেখাইয়া দেয় যে, সকলের মূলে এক জন মহান্ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন—যিনি পরম সত্য; সেইরূপ আমাদের

স্বাধীন ইচ্ছা চাহে যে, সকলের উপরে এক জন বিধাতা পুরুষের বর্ত্তমান থাকা উচিত—যিনি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল স্বরূপ,—"সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে যিনি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন"। ঈশ্বরের সহিত যোগেই আমরা স্বাধীন হই; এই হেতু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত হয়, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা-মুলক আমাদের এই যে স্বাধীন ইচ্ছা, ইহা-দ্বারা যে সকল নিয়ম প্রকটিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ম্মের নিয়ম। অন্তরতম পরমাত্মার সহিত নিগূঢ় সহবাসে আত্মা যখন পরিতৃপ্ত হয়, তখন বিষয়ের আকর্ষণ তাহার উপরে বল করিতে পারে না; এই হেতু এ অবস্থায় আত্মা বিষয় হইতে নিয়ম ভিক্ষা করে না, কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত আপন অকৃত্রিম স্বভাব হইতে নিয়ম উদ্ভাবন করে,—পরমাত্মা হইতেই নিয়ম চাহিয়া পায়। ধর্ম্মের নিয়ম কি? ইহার তথ্য নির্ণয় করিতে গেলে এক দিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যা কহিবে না, অন্যের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—ধর্ম্মের নিয়ম এই রূপ বহু সংখ্যক; কিন্তু আর এক দিকে দেখিলে, উক্ত তাবতের সার এই একটি মুল নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া পবিত্র হইবে। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার সার্ব্বলৌকিক মঙ্গল ভাব যাহা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা যে এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে আছে ও জীবে নাই, এ মনুষ্যে আছে ও মনুষ্যে নাই, এমন কদাপি নহে,—তাহা সর্ব্বত্রগামী,—তাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ। ঈশ্বরের হস্ত হইতে এই রূপ সার্ব্বলৌকিক মঙ্গল-রস পান করিয়াই সাধু মহাত্মারা স্বাধীন হন,—স্বাধীন হইয়া কি করেন? না—কেবল আপনার আপনার মঙ্গল নহে, কিন্তু মঙ্গল—যাহা আত্মপর-নির্ব্বিশেষ, তাহারই অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হন; ঈশ্বরের মঙ্গল-সন্নিধানের গুণে নির্ভয় হইয়া, তাঁহারা মঙ্গল সাধন কার্য্যে সর্ব্বদাই এরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকেন যে, যখনই কোন মঙ্গল কার্য্য তাঁহাদের সামর্থ্যের মধ্যে আইসে, তখনই তাঁহারা সুবিবেচনা ও সুনিয়ম পূর্ব্বক তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, ঈশ্বরের উপাসনা-জনিত যাঁহার হৃদয়ে এই বিশ্বাসটি অবতীর্ণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করিবেনই, তিনি কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কেন না সযত্ন হইবেন। এই রূপে যাঁহারা স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ঈশ্বরের হইয়া কার্য্য করেন—যাঁহারা কেবল আপনার আপনার নহে কিন্তু জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী—তাঁহারা আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না পরকেও সেই রূপ প্রতারণা করেন না, আপনার অধিকারকে যেমন অবহেলা করেন না, পরের অধিকারকেও সেই রূপ অমান্য করেন না, আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন, পরকেও সেই রূপ বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখেন,—তাঁহারা স্বভাবতই এই প্রকার আচরণ করেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে,—মিথ্যা কহিবে না, পরের ধন অপহরণ করিবে না, ব্যভিচার করিবে না,—এ সকলই এই এক মুল নিয়ম হইতে ব্যবকলন করিয়া পাওয়া যায় যে, সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার সহিত আত্ম-সমর্পণ করিবে। "যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"।

শমীরামা।

(স্কন্দ পুরাণ হইতে আহৃত)

একদা দেব-প্রধান শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত জীবলোকের হিতাভিলাষে কৈলাস-বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষধ পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তথায় স্বর্গবিদ্যাধরীদিগকে দেখিয়া তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। পার্ব্বতী তাঁহার এই রূপ আকস্মিক চপলতা দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং অনুনয় বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর পার্ব্বতী রোষভরে শঙ্করের সহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুশদ্বীপে[১] গমন করিয়া এক শমীবৃক্ষ কোটরে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশ নয় বৎসর অতীত হইল। তাঁহার দেহ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া দিক্ দাহ করিতে লাগিল। তখন তিনি স্থাবর জঙ্গম জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া বহ্নি প্রতিসংহার পূর্ব্বক সেই শমীবৃক্ষে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং সেই বৃক্ষেই বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার নাম শমীরামা[২] হইল।

এদিকে শঙ্কর পার্ব্বতী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও পরিত্যক্ত হইয়া ভগ্নমনে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থান জনশূন্য ও চতুর্দ্দিক কুশ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি সেই কুশবন উচ্ছিন্ন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কপোত রূপ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভার্য্যা পার্ব্বতীও যোগবলে তাঁহাকে কপোত-দেহ স্বীকার করিতে দেখিয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক কুতূহলাবিষ্ট চিত্তে কপোতী রূপ পরিগ্রহ করিলেন[৩]। তদবধি জন সমাজে কপোতেশ্বর ও কপোতেশ্বরীর পূজা আরম্ভ হইল[৪]। অনন্তর তাঁহাদিগের তপঃ-প্রভাবে কুশ-বন নির্ম্মূল হইয়া গেল। শঙ্কর ও পার্ব্বতী যে স্থলে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি কুশস্থলী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে[৫]। এই সময়ে সমগ্র পৃথিবী কুশবনে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। শঙ্কর উহা নির্ম্মূল করিবার আশয়ে পার্ব্বতীর সহিত পৃথিবী পর্য্যটন-প্রসঙ্গে কুশদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ঐ স্থান ম্লেচ্ছ জাতি দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তখন শঙ্কর ম্লেচ্ছদিগের উপর কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদিগকে মোক্ষ প্রদানে ইচ্ছা করিলেন এবং স্বয়ং মোক্ষেশ্বর

১। পুরাণে কুশ দ্বীপের স্থান সন্নিবেশ যে রূপ বর্ণিত আছে তদনুসারে এক্ষণে ভূমধ্য সাগরের তীর ও নীল নদীর মুখ হইতে সারহিন্দ পর্য্যন্ত স্থান কুশদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ৪ ভা।

২। স্কন্দ পুরাণের এই শমীরামা দেবী আসিরিয়া দেশের রাজ্ঞী সেমিরেমিস্ হইতে পারেন। সেমিরেমিস্ খৃষ্টের জন্মিবার একাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি ব্যাসও প্রায় ঐ সময় জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে স্বপ্রণীত স্কন্দপুরাণে তাঁহার বৃত্তান্ত সকলন করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না।

৩। এই রূপ কিম্বদন্তী আছে যে সেমিরেমিস শৈশব কালে বন মধ্যে এক বৎসর কাল কপোত দ্বারা প্রতিপালিত হন। কেহ কেহ কহেন তিনি মৃত্যুকালে কপোত রূপে পরিণত হন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৭ ভা।

৪। ভারতবর্ষ আরব সীরিয়া ও আসিরিয়া দেশে অতি প্রাচীন কালে কপোতের পূজা হইত। এবং রোমানদিগের ইগল পক্ষীর ন্যায় আসিরিয়েরা কপোত মূর্ত্তি চিহ্ন স্বরূপ পরিচ্ছদ মধ্যে ধারণ করিত। আসিয়াটিক রিসর্চ্চ ৪ ভা।

৫। এই স্থান পুরুষোত্তম ক্ষেত্র হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ অন্তর। অদ্যাপি ইহা হিন্দুজাতিদিগের একটি তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

হইয়া পার্ব্বতীকে কুশদ্বীপের উপকণ্ঠে বহ্নি-স্থান প্রদেশে কুশ বিনাশার্থ তপোনুষ্ঠান করিতে প্রেরণ করিলেন। পার্ব্বতী তথায় অনায়াসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্রত্য বহ্নি-ব্যাপ্ত নামক পর্ব্বতে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁহার দেহ হইতে এক তেজ নির্গত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। তখন তিনি উহাকে কুশ-বন ভস্মসাৎ করিতে আ-দেশ দিলেন। তেজ কুশবনে প্রবেশ করিবা মাত্র যবনেরা দগ্ধ-দেহ হইয়া অবিলম্বে মুক্তি লাভ করিল[৬]।

এই রূপে কুশদ্বীপের পূর্ব্বতন অধিবাসী যবনেরা বিনষ্ট হইলে তথায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে এই সমস্ত জাতিও স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিল। তখন অন্যান্য স্থানের যবনেরা কুশদ্বীপে প্রবেশ করিয়া নূতন অধিবাসীদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপী-ড়ন আরম্ভ করিল। অনন্তর তত্রস্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণ অনায়াসা দেবীর নিকট এই যবনকৃত অত্যাচার নিরাকরণ এবং আপনাদিগের মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিল। দেবীও তাহাদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া তথায় কপোতী-বেশে বাস করিতে লাগিলেন। তদবধি তাঁহার এই অধিষ্ঠান-ভূমি মহাভাগাস্থান[৭] বলিয়া প্রথিত হইল।

এই অবসরে শঙ্কর মোক্ষস্থানে[৮] বাস করিয়া মোক্ষার্থীদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে ছিলেন। এই স্থান অতিশয় পবিত্র। শঙ্কর তথায় কপোত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া মো-ক্ষেশ্বর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

৬। সেমিরামিস একটি সমরপ্রিয়া ও বীর্য্যবতী নারী ছিলেন। তিনি বিবাহিত হইয়াই স্বামীর সহিত বক্ট্রিয়া দেশ পরাজয় করিতে গিয়াছিলেন। লেম্প্রাইয়ার্স বিব্লিওথিকা ক্লাসিকা।

আসিরিয়া দেশ কপোত দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিল ইহা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকের একটি গীতেও ইহার কতকটা আভাস আছে। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ৪ ভা।

৭। ইহাকে পূর্ব্বে মেবগ বলা হইত। এই নগর সীরিয়ার অন্তর্গত। এক্ষণে ইহা মেনবিগ্জ এবং মেনবিগ্ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গ্রিকেরা ইহাকে হিরাপোলিস বা পবিত্র নগর বলে। এই নগর অতি প্রাচীন। এই স্থানে একটি সীরিয়া দেশীয় দেবীর স্বর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি যুপিটার ও জু-নোর প্রতিমূর্ত্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ স্বর্ণময় প্রতি-মূর্ত্তির মস্তকে একটি সুবর্ণের কপোত স্থাপিত ছিল। কেহ কেহ কহেন উহা সেমি-রেমিসের প্রতিরূপ। লুসিয়স আম্পিলিয়স এড মাকিন নামা এক জন লাটিন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ইউফ্রেটিস নদীতীরে একটি কপোত একটি মৎস্যের ডিম্ব যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছিল। বহুদিবসের পর ঐ ডিম্ব হইতে এক দেবী নির্গত হন। এই দেবী করুণা-পরবশ হইয়া সকল লোককে মুক্তি প্রদান করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ কহেন ঐ ডিম্ব হইতে সিরিয়ার রাজ্ঞী উৎপন্ন হন। শমীরামা দেবীর দ্বীপবাসীদিগের প্রার্থনায় মহাভাগাস্থানে আবির্ভাব ও তত্রস্থ লোক সকলকে মুক্তি প্রদান এই দুইটি ঘটনার সহিত লাটিন গ্রন্থকারের বাক্যের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মেবগ এই নামটি মহাভাগা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। ইতিহাস লেখক লুসিয়ান কহেন এই স্থানে ভারত-বর্ষ প্রভৃতি নানা দেশ হইতে তীর্থ যাত্রীরা গমনা-গমন করিত। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ৪ ভা।

৮। বর্ত্তমান মক্কা পৌরাণিকদিগের মোক্ষস্থান হইতেপারে। মোক্ষের অপভ্রংশ মোক্ক। দাবীস্থান গ্রন্থকার কহেন মক্কার প্রাচীন নাম মক ছিল। টলেমি ইহার নাম মকো বলেন। মোক্ক হইতে মক ও মকো হওয়াও অসম্ভব বোধ হয় না। পশ্চিম দেশীয় পুরাবিৎ ব্রাহ্মণেরা মক্কাকে আপনাদিগের পুরাণোক্ত মোক্ষস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পুরাণে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে মোক্ষ-স্থান ভারতবর্ষের পশ্চিম এবং ইজিপ্ট ও ইথিও-পিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। আরব দেশীয় গ্রন্থকারেরা কহিয়া থাকেন মহম্মদের সময় মক্কার মন্দিরে দারুময় দুইটি কপোত মূর্ত্তি ছিল। মহম্মদ ঐ দুই কপোত চূর্ণ করিয়া ছিলেন। বোধ

শঙ্করের উপাসকদিগের মধ্যে বীরসেনই সর্ব্ব প্রধান ছিল। শঙ্কর তাহার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত স্থাবর পদার্থের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত তাহার আর একটি নাম স্থাবর-পতি হয়। এই স্থাবর-পতি সমস্ত পৃথিবীতে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে নির্গত হইয়া প্রথমে মোক্ষ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মোক্ষেশ্বরকে যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে অগ্নি পর্ব্বতে গমন করিলেন। কিন্তু তত্রত্য পার্ব্বত্য জাতীয়েরা তাঁহাকে যথোচিত সমাদর না করাতে তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন বহ্নিস্থানবাসিনী শমীরামা ও তাঁহার উপাসকেরা রণসজ্জা করিয়া স্থাবর-পতির [৯] সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শমীরামার সৈন্যগণ স্থাবরপতির বলবীর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া পরিশেষে দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর দেবী শমীরামা অতিশয় বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে শঙ্করের প্রিয় উপাশক জানিয়া অবিলম্বে বহ্নিস্থানের [১০] আধিপত্য প্রদান করিলেন।

হয় পুর্ব্বতন হিন্দুরা শিব পার্ব্বতীর কপোত-বেশে তথায় আগমন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের দারুময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মক্কার মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। যখন মহম্মদ ঐ মন্দির ভগ্ন করিয়া পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন তখন তাহা মন্দির হইতে বহিস্কৃত করিয়া বহিঃপ্রাচীরে গ্রথিত করিয়া দেন। পূর্ব্বে তথায় মুষলমানেরা ঐ কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তরময় শিব লিঙ্গের অর্চ্চনা করিত। কিন্তু যাহারা মহম্মদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহারা আর ঐ শিবলিঙ্গের পূজা করে নাই। আরবীয় গ্রন্থকর্ত্তারা কহেন যে আরব দেশে বিশেষতঃ মক্কায় মুষলমানেরা প্রস্তরের উপাসনা করিত। অল্‌সাহ্রেস্থানী কহেন যে মক্কার মন্দীর জোহাল্ বা কেইভান দেবকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। এই জোহাল দেব রোমকদিগের সাটারন। দাবীস্থান গ্রন্থকার কহেন মক্কার মন্দিরে যে কৃষ্ণ বর্ণ প্রস্তর আছে উহা কেইভান দেবের প্রতি মূর্ত্তি। এই কেইভান দেব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকের কাইমন। ইনি সময়ের দেবতা। রোমকদিগের সাটারনও সময়ের দেবতা। সুতরাং মক্কার মন্দির-স্থিত প্রস্তরকে যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়েরা সময়ের দেবতার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে তখন উহা যে হিন্দুদিগের উপাস্য শিবলিঙ্গ তাহা এক প্রকার সম্ভব হইতেছে: কারণ মহাদেবের নামও মহাকাল। আরও ইজিপটীয়েরা ঐ প্রস্তরকে হোরস্ দেবের প্রতি মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হোরস্‌ও সময়ের দেবতা এবং হিন্দুদিগের হর ও ইজিপ্টিয়দিগের হোরস্ একই রূপ। এক্ষণেও মুষলমান দিগের মধ্যে অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায় যে, হিন্দুদিগের শিব মক্কার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আসিয়াটিক রিসার্চ্চ ৪ ভা।

৯। সেমিরেমিসের সহিত স্টরোবেটেসের যুদ্ধ হইয়াছিল। স্থাবরপতি এই শব্দের সহিত স্টরোবেটেস নামটির সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

১০। পৌরাণিকেরা এই স্থান কুশদ্বীপের মধ্যে, কেহ কেহ উহার প্রান্তে সংস্থাপিত আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং ফ্রিজিয়া হইতে হিরাট পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশই বহ্নিস্থান হইতে পারে। এই সমস্ত স্থানে বিস্তর আগ্নেয় গিরি আছে। এই নিমিত্ত পৌরাণিকেরা এই স্থানকে বহ্নিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানের কিয়দংশকে আরবেরা আজার বেজান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। আজার—অগ্নি, বেজান—উৎস। ঐ সমস্ত স্থানে বিস্তর হিন্দুদিগের চিহ্ন ছিল। হিরাট দেশের নিকট বলক ও কিরিয়ন নামক দেশ হিন্দুজাতির তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইরান দেশে অদ্যাপি পাশ্চাত্য হিন্দুরা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী সিন্ধুনদী হইতে প্রায় ৪০ ক্রোশ অন্তর হিঙলাজ ও আনকুজ নামে দুইটি তীর্থ স্থান ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহা অরণ্যময় হইয়া রহিয়াছে। অদ্যাপি তথায় ২৪ টি ভবানীর মন্দির আছে। কিন্তু নিতান্ত দুর্গম বলিয়া তথায় এক্ষণে কেহ সাহস করিয়া গমনাগমন করিতে পারে না। ইউক্রেটিস্

সমাজ সংস্কার।

কোন সমাজের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি চির কাল এক ভাবে থাকে না। কালক্রমে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়; সেই পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আচার ব্যবহারও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। তাহা না হইলে সমাজস্থ লোকদিগকে অনেক প্রকার উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকিতে ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু জাতির যে রূপ অবস্থা ছিল, অধুনা তাহা বহু অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎকালে যে সকল আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রচলিত ছিল, তদানীন্তন হিন্দু-সমাজের পক্ষে তৎসমুদায় নিতান্ত হিতকর ও একান্ত আবশ্যক হইলেও তদ্দ্বারা ইদানীন্তন লোকদিগের হয় তো যৎপরোনাস্তি অপকার হইতে পারে। যখন এই রূপ অপকার ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, তখন লোকে আপনা হইতেই পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। প্রতিবন্ধকতা করিতে গেলে কেবল বিবাদ বিসম্বাদই ঘটে; পরিবর্ত্তন রোধ করা যায় না। যদিও সেই সকল আচার ব্যবহার রক্ষা করা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ বলিয়া প্রথিত থাকে, তথাপি যখন তাহা লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয়, তখন কেহই সাধারণ লোককে নিরস্ত করিতে পারে না। এই সকল কারণেই পূর্ব্বতন যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্ম্ম সকল অনুল্লঙ্ঘনীয় শাস্ত্রীয় আদেশ সত্ত্বেও উঠিয়া গিয়াছে। এমন কি, সেই প্রকার পরিবর্ত্তনের অনুরোধে কখন কখন ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে ইহারও উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময়ে হিন্দুসমাজে গোমাংস দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান ও মধুপর্কের নিমিত্ত সচরাচর গোহত্যা করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল; কালক্রমে রহিত করা আবশ্যক হওয়াতে তাহা এক বারে নিষিদ্ধ বলিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। ইদানীন্তন হিন্দুদিগের মনে গোহত্যা এত দুর দুষ্কর্ম্ম বলিয়া সংস্কার জন্মিয়াছে যে, পূর্ব্ব পুরুষগণের আচরিত সেই অনুষ্ঠান আচ্ছাদিত করিবার নিমিত্ত, "তাঁহারা পশুদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতেন" এই বলিয়া সামান্য লোকদিগের মধ্যে একটি অমূলক কিংবদন্তী প্রচারিত হইয়াছে। যদি এ দেশে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারিত হইত, তাহা হইলে এক্ষণকার প্রচলিত ছাগমেষাদির বলিদানও পূর্ব্বতন গোহত্যার ন্যায় ঘৃণিত হইয়া থাকিত ও তাদৃশ বলিদানের নিষেধক ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও সংরচিত হইত তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক সময়ে হিন্দুসমাজে অতি ঘৃণিত ক্ষেত্রজ পুত্র সকল ঔরস পুত্রের ন্যায় সমাদৃত ও পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইত; যে পাণ্ডবগণকে লইয়া প্রকাণ্ড মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহারা অন্ততঃ মহাভারতের মতানুসারে এই রূপ ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন; কালক্রমে তাদৃশ নিয়মের প্রতি হিন্দুজাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হওয়াতে সেই নিয়ম অভিনব শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কত শত উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয় মান হয় যে, হিন্দু-সমাজ চির কাল এক ভাবে অবস্থান করে নাই। অবস্থানুসারে প্রয়োজন হওয়াতে কত পুরাতন আচার ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে এবং কত নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। যেখানে তাদৃশ পরিবর্ত্তের সময় শাস্ত্রের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই,

নদী তীরে বসোরা দেশে কল্যাণরাও ও গোবিন্দরাও নামে দুইটি বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি আছে। হিন্দুরা মুসলমানদিগের ভয়ে তথায় অতি গোপনে এই দুই মূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিল।

সে খানে আপনা হইতেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা উঠিয়া যাইতেছে। গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ও পুংসবন প্রভৃতি কএকটি শাস্ত্রবিহিত সংস্কার এক্ষণে অনেকের নিকট অশ্রদ্ধিত হইয়াছে এবং প্রকৃত পৌত্তলিকদিগের মধ্য হইতেও উঠিয়া যাইতেছে। কেবল হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারই এই রূপ পরিবর্ত্তসহ, এরূপ নহে; সমুদায় দেশের সমুদায় জাতির সমাজই এই রূপ কালে কালে রূপান্তর ও অবস্থান্তর হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা পরিবর্ত্তনের নাম শুনিলেই ভীত ও উদ্বেজিত হইয়া উঠেন, তাঁহারা মনুষ্য জাতির ইতিহাস বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

মনুষ্য যাহা আপনার পক্ষে ভাল বলিয়া জানিতে পারে, কেহ না বলিয়া দিলেও এবং শত শত প্রতিবন্ধক থাকিলেও আপনা হইতেই তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্যের এইরূপ প্রকৃতি থাকাতেই জনসমাজের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে। এই কারণেই কৃষি বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি সমুদায় বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য যখন যৎসামান্য কুটীরে অবস্থান এবং যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ও মৃগমাংসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তদবধি যদি তাহারা সর্ব্ব প্রকার আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া সেই অবস্থাতেই অদ্য পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে পশুসমাজ ও মনুষ্যসমাজ একই ভাব ধারণ করিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বর্ণনায় গোমেষ প্রভৃতির বৃত্তান্ত যে রূপ পাঠ করা যায়, অদ্যও তাহারা সেই রূপই দৃষ্ট হইয়া থাকে; যদি পরিবর্ত্তন না হইত, মনুষ্যসমাজও এই রূপ থাকিত তাহার সন্দেহ নাই। অতএব মনুষ্য জ্ঞান ও শক্তিতে যতই উন্নত হইতে থাকিবে, ততই তাহার আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে। বাল্যকালে তাহার আচার ব্যবহার যে রূপ থাকে, উন্নত বয়সে অবশ্যই তাহাকে অন্য প্রকার আচার ব্যবহারের প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় এবং অসভ্য অবস্থায় যে রূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সভ্য অবস্থায় তাহা অবশ্যই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। এই নিয়ম অনুসারে যেমন কৃষি বাণিজ্যের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে, যেমন শিল্প সাহিত্যের উন্নতি সাধন হইতেছে, যেমন জ্যোতির্ব্বিদ্যা পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতির সংশোধন হইতেছে, যেমন চিকিৎসা বিদ্যা উৎকৃষ্টতর হইয়া জনসমাজের হিত সাধন করিতেছে, যেমন রাজনীতি সংশুদ্ধ হওয়াতে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতেছে, সেই রূপ অন্যান্য আচার ব্যবহারও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

বিশেষত হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বহু অংশে পরিবর্ত্তনীয় হইয়া উঠিয়াছে। অধিকাংশের মনের ভাব যখন যে রূপ হয়, তৎকালীন সমাজের আচার ব্যবহার আপনা হইতেই তাহার অনুযায়ী হইয়া উঠে। যদি সামাজিক লোকদিগের মন জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতিতে উন্নত থাকে, তবে তৎকালীন সমাজও উন্নত ভাব ধারণ করে; যদি তাঁহাদিগের মন অপকৃষ্ট হয়, তবে সমাজও তাহার অনুরূপ জঘন্য হইয়া যায়। এই রূপ পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসমান হইয়া জনসমাজ কখন উন্নত বেশ ধারণ করে, কখন নিতান্ত দুঃস্থ ও শোচনীয় হইয়া পড়ে। আমাদের হিন্দুসমাজ এক্ষণে এই দুঃস্থাবস্থায় নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সভ্যগণের অধিকাংশের মন কলুষিত ও সংকীর্ণ; সৎ কর্ম্ম সাধনের সাহস কিছুই লক্ষিত হয় না; পদে পদে ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করে। অধিকাংশের চিত্তই অজ্ঞান-

তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাদিগের মনের ভাব উন্নত না হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা কখনই সমুন্নত হইবে না; সমাজ সংস্কারকদিগকে সেই মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, যে সকল আচার ব্যবহার তাহাদের উন্নতি লাভের অন্তরায় হইয়া আছে, তাহা অবশ্যই পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর প্রতি মনুষ্যের মনে একটি উন্নতি-স্পৃহা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত মনুষ্যমাত্রেই বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না; এই অসন্তোষই তাঁহাদিগকে আপনাদের উৎকর্ষ সাধনে প্রবর্ত্তিত করে। তিনি যে কেবল এই উন্নতি-স্পৃহা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া আছেন এমন নহে, সেই উন্নতি বহু পরিমাণে আমাদিগের যত্ন ও চেষ্টার আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন। যে জাতি যখন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে সন্তোষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়াছেন, তখনই আলস্য ও বিলাস আসিয়া তাঁহাদিগের পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। মানুষের অবস্থার, হয় উন্নতি নয় পতন হইতে থাকে; কখনই এক ভাবে স্থির হইয়া থাকে না; যাঁহাহারা উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের উন্নতি হয়; যাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাঁহাদিগের অবশ্যই পতন হইয়া থাকে, এই নিয়মের অন্যথা ভাব কোন ইতিহাসেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই আলস্য দোষে দূষিত হইয়া আমাদের হিন্দুসমাজ নানা দুর্গতি ভোগ করিতেছে, এবং দিন দিন যেন অধিকতর দুর্গতিতে নিমগ্ন হইতেছে। এখনও যদি হিন্দুসমাজ আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা সংশোধন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগী ও যত্নবান্ না থাকেন, তাহা হইলে যাহা আছে, তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া হিন্দুসমাজকে আরও অপকৃষ্ট অবস্থায় নিপাতিত করিবে। নিশ্চেষ্টতা হইতে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, হিন্দুসমাজ তাহা বিলক্ষণ আস্বাদন করিতেছেন। হিন্দুসমাজে কেবল পূর্ব্বতন উন্নতির অভিমানমাত্র অবশিষ্ট আছে, অন্তঃসার প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত স্থায়িতর ও গুরুতর উন্নতির চিহ্ন হিন্দুসমাজে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এখনও অনেকের নিদ্রা ভঙ্গ নাই। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে ও অধিক পরিমাণে যে বিদ্যালোক বিকীর্ণ হইতেছে, তাহার এই ফল ফলিতেছে যে, পূর্ব্বে মূর্খতানিবন্ধন যে সকল দুরবস্থা ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইত না, জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়াতে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া যন্ত্রণার ভাগ আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন যদি হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল যে ইহার উন্নতির পথে কণ্টক পড়িবে এমন নহে, আরও অধিকতর দুর্গতির অবস্থায় ইহাকে নিমগ্ন হইতে হইবে।

কার্য্যগতিকে নানাবিধ পরিবর্ত্তন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই সকল অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনকে যদি যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ কখন সুখী হইতে পারিবে না। যদি কোন উন্নত লক্ষ্য এই সকল পরিবর্ত্তনের নিয়ামক না হয়, যদি কোন গম্য স্থান মনে না রাখিয়া হিন্দুসমাজকে এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে ভাসিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দুজাতি নিশ্চয়ই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। বলিতে কি, এক্ষণে হিন্দুসমাজের এমন নেতা নাই, এমন সভাপতি নাই, এমন শক্তি নাই যে, ইহার চঞ্চল সভ্যগণের অদূরদর্শিতা ও স্বেচ্ছাচার নিবারণ করে। কতকগুলি বিকটাকার পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া আমা-

দের এই আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হইতেছে। যাঁহারা সমাজ সংস্কারে, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, দূষিত কুসংস্কার সংশোধনে ও অন্যান্য আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, আমরা বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যেন কোন পরিবর্ত্তনে হস্তক্ষেপ না করেন। বিদ্যাশিক্ষা প্রভাবে অনীশ্বরে ঈশ্বরবুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু আমরা এমন কখনই মনে করি নাই যে, তাহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। লোকান্তরবিষয়ক যে সকল কুসংস্কার সাধারণকে নিস্ফল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আসক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তন হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয় ছিল; কিন্তু যদি পর লোকে অবিশ্বাস সেই পরিবর্ত্তনের পরিণাম হইয়া উঠে, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের কি ভয়ানক দুর্গতি উপস্থিত হইবে। হিন্দুরা সচরাচর মদ্যপানের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন, কিন্তু হায়! কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! স্বদেশদ্রোহী বিলাসীদিগের দৌরাত্ম্যে এমন শুদ্ধতর সাধু-আচরণও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যদি ধর্ম্মনীতি পূর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বিনী না হইয়া আরও ক্ষীণ হইয়া যায়,তবে কেবল মত ও বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন দ্বারা কখনই কোন দেশ উন্নত হইতে পারে না। স্বদেশে সভ্যতা বিস্তার কে না মনের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে? কিন্তু কোন্ সহৃদয় পুরুষ ধর্ম্মনীতিকে বলিদান দিয়া সভ্যতা-লক্ষ্মীর সেবা করিতে পারেন? জানি না ধর্ম্ম-হীন সভ্যতাই বা কি পদার্থ। হিন্দুসমাজ! কবে তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে? কবে তোমার মুখমণ্ডল সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিব? হা! তুমি যতই আঘাত পাইবে, ততই কি সংকুচিত হইয়া যাইবে!

এক্ষণে হিন্দুসমাজ এই রূপ লক্ষ্য হীন পরিবর্ত্তনের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে, বোধ হয় এই পাপের ভোগ আরও বৃদ্ধি হইতে চলিল। আপনাদের পাপাচার, অবিমৃষ্যকারিতা ও আলস্য প্রভৃতি দোষে পূর্ব্বাবধিই আমরা প্রায় মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া আছি; আবার নূতন নূতন পাপের ফল ভোগ করিতে হইলে আর আশা ভরসা থাকিতেছে না। এখনও সকলে সতর্ক হউন, স্নেহের সহিত স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যাহাতে স্বদেশানুরাগ সকলের মনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে তাহার আন্দোলন করিতে থাকুন। স্বদেশানুরাগই স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান উপায়। স্বদেশানুরাগ ব্যতিরেকে স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা আর কৃত্রিম শোকে অভিভূত হইয়া নাটকের অভিনয় করা উভয়ই তুল্য। এক্ষণে যে চাকচক্যশালী বাহ্য সভ্যতা আমাদের দেশে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহাতে স্বদেশানুরাগের সম্বন্ধ দেখা যায় না; এ সভ্যতা স্বদেশানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে; অনুকরণ দ্বারা ঋণ করা হইতেছে। সুতরাং কাকের ময়ূর-সজ্জাবৎ ঈদৃশ সভ্যতা দ্বারা ভারতবর্ষের স্থায়ী কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। স্বদেশানুরাগ মনুষ্য জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; নিতান্ত বিকৃতাবস্থা না হইলে কেহই স্বদেশের প্রতি মমতাশূন্য হইতে পারে না। যে দেশে যে জাতির মধ্যে গমন কর, তাহা সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক; তথাকার লোকদিগের মনে স্বদেশানুরাগের সুস্পষ্ট চিহ্ন সকল অবশ্যই লক্ষিত হইবে। মনুষ্যেরা ইহারই প্রভাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আপনার দেশকে সমধিক প্রীতি করিয়া থাকেন, ইহারই প্রভাবে অন্য জাতি অপেক্ষা আপনার জাতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া দর্শন করেন, ইহারই প্রভাবে অন্য দেশের

আচার ব্যবহার অপেক্ষা স্বদেশীয় আচার ব্যবহারকে মধুময় বলিয়া বোধ করেন; এবং ইহারই প্রভাবে পিতৃ-পুরুষ-পরম্পরাগত যাবতীয় বিষয়ে আত্যন্তিক অনুরাগ জন্মে। প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ-প্রভাবেই "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহারই জন্য স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তিরা মাতৃ-দ্রোহীর ন্যায় নরাধম বলিয়া সাধু-সমাজে পরিগণিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য হিন্দু সমাজে ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত নহে, কেবল আপনার বর্ত্তমান সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, স্বদেশকে উন্নত করিবার নিমিত্ত নহে, কেবল আপনি আনন্দে থাকিবার নিমিত্ত অনেকের নিকট স্বদেশের ও স্বজাতির মমতায় জলাঞ্জলি পড়িতেছে। আমরা এ রূপ বলিতেছি না যে স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া স্বদেশের দোষ দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাক; সে রূপ করা যথার্থ স্বদেশানুরাগীর লক্ষণ নহে। কি প্রকারে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে স্বদশীয় আচার ব্যবহার সকল পরিশুদ্ধ হইবে, কিসে স্বদেশীয় লোকে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত হইবে এবং কি প্রকারে স্বদেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এই সকল চিন্তাতেই স্বদেশানুরাগীর অন্তকরণ উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ থাকে। যে সকল আচার ব্যবহার দ্বারা বাস্তবিক স্বদেশের অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, যে সকল কুসংস্কার স্বদেশীয়দিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং যে সকল রীতি নীতি স্বদেশীয়দিগের অভ্যুদয়ের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে আমরা কখনই সঙ্কোচ প্রকাশ করি না।

এক্ষণে হিন্দু সমাজের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে কোন্ বিষয়ের অগ্রে সংস্কার সম্পাদন করা আবশ্যক, এই লইয়া অনেকে অনর্থক উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সংসারের গতি ও সংস্কারের রীতি অন্য প্রকার। বিস্তীর্ণ সমাজের মধ্যে অসংখ্য লোক অবস্থান করিতেছে; সকলের আকৃতি যেমন এক প্রকার নহে, সেই রূপ সকলের মনও এক রূপ নহে; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই আসিয়াছে। সমুদায় সমাজের সংস্কারভার এক জনের হস্তে নিহিত হয় নাই। অতএব কখনই এ রূপ বলা যাইতে পারে না যে, অগ্রে এই বিষয়ের উন্নতি সাধন কর, পশ্চাৎ অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে। কে সংসারের কোন্ দিকে থাকিয়া কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবে, কেহই অগ্রে বলিয়া তাহার নিয়ম করিতে পারে না। চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা লোকে নানা বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করেন; তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা দ্বারা একই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। কেহ ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হন, কেহ বিদ্যা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন; কেহ রাজনীতির সংশোধন করেন; কেহ আচার ব্যবহারের সংশোধনে অগ্রসর হন; কেহ কৃষি কর্ম্মে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্প কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার যে বিষয়ে যত দূর ক্ষমতা, তাঁহা দ্বারা সেই বিষয়ের তত দূর উন্নতি সম্পাদিত হয়। এই রূপে নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা এক এক সমাজ সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে। অতএব হিন্দুসমাজে যাঁহারা যে বিষয়ে যত দূর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনর্থক আলস্য-সলিলে নিক্ষিপ্ত না করিয়া হিন্দুসমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত করুন। কেবল এই মাত্র নিয়ম করা যাইতে পারে যে, যাঁহার যে বিষয়ে সমধিক

ক্ষমতা ও অভিরুচি, তিনি স্বদেশের সেই বিষয়ের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হউন; কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কারে সকলেরই সহায়তা অবশ্যক। ধর্ম্ম যেমন প্রতি আত্মার অনন্ত কালের সম্বল, সেই রূপ পৃথিবীতে আমাদের সমাজের মধ্যে প্রধান বন্ধন। যে সকল কুরীতি সামাজিক শাসনেও দূরীকৃত হয় না, সুতীক্ষ্ণ রাজ-শক্তি যেখানে পরাভব পায়, এক মাত্র ধর্ম্মই তাহা সংশোধন করিবার উপায়। স্বার্থের প্রলোভন মানুষকে কেবল দুই ঘণ্টার নিমিত্ত বশীভূত রাখিতে পারে, সমাজ ও রাজ শক্তির শাসন কেবল বাহ্য অত্যাচার নিবারণ করে; কিন্তু সমাজের সর্ব্বাবয়বের সংস্কার করা ধর্ম্মশাসন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। অতএব ধর্ম্ম সংস্কারে সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত; অন্যান্য বিষয়ের উন্নতি সাধন প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য ভেদে বিভাগ করিয়া লও এবং যার যেমন শক্তি, অকপট ভাবে তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে নিয়োগ কর। কিন্তু অনেক ক্ষমতাপন্ন লোককেও আলস্যে কাল ক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি। এক জন অশিক্ষিত অক্ষম ব্যক্তি যেমন সমস্ত দিন আত্মোদর পরিপোষণে ব্যস্ত হইয়া থাকে; এক জন সুশিক্ষিত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকেও সেই রূপ কেবল আত্ম-সুখ সাধনেই নিবৃত্ত দেখিলে কাহার মনে দুঃখের উদয় না হয়।

হিন্দুসমাজ আর নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকেন, আপনাদের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়; কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া কোন্ বিষয়ে কত দূর চেষ্টা করিলে কি রূপ ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। চেষ্টা থাকিলে উপায়ের অসদ্ভাব থাকে না এবং যাহা করিতে হইবে, তাহার পথও অগোচর হয় না। অনেক চেষ্টা অনেক সময়ে বিফল হইয়া যায় সত্য বটে, কিন্তু তাহা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম। নিশ্চয় জানিবে, এক্ষণে হিন্দুসমাজের প্রত্যেক বিষয়েরই উন্নতি ও সংশোধন আবশ্যক; যাহা অপকৃষ্ট, তাহা দূর করিতে হইবে; যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা আরও উৎকৃষ্ট করিতে হইবে; এবং যাহা নাই, তাহার সৃষ্টি করিতে হইবে। অতএব কার্য্যের অভাব নাই; কি করিব বলিয়া ভাবিত হইতে হইবে না। আলস্য পরিত্যাগ কর, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, আশা ও উৎসাহ জাগরিত রাখ; ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর কর। আমরা আর আপনাদের উন্নতি করিতে পারিব না ইহা মনে করা কখনই আমাদের উচিত নহে। এমন কিছুই মনে করা যায় না, যাহা জ্ঞানের পরিবর্ত্তন, রুচির পরিবর্ত্তন ও অভ্যাসের পরিবর্ত্তন দ্বারা উপস্থিত হইতে না পারে; অবশ্য, যাহা পৃথিবীতে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহারই কথা হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং সেই শক্তিকে যে রূপ উন্নতিশীল করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মনুষ্য দ্বারা কত যে মহৎ মহৎ কর্ম্ম সংসাধিত হইতে পারে, এক্ষণে আমরা তাহা কল্পনা করিতেও পারি না। এক্ষণে আমরা জাতি বিশেষকে যত দূর সভ্যতাতে সমারূঢ় দেখিতেছি, সকল জাতির মধ্যেই সেই উন্নতির বীজ, সেই উন্নতি কি? তাহা অপেক্ষাও মহত্তর উন্নতির বীজ সকল আশ্চর্য্য রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। কি অনির্দ্দেশ্য অবস্থা উপস্থিত হইলে যে তৎসমুদায় অঙ্কুরিত ও উপযুক্ত রূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে। পৃথিবীতে এমন জাতিও বিদ্যমান আছে যে, তাহারা অদ্যাপি অক্ষরের সৃষ্টি করিতে পারে নাই, ধনুর্ব্বাণের নামও শুনে নাই এবং

অদ্যাপি রন্ধনপ্রণালীও জানে না; ভবিষ্যতে হয়তো তাহারাই সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। রোম সম্রাটের অধিকার কালে বৃটেন দ্বীপের কি অবস্থা ছিল? মনুষ্যের শক্তিতে ব্যাঘ্র-ভল্লুক-পরিপূর্ণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সুদৃশ্য প্রসাদ-শ্রেণী বিনির্ম্মিত হইতেছে; দুর্গম স্থান সুগম হইতেছে; দুর্লভ বস্তুও সুলভ হইতেছে; ঘোরতর অসভ্য জাতিও সভ্যতার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে; অধিক কি, দেশের জল বায়ু পর্য্যন্ত মনুষ্যের শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কেবল বাহ্য পরিবর্ত্তন নয়, আন্তরিক পরিবর্ত্তনের অতি স্পৃহনীয় ফল সকল উৎপন্ন হইতেছে। ঘোরতর মূর্খ জ্ঞানবান্ হইতেছে; উদ্ধত স্বভাব বিনীত হইতেছে; ঘোর পাপীও সাধু ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এমন জাতি নাই, এমন বংশ নাই, এমন ব্যক্তি নাই, যাহারা যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে না পারে। ভারতবর্ষের উষ্ণতাও ইহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। বঙ্গ দেশের আদ্র ভূমিও ইহার ব্যাঘাত করিতে পারে না। এই ভূমিতেই মহাপণ্ডিত উৎপন্ন হইতে পারেন; এই ভূমিতেই মহাবীরের আবির্ভাব হইতে পারে, এই ভূমিতেই মহাপুরুষ সঞ্চরণ করিতে পারেন, এই অতি দুস্থ হিন্দুসমাজই অত্যুন্নত হিমালয়ের ন্যায় শোভমান হইতে পারে। যদি উদ্দেশ্য থাকে, যদি সংকল্প থাকে, যদি যত্ন থাকে, যদি চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য দ্বারা যত দুর হইবার সম্ভাবনা, তাহা হিন্দুসমাজ কেন না অধিকার করিতে পারিবে?

অনুষ্ঠান।

বিগত ২১ আশ্বিন রবিবার শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এই প্রার্থনা করেন।

"মাতার ন্যায় কোমল বন্ধু জগতে আর নাই। মাতা সেই পরম মাতার স্নেহময়ী প্রতিমূর্ত্তী স্বরূপ। পিতা সন্তানকে পরিত্যাগ করিলে মাতা কিন্তু তাহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্র পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মাতার কোমল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করে। এমন প্রিয় বস্তুর বিয়োগ হইলে সকলেই দুঃখার্ণবে মগ্ন হয়। কিন্তু এতদ্রূপ বিয়োগে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা বিশেষ দুঃখিত হয়েন। তাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, স্বদেশের জন্য মাতার মনে ক্লেশ প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন। মাতা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় উপলব্ধি করিতে না পারিয়া দারুণ মনোব্যথায় ব্যথিত হয়েন। যেখান হইতে তাঁহারা চির কাল প্রিয় ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, সেখান হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। কোথায় সন্তান তাঁহাকে সুখে রাখিবে, তাহা না হইয়া সে তাঁহাকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে। কোথায় তিনি প্রত্যাশা করেন যে লোকে তাঁহার সন্তানকে প্রশংসা করিবে, তাহা না হইয়া তাহাকে লোকের নিন্দাভাজন হইতে দেখিয়া তিনি দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে চির কাল যাপন করেন। হে মাতঃ! ধর্ম্মের জন্য, স্বদেশের হিত সাধন জন্য তোমার মনে কতই না ক্লেশ প্রদান করিয়াছি! তোমার কোমল মনকে এত যন্ত্রণা দিয়াছি যে তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলে। তোমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিল; তুমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ আমাকে করিতে দেখিয়া তোমার মন কি ভয়ানক আঘাত না প্রাপ্ত হইয়াছিল। তুমি যখন আমার বাল্যাবস্থায় আমাকে তোমার মস্তকের উপর স্থাপন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে, তুমি কি তখন মনে করিয়াছিলে যে আমি তোমার স্নেহের এই রূপ প্রতিশোধ দিব? যে পুত্র

দ্বারা, তুমি মনে করিয়াছিলে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহারই দ্বারা বংশের উপর কলঙ্ক পতিত হইল; যে পুত্রকে তুমি এই রূপ মনে করিয়াছিলে যে, সে লোকের প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া তোমার মনকে আহ্লাদে নৃত্যমান করিবে সেই পুত্র লোকের নিন্দাভাজন হইয়া তোমার মনকে দারুণ ক্লেশ প্রদান করিল। যে পুত্রের জন্য তুমি লোকের আদৃতা হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাহার জন্য তুমি লোকের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলে। এই কি তোমার সুকোমল স্নেহের প্রতিক্রিয়া হইল? তুমি মনের খেদে এ পর্য্যন্ত কাতর উক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিলে যে কি কালসর্প আমার উদরে আমি ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হে মাতঃ! তুমি এক্ষণে পরলোকবাসিনী হইয়া যে উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সেই জ্ঞান সহকারে তুমি কি এখন আমাকে ক্ষমা করিতেছ না? ক্ষমা করা দূরে থাকুক, তুমি কি আমার কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া আহ্লাদিত হইতেছ না? আমার বোধ হইতেছে যেন তোমার আত্মা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। তোমার মনে এত দারুণ কষ্ট প্রদান করিয়াছি তথাপি তোমার স্নেহের ন্যূনতা হয় নাই। তুমি তোমার শেষ পীড়ার সময় নিজের ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার হিতকর কার্য্য সাধনে ব্যস্ত ছিলে; সেই পীড়ার সময় আমি ভাল খাইব বলিয়া, আমার পুনঃ পুনঃ নিষেধ বাক্য না শুনিয়া আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার কথা যখন আমার মনে হয়, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এমন সুকোমল স্বর্গীয় স্নেহ কি আর দেখিতে পাইব? আমার প্রতি এরূপ স্নেহের দৃষ্টান্ত দেখা জন্মের মত ফুরাইল? এখন কতই চিন্তা আমার মনকে আকুলিত করিতেছে, তোমার প্রতি কতই যত্নের ত্রুটি স্মরণ হইতেছে, কতই শুশ্রূষার ন্যূনতা মনে পড়িয়া যন্ত্রণা রূপ পেষণীযন্ত্রে আমার চিত্তকে নিপীড়িত করিতেছে। মা! আর কি তোমার সহিত দেখা হইবে না যে সেই সব যত্নের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব? আমার হৃদয় বলিয়া দিতেছে যে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, যে তুমি পুনরায় আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে।

হে বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী মাতা এ লোক হইতে অবসৃত হইলেন। তোমার এই শুভ সংকল্প সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে আর আমরা তেমন স্নেহপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না। তেমন স্নেহগর্ভ আহ্বান আর শুনিতে পাই না। আমরা এ জন্মের মতন সে অভয় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলাম। তিনি তোমার মঙ্গল-ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়াই তোমার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুখে সুখী হইতেন, আমাদের দুঃখে দুঃখ ভোগ করিতেন, আমাদের রোগে রুগ্ন হইতেন, এবং আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাঁহার সেই কোমল আত্মাকে আপনার ক্রোড়ে রক্ষা কর। তাঁহাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাও। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চির কাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম্ম পথে চির কাল অবস্থান করে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক চারি আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৬৯। ২৩ কার্ত্তিক সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক।

২৯২ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দ্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সোমোদেবতা।

১০৫৩

৬। ত্বং চ সোম নো বশো জীবাতুং ন মরামহে। প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ।

৬। হে 'সোম' 'নঃ' অস্মাকং স্তোতৄণাং 'জীবাতুং' জীবনৌষধং 'ত্বংচ' ত্বংচেৎ 'বশঃ' কাময়েথাঃ তদানীং বয়ং 'ন মরামহে' ন ম্রিয়ামহে। কীদৃশস্ত্বং 'প্রিয়স্তোত্রঃ' প্রিয়াণি স্তোত্রাণি যস্য স তথোক্তঃ বহুভিস্তোতব্য ইত্যর্থঃ। 'বনস্পতিঃ' বনানামোষধি বনস্পতিরূপাণাং পতিঃ পালয়িতাসি। সোমোবা ওষধীনাং রাজেতি শ্রুতেঃ।

৬। হে সোম! তুমি যদি আমাদের জীবন কামনা কর, তবে আমরা অমর হই। তুমি স্তোত্র-প্রিয় ও বনস্পতি।

১০৫৪

৭। ত্বং সোম মহে ভগং ত্বং যূন ঋতায়তে। দক্ষং দধাসি জীবসে।

৭। হে 'সোম' 'ত্বং' 'মহে' মহতে বৃদ্ধায় 'ঋতায়তে' ঋতং যজ্ঞং আত্মনঃ ইচ্ছতে পুরুষায় 'জীবসে' জীবিতুং 'দক্ষং' উপভোগ সমর্থং 'ভগং' ধনং 'দধাসি' নিদধাসি করোষি তথা 'ত্বং' 'যূনে' তরুণায় চ 'ঋতায়তে' জীবিতুং ধনং করোষি।

৭। হে সোম। তুমি যাগার্থী বৃদ্ধ ও যুবাকে জীবিকার নিমিত্ত ভোগ-যোগ্য ধন প্রদান করিতেছ।

১০৫৫

৮। ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘায়তঃ। ন রিষ্যেত্ত্বাবতঃ সখা।

৮। হে 'সোম' 'রাজন্' রাজনশীল 'ত্বং' 'অঘায়তঃ' অঘং পাপং তদ্ধেতুকং দুঃখং অস্মাকং কর্তুমিচ্ছতঃ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বস্মাদপি পুরুষাৎ 'নঃ' অস্মান্ 'রক্ষ' পালয় 'ত্বাবতঃ' ত্বৎসদৃশস্য 'সখ' সখ্যং প্রাপ্তঃ পুরুষঃ 'ন রিষ্যেৎ' নহি বিনশ্যেৎ কিমুবক্তব্যং ত্বৎসখা বিনশ্যতীতি।

৮। হে দীপ্যমান সোম! তুমি দুঃখ দানাভিলাষী সমস্ত লোক হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ভবাদৃশ পুরুষের সখা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

১০৫৬

৯। সোম যাস্তে ময়োভুব ঊতয়ঃ সন্তি দাশুষে। তাভির্নোঽবিতা ভব।

৯। হে 'সোম' 'তে' তব সম্বন্ধিন্যঃ 'দাশুষে' চরুপুরোডাশাদীনি দত্তবতে যজমানায় 'ময়োভুবঃ' ময়সঃ সুখস্য ভাবয়িত্র্যঃ 'যাঃ' 'ঊতয়ঃ' রক্ষাঃ 'সন্তি' বিদ্যন্তে 'তাভিঃ' রক্ষাভিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'অবিতা' রক্ষিতা 'ভব'।

৯। হে সোম! যজমানকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমার যে সকল সুখকর উপায় আছে, তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০৫৭

১০। ইমং যজ্ঞমিদং বচো জুজুষাণ উপাগহি। সোম ত্বং নো বৃধে ভব। ১।৬।২০।

১০। হে সোম 'ত্বং' 'ইমং' অস্মাভিঃ ক্রিয়মানং 'যজ্ঞং' 'ইদং' 'বচঃ' ইদানীং ক্রিয়মানং স্তুতিলক্ষণং বচনং 'জুজুষাণঃ' সেবমানঃ সন্ 'উপাগহি' উপাগচ্ছ প্রাচীন বংশলক্ষণং গৃহং প্রাপ্নুহি। প্রাপ্য চ 'নঃ' অস্মাকং 'বৃধে' যজ্ঞস্য বর্দ্ধনায় 'ভব'। ১।৬।২০।

১০। হে সোম! এই যজ্ঞ ও এই বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক এখানে আগমন কর ও উন্নতি বিধান কর। ১।৬।২০।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতা।

৪ কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

স্বপ্রকাশ ভূমা আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন; তবে কেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাই? তিনি আমারদের অন্তরের অন্তরাত্মা; তথাপি কেননা আমরা তাঁহাকে অন্তরে দেখিতে পাই? জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত, মৃত্যুর পরে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, তিনি আমারদের সঙ্গের সঙ্গী; সে সঙ্গ ছাড়িয়া কেন আমরা সংসারে মুহ্যমান থাকি? তিনি নয়নের নয়ন, প্রাণের প্রাণ, তাঁহাকে হৃদয়ে কেন না রাখিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করি? বিষয়ের এমন কি আস্বাদ যে সেই ঈশ্বরের অমৃত হইতে বঞ্চিত করে? তবে কেন বিষয়-সুখের প্রতি ধাবিত হইয়া ঈশ্বরের অমৃত আস্বাদে বঞ্চিত হই? ঈশ্বর আত্মাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন যে, তাঁর ধর্ম্ম আচরণ করিয়া উন্নত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁর ক্রোড়ে যাইয়া তাঁর আনন্দ-মূর্ত্তি দর্শন করিব, তাঁর ধর্ম্মানুষ্ঠানে পবিত্র হইয়া অবশেষে তাঁর ক্রোড়ে গিয়া তাঁর প্রসন্ন বদন দর্শন করিব। তিনি আমাদের আত্মাকে উন্নত করিবার জন্য, তিনি আমাদের আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য, এখানে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; আমরা আত্মাকে উন্নত করিয়া তাঁর ক্রোড়ে গিয়া অমৃত লাভের প্রত্যাশা করিতেছি। আমারদের আত্মা শৈশবাবস্থা হইতে ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। যখন আমরা না জানিয়া মাতৃ-স্তনে পোষিত হইতেছিলাম, সে সময়েও এই উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছিল যে যৌবন কালে বৃদ্ধ কালে উন্নত হইয়া মৃত্যুর পর-পারে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। আমরা এমন লক্ষ্যকে ছাড়িয়া সংসারে পতিত হইয়া ঈশ্বর হইতে পরিচ্যুত হইতেছি। এখানকার দারুণ কোলাহলে বধির হইয়া যেন সেই পরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট না হই, ধর্ম্মাচরণ করিয়া যেন তাঁর ক্রোড়ে যাইতে পারি। ঈশ্বর সেই মঙ্গল ভাবের সহায়; অমরা ঈশ্বরের নিকট যাইব, এই জন্য এত ক্লেশ সহ্য করিতেছি। আমারদের আত্মার মধ্যে ঈশ্বর সখা সযুজা হইয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই শ্রুতিটি সকলের হৃদয়ে জাগ্রৎ রহিয়াছে যে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিসস্বজাতে"। এই শরীরের মধ্যে আত্মা পরমাত্মা উভয়ে বসতি করিতেছেন। সেই পরমাত্মার আদেশে আত্মা ধর্ম্মাচরণ করিতেছে, পরমাত্মা তাহার অনুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন। দেখ এই ভয়াবহ সংসারে কেমন সহায় হৃদয়ে রহিয়াছেন। আমরা দুর্ব্বল, সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর আত্মাতে থাকিয়া দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেছেন। যদি আমরা ব্রহ্মে সংস্থিত হই, তবে ভয়

কি? ভূমা আকাশে যেমন স্থাবর নক্ষত্র-সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, আকাশ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারে না; তেমনি ভূমা পরমাত্মাতে আত্মা সংস্থিত রহিয়াছে। অতএব স্বকীয় আত্মাতে ভূমাকে দেখিয়া পরমাত্মাকে লাভ কর। সেই আমারদের এক মাত্র লক্ষ্য। আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি, আমারদের ব্রহ্ম এক মাত্র লক্ষ্য। ব্রহ্ম পূজা এক মাত্র পূজা—যাহাতে সেই ঈশ্বরের আরাধনা সকল সময়ে করিতে পারি, ইহার জন্য ব্রাহ্মসমাজে সম্মিলিত হইয়াছি। এ লক্ষ্য হইতে যেন ভ্রষ্ট না হই। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর—তোমার সৎস্বরূপ প্রকাশ কর, ধর্ম্মভাব মঙ্গল-ভাব হৃদয়ে প্রেরণ কর, সংসারের মোহ হইতে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সিন্দূরীয়াপটী চতুর্থ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ অগ্রহায়ণ ১৭৮৯ শক। মঙ্গল বার।

সম্পাদকের বক্তৃতা।

আজি এই ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব। প্রতি দিন নির্জ্জনে বসিয়া যে অন্তর্যামী পুরুষের আরাধনা করিয়াছি, প্রতি সপ্তাহে সকলে মিলিয়া যে পরম পিতার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, আজি সেই মহান্ পুরুষের বাৎসরিক পূজা সম্পাদনের জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি এখানে পূর্ণ রূপে বিরাজমান আছেন, সকলের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন এবং সকলের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি এখানকার সকল কথাই শ্রবণ করিতেছেন, সকলের মনের ভাব জানিতেছেন এবং প্রতি জনের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি অবধারণ করিতেছেন। জননী যেমন শিশু সন্তানের মুখে মা বলিয়া আহ্বান শুনিতে চান, সেই রূপ সেই অখিলমাতা আমাদের মুখে সরল হৃদয়ের আহ্বান শ্রবণ করিবেন। আজি জন্ম সকল হইবে। তাঁহাকে পূজা করিয়া আজি আমরা পবিত্র হইব। আমাদের অধিকার অতি উচ্চ, কিন্তু আমরা অতি অযোগ্য; তথাপি আমাদের এই আশা হইতেছে যে, সেই দীনহীনের পরম ধন আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবেন। সত্য কি, আমাদের শূন্য হৃদয়ে সেই পূর্ণ স্বরূপ আবির্ভূত হইবেন? সত্য কি, সেই প্রাণ-স্বরূপের অধিষ্ঠানে এই গৃহ পরিপূর্ণ আছে? সত্য কি, এই সকল মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে সেই অলৌকিক অমৃত পুরুষ এই আলোকের ন্যায় বিদ্যমান আছেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, ঈশ্বর বিজ্ঞানময় পুরুষ, জড় পদার্থ নহেন; চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সত্য-স্বরূপ সত্য-পথে না থাকিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি প্রীতি-স্বরূপ হৃদয় প্রীতি-রসে আর্দ্র না হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। তিনি পবিত্রস্বরূপ, পুণ্যসলিলে আত্মা পবিত্র না হইলে তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না। তিনি কর্ম্মশীল, কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহার সহিত সম্মিলনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সত্য ও মিথ্যা, প্রীতি ও শূন্যতা, পুণ্য ও পাপ এবং কর্ম্ম ও আলস্য আমাদের চরিত্রে মিশ্রিত হইয়া আছে। যদি এই রূপ চরিত্র লইয়াই আমরা পরিতৃপ্ত থাকি, তবে কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি যে, সেই পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিব? যে রূপ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হয়; তাহা না করিয়াও কি আমরা সেবকের সকল ফল লাভ করিতে সমর্থ হইব। আমরা অধিকাংশ সময় ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই সেবা করিয়া থাকি। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছার সহিত আমাদের মলিন কামনার মিল হয় না, ইহা আমরা পদে পদে প্রত্যক্ষ করি-

তেছি; তথাপি সেই ক্ষুদ্র কামনা সকল কি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি? তবে কি ভরসায় তাঁহার সহিত সম্মিলনের আশা করিতেছি? ভরসা আমাদের কিছুই নাই—যোগ্যতা আমাদের কিছুই নাই; কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহাকে না ডাকিয়া আমরা আর কি করিব? এই জন্যই তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং তাঁহারই সাহায্য লইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই আশা প্রাপ্ত হইয়াছি।

ঈশ্বর চির কালই আমাদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন; কিন্তু আমরা জীবনের অনেক অংশ তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া অতিবাহিত করিয়াছি। যদিও পৃথিবীর কোন পদার্থ এক দিনের নিমিত্তেও হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে নাই, তথাপি পৃথিবীর সুখই সর্ব্বস্ব বলিয়া যত দিন মুগ্ধ ছিলাম, তত দিন সমুদায় আশা এই সংকীর্ণ সংসারেই আবদ্ধ ছিল। মনে করিতাম সংসারের জয় লাভ করিতে পারিলেই জীবন চরিতার্থ হইল। যে অবধি সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তদবধি এই সংসারের সমুদায় সুখ অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সংসারের সুখে হৃদয় আর পরিতৃপ্ত হয় না। যাঁর সংসার, তিনিই ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন। আমাদের তৃপ্তি লাভের কারণ এখানে কিছুই নাই। যাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখি, তাঁহাকেই বিলাপ করিতে দেখিতে পাই। সংসারের সুখ মরীচিকার ন্যায় মনুষ্যগণকে প্রতারিত করিতেছে—আমরা আপনারাই বুদ্ধিদোষে প্রতারিত হইতেছি; কেন না সংসারে যাহা নাই; তাহাই সংসারে অনুসন্ধান করিতেছি।

এই পৃথিবী ও এই শরীর আমাদের চির কালের জন্যে নহে। এখানকার আমোদ প্রমোদ, মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও ধন ঐশ্বর্য্য আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে; নিশ্চয়ই এক সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। আমি, আমরা, পরিশেষে কোথায় যাইব, কিছুই জানি না। আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিকে এখানে কত দিন অবস্থিতি করিতে হইবে, তাহা কেহই জানে না। কেহই জানে না কোন্ দিন এই সংসারের দিন অবসন্ন হইবে; কোন্ দিন সেই কাল আসিয়া আমাদিগকে পৃথিবীর ক্রোড় হইতে অপহরণ করিবে। তখন হাস্য কোলাহল হাহাকারে পরিণত হইবে, আমোদ প্রমোদ স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, এই শরীর চির কালের জন্য শয়ন করিবে। তখন আমার, তখন আমাদের, কি অবস্থা উপস্থিত হইবে? এখন আমরা যাহা কিছু করিতেছি, তাহার ফলাফল হয় তো কিছুই ভাবিতেছি না। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র চিন্তা ও একটি ক্ষুদ্র কর্ম্মও কদাপি বিফল হইয়া যাইবে না। প্রতি ব্যক্তিকে তাঁহার শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সদসৎ গতি প্রাপ্ত হইতে হইবে। যে পরিমাণে পাপ, সেই পরিমাণে সন্তাপ এবং যে পরিমাণে সন্তাপ, সেই পরিমাণে ক্রন্দন, ইহা নিশ্চয়। ইহা জানিয়া শুনিয়াও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্ম সুখেই নিমগ্ন থাকিব? ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সংসারের উন্নতি সাধন করিব? ঈশ্বরের অবমাননা করিয়া আপনি মানী হইব? ভবিষ্যৎ—অনন্ত কাল এক বারে ভুলিয়া থাকিব? হে সংসারাসক্ত হৃদয়! মনে করিয়াছ কি সংসারের যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা আর কিছুই নাই? অন্ন বস্ত্রের অভাব ভিন্ন আর আমাদের অভাব নাই? সংসার ভিন্ন আর চিন্তার বিষয় নাই? এক বার বাহির হইতে চক্ষুকে ফিরিয়া লও; অন্তরে দৃষ্টিপাত কর; আত্মকৃত কর্ম্মের ফল আপনাতে কি ফলিতেছে, পরীক্ষা কর। পৃথিবী হইতে

প্রস্থান করিবার সময় কি লইয়া যাইব, একবার আলোচনা কর। প্রিয় শরীর পর্য্যন্ত সঙ্গে লইতে সমর্থ হইব না। একাকী আসিয়াছিলাম, একাকী চলিয়া যাইব। তখন আপনার ভাগ্য আর সংসারের উপর থাকিবে না; তখন আপনার ভাগ্য আর বন্ধুবান্ধবের হস্তে থাকিবে না; তখন আপনার ভাগ্য আপনাতেই বিদ্যমান দেখিব। ভাবিয়া দেখ, তাহা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য হইবে। ধন ঐশ্বর্য্য আমার নয়, মান সম্ভ্রম আমার নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি আমার নয়: এখানে যাহা লইয়া ভাগ্যের বিচার হয়, তাহার কিছুই আমি লইতে পারিব না। যত ক্ষণ এই শরীরে অবস্থান করিতেছি, উহা তত ক্ষণের জন্য; তার পর আর কিছুই পাইব না। কেবল আত্মার চরিত্র আত্মার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে; এবং তাহার উপরেই আমাদের সুখ ও সৌভাগ্য শান্তি ও আরাম নির্ভর করিবে। এখানে আমাদের প্রতি-কর্ম্ম ও প্রতি-চিন্তা আত্মার সেই চরিত্র নির্ম্মাণ করিতেছে। অতএব এখন অবধিই প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ সাবধান হইয়া চিন্তা কর ও সাবধান হইয়া কর্ম্ম কর। চিন্তা ও কর্ম্ম দ্বারা আমাদের চরিত্রে এত বিন্দু বিন্দু করিয়া পাপমলা প্রবিষ্ট হইতে পারে যে আমরা তাহার কিছুই ধরিতে পারি না। কিন্তু সেই সমস্ত বিন্দু বিন্দু পাপ একত্র রাশীকৃত হইয়া যখন আত্মাকে দগ্ধ করিতে থাকিবে, তখন হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে হইবে। কেহই তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না। যখন রোগী বিকার-যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকে, অনবরত গাত্রদাহ হয়, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় ও শরীরের প্রতি বিন্দু হইতে ক্লেশরাশি উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন ধন জন, গৃহ সম্পত্তি ও মান মর্য্যাদা কি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারে? এই বিকারের যন্ত্রণা মনে করিয়া দেখ; কিন্তু শরীরের রোগ অপেক্ষা আত্মার রোগ আরো ভয়ানক। মৃত্যু হইলেই শরীরের রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। যত দিন আমাদের রক্ত সতেজ থাকে, তত দিন নানা কুপথ্য করিয়াও হয় তো সুস্থ থাকিতে পারি; কিন্তু প্রতি কুপথ্যেই আমাদের অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া স্বাস্থ্যের ভঙ্গ হইতে থাকে; পরিশেষে এক সময়ে সমুদায় কুপথ্যের প্রতিফল একত্র হইয়া আমাদিগকে অনিবার্য্য রোগে আক্রমণ করে ও আমাদের শরীরকে একে বারে ভগ্ন করিয়া ফেলে। সেই রূপ এখন আমরা কিছুই ভাবি না, কিছুই মনে করি না, যা ইচ্ছা করিতেছি, বিষয় কর্ম্মের ব্যস্ততা, আমোদ প্রমোদের কোলাহল ও মান মর্য্যাদার আড়ম্বরে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিতেছি; সুখের উপর সুখ, আনন্দের উপর আনন্দ ও জয়ের উপর জয় লাভ করিতেছি কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতারণা করিবার উপায় নাই। তাঁহার অব্যর্থ নিয়মানুসারে প্রতি দুষ্কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মাতে পাপমলা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইতেছে। যখন সেই পাপের ভরা পূর্ণ হইবে, তখন আমাদের সমুদায় সুখসৌভাগ্য দুঃখসলিলে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। আত্মাতে সঙ্কটরোগ উৎপন্ন হইবে, রোগীর যন্ত্রণা অপেক্ষাও শতগুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। মৃত্যু হইলেই শরীরের রোগ অবসান হয়; কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই, যত ক্ষণ আত্মা নিষ্পাপ না হইবে, তত ক্ষণ আর কিছুতেই নিস্তার নাই। কিন্তু হায়! এখন বল থাকিতে থাকিতে যদি সেই মঙ্গল-স্বরূপের শরণাপন্ন না হইলাম, তবে যখন বিকারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকিব, তখন কি সেই অমৃতসাগরে অবগাহন করিবার সামর্থ্য থাকিবে? যত ক্ষণ পাপের শেষ না হইবে, আত্মা যত

ক্ষণ স্বাস্থ্য লাভ না করিবে, তত ক্ষণ তাহাকে সেই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

কেবল ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া পাপ হইতে পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়। সংসারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া যদি তাঁহার সেবক হইতে পারি, তাঁহার ইচ্ছার উপরে আত্মসমর্পণ করি, তাঁহার বিরুদ্ধে আর চলিব না, এই বলিয়া আপনার দোষদুষ্ট অভ্যাস সকল পরিত্যাগ করি, কায়মনোবাক্যে তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকি, তবে সেই করুণাময়ের প্রসাদে পুনর্ব্বার পবিত্র হইতে পারি। তিনি শরণাগতবৎসল ও পতিতপাবন। এই ভাবিয়া আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপাসনাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। সংসারের সমুদায় কর্ম্ম তাঁহারই উদ্দেশে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা ব্রাহ্মব্রত অবলম্বন করিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে তাঁহারই আরাধনার নিমিত্ত সকলে একত্র হই। প্রতি বৎসর তাঁহারই নামে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই করিয়াই আমাদের চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; অদ্য এই পঞ্চম বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিলাম।

সুখ ও দুঃখ, সম্পদ ও বিপদ্, উন্নতি ও পতন, সকলের মধ্যেই সেই অখিলমাতার সুকোমল মাতৃভাব উপলব্ধি করিতেছি। এক এক বৎসর এক এক নূতন বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে এবং আমাদিগকে কত বিচিত্র অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু সেই পুরাতন পুরুষ চির দিন সমান স্নেহে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমাদের প্রার্থনা এই যে তাঁহার পবিত্র নাম সকল আত্মার উপজীবিকা হউক।

হে পতিত-পাবন পরমেশ্বর! আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রদান কর। আমাদের জ্ঞান উজ্জ্বল কর; আমাদের হৃদয় বিশুদ্ধ কর; আমাদের ইচ্ছাতে বল দাও। হে জ্যোতির্ম্ময়! আমাদের নিকট প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্ববিদ্যা।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বার্থিক মঙ্গল
এবং
তদনুযায়ী মূলনিয়ম।

আমাদের আত্মা আপন ইচ্ছায় পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হইলে, সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন আমারদের মনের প্রবৃত্তি সকল আমারদের স্বীয় আত্মা কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, তখনই আমাদের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত হয়। স্বার্থিক মঙ্গল-সাধনের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে যদি কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে কারণে ইহা কর্ত্তব্য যে সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলে, সেই কারণেই কর্ত্তব্য যে আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তি আমাদের আত্মার অধীন হইয়া চলে। ঈশ্বরের অধীন হইয়া চলা যে কি কারণে কর্ত্তব্য তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যখন জগতের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হই, তখন আমারদের নিজের নিজের মঙ্গল-সাধন কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? কখনই না;—আমরা প্রতি জনেই জগতের অন্তর্গত, এই জন্য জগতের মঙ্গল সাধন করিতে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে আমারদের আপনারদের মঙ্গলও সাধন করা হয়।

সমুদায় আত্মার মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃত্তি সকলের

মঙ্গল সাধন করা স্বতন্ত্র। আমরা যদি কেবল আমারদের জ্ঞানেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের ভাবের উন্নতি সাধন করা হয় না; যদি কেবল ভাবেরই উন্নতি সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমারদের জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা হয় না; এই রূপ, যে মঙ্গল আমারদের কোন একটি বিশেষ অবস্থার উপযোগী, তাহা অন্য এক অবস্থার অনুপযোগী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতএব আমারদের সমুদায় আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমারদের সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ কর্ত্তব্য এই যে, যাহাতে আমাদের মনের বৃত্তি সকল আত্মার অধীনে পরিচালিত হয়।

প্রথম কর্ত্তব্যটি সাধনের নাম পারমার্থিক মঙ্গল সাধন। আমরা আমারদের নিজের চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি-বিশেষকে বিষয়েতে নিয়োগ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের সমুদায় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে হইলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কোন রূপেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না; পরমাত্মাতে আত্ম-সমর্পণ করিলেই আমারদের সমুদায় আত্মা চরিতার্থ হয়, ইহাতেই আমাদের ধর্ম্ম হয়, ইহারই নাম পারমার্থিক মঙ্গল, এ মঙ্গলের বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে যথা সাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা উপরে উল্লিখিত হইল, কি না—আমারদের মনের বৃত্তি সকলকে আত্মার অধীনে রাখিয়া সাংসারিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করা, ইহারই নাম স্বার্থিক মঙ্গল সাধন, ইহারই বিষয় এক্ষণে বিবেচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রবৃত্তি সকলকে আত্মার বশীভূত করাকে যদি স্বার্থ সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ শব্দের চলিত অর্থের প্রতি নিতান্তই বিমুখ হইয়া উহাকে এক অযোগ্য উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়; কিন্তু স্বার্থ-সাধন শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি যদি এক বার মনোনিবেশ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ওরূপ ভ্রম কখনই মনে স্থান পাইতে পারিবে না। স্বার্থ-সাধন শব্দের অর্থ এই যে, আমারদের নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা; এ রূপ করিতে হইলে আমাদের প্রবৃত্তি সকলকে আপন বশে রাখা নিতান্তই প্রয়োজনীয়; কেন না যদি আমারদের প্রবৃত্তি সকল বিনা নিয়মে যথা তথা ধাবিত হয়, তাহা হইলে কি রূপে আমরা আমারদের নিজের কোন অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইব? মনে কর যে কতক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে আপাততঃ আমারদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; দেখ এই একটি স্বার্থ উপযুক্ত রূপে সাধন করিতে হইলে, আপন মনোবৃত্তি সকলকে কেমন বশীভূত করিতে হয়,—আলস্যকে পরাজয় করিতে হয়, বিলাস-লালসাকে দমন করিতে হয়, তৎপরতা অভ্যাস করিতে হয়; এই রূপ যখন আমারদের মনোবৃত্তি সকল ক্রমে ক্রমে আমারদের আত্মার বশে সংস্থাপিত হয়, তখনই আমরা যথার্থ রূপে স্বার্থ সাধনের—কি না স্বকীয় অভীষ্ট সাধনের উপযুক্ত হই। পুনশ্চ যখন আমারদের সেই মনোনীত অর্থ লাভে আমরা কৃতকার্য্য হই, তখন তাহাকে আমরা ইহারই জন্য স্বার্থ সিদ্ধি বলি, যে তাহাতে আমরা আমারদের মনোবৃত্তি সকলকে যথাভিরুচি সুনিয়ম অনুসারে চালাইতে নানা প্রকার পথ পাই। কিন্তু সেই অর্থ-সহকারে যদি আমরা কেবল উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সকলের সেবায় রত হই, সুতরাং প্রবৃত্তি সকলকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া পরিচালনা করিতে ভার বোধ করি, তাহা হইলে সে অর্থ দ্বারা আমারদের স্বার্থ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক,

তদ্দ্বারা আমারদের অনর্থই সাধিত হয়। পূর্ব্বে অবধারিত হইয়াছে যে, সর্ব্ব-জগতের সমশুভাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মার অধীনে আত্মাকে নিযুক্ত করাকে পরমার্থ সাধন কহে,—এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে যে, স্বীয় প্রবৃত্তি সকলকে আত্মার অধীন করিয়া পরিচালনা করাকেই স্বার্থ সাধন কহে।

সমুদায় জগতের মঙ্গল—যাহা আমাদের কাহারো নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র মঙ্গল নহে, পরন্তু যাহা অসীম মঙ্গল, যাহা অসীম উন্নতির চিরবাঞ্ছিত লাভাতীত অনন্ত ফল, সে মঙ্গলের প্রবর্ত্তক কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর; এই জন্য সে মঙ্গল যদিও আমারদের প্রজ্ঞাতে অনিবার্য্য রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি তাহাকে আমরা বুদ্ধিতে কোন রূপেই আয়ত্ত করিতে পারি না; কেবল আমারদের নিজের কল্পিত মঙ্গলকেই আমরা আপন বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি; এবং স্বীয় বুদ্ধিতে মঙ্গল কল্পনা করিয়া যে পরিমাণে আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি, সেই পরিমাণে সেই কল্পিত মঙ্গলের মূলীভূত প্রজ্ঞানিহিত বাস্তবিক মঙ্গলেতে আমাদের বিশ্বাস বল পাইতে থাকে। আমাদের আত্মার স্বভাবই এই যে, সে প্রজ্ঞা-দ্বার দিয়া পরমাত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বুদ্ধি দ্বার দিয়া বিষয় কল্পনায় ব্যাপৃত হয়, উভয় কার্য্যই নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এক যোগে নির্ব্বাহ করে; তুলাদণ্ড যেমন—এ দিকে শিরঃসমুন্নত কণ্টক দ্বারা গগন শিখরের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে ও দিকে স্কন্ধালম্বিত রজ্জু দ্বারা ধরাকৃষ্ট ভারদ্বয় বহন করে, উভয় কার্য্যই একত্র নিষ্পন্ন করে,—সেই রূপ।

ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-নির্ব্বিশেষ মঙ্গলকে যদিও আমরা আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, আমরা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারি। যদিও আমরা শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টায় সে মঙ্গল-সাধনের বিন্দুমাত্রও সম্পন্ন করিতে পারি না, তথাপি আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারি যে, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা কর্ত্তৃক যেন আমরা সকলে নিয়মিত হই; এই রূপ যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তখন তাহা হইতে প্রসূত অমৃত ফলস্বরূপ এই একটি সত্য তিনি আমারদের আত্মাতে সমর্পণ করেন যে, তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা নিরন্তরই সাধিত হইতেছে, তাহার জন্য কিছুমাত্র শঙ্কা নাই;—কথায় তিনি আমাদিগকে কিছুই বলেন না, কিন্তু তাঁহার অভিপ্রেত মঙ্গল ভাবের যথা-পরিমাণ আভাস দ্বারা আমারদের আত্মাকে এ রূপ পূর্ণ করেন যে, তাহাতে নিমেষের মধ্যে আমাদের আত্মা অনুপম বলবীর্য্য ও শান্তিতে পরিপ্লাবিত হয়। এই রূপ, ঈশ্বরের প্রসাদ যাহা সতত সর্ব্বত্র অপার-করুণাবনত রহিয়াছে, তাহাকে আমারদের নিজ আত্মাতে আদরের সহিত আহ্বান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে গ্রহণ করা এবং তথায় তাহাকে অটল রূপে প্রতিষ্ঠা করা, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য; পশ্চাৎ তাহাকে সাধ্যানুসারে পরিবারের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যে, উত্তরোত্তর ক্রমশঃ বিস্তার করা—আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

আদান প্রদানের সামঞ্জস্য বিধি যাহা জগতের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, পারমার্থিক জগতের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। আমরা ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মাতে তাঁহার প্রসাদ বিতরণ করিয়া আমারদের সমুদায় কামনা পূর্ণ করেন। আত্মপর-নির্ব্বিশেষ পূর্ণ মঙ্গলেতে আমরা যে পরিমাণে আমাদের

আত্মা সমর্পণ করি, সে মঙ্গলও সেই পরিমাণে আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে আসিয়া বসতি গ্রহণ করে। এই রূপে,—অসীম আকাশ ব্যাপিয়া, যুগ যুগান্তর পরিমাপন করিয়া, সমুদায় জগতের মধ্যে যে এক অসীম মঙ্গল ভাব স্বকার্য্য সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কণা মাত্র প্রসাদ যদি আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমরা কি না সম্পদ লাভ করি? তাহা হইলে সমুদায় জগৎ যেমন একটি সুন্দর শৃঙ্খলায় গ্রথিত হইয়া ঈশ্বরের অধীনে নি-যুক্ত রহিয়াছে, সেই রূপ আমারদের মনের সমুদায় প্রবৃত্তি সুশৃঙ্খলার বশবর্ত্তী হইয়া আমারদের নিজ নিজ আত্মার অধীনে সং-স্থাপিত হয়। এই রূপ যখন আমরা ঈশ্ব-রাভিপ্রেত মঙ্গল ভাব অনুসারে আমারদের প্রবৃত্তি সকলকে যথা নিয়মে পরিচালনা করিতে কৃতসংকল্প হই, তখনই আমরা আমাদের প্রকৃত স্বার্থের পথ অবলম্বন করি। কেননা, ধনমান খ্যাতি প্রতিপত্তি—ইহারা আমাদের স্বার্থ-সাধনের উপায় মাত্র; সা-ক্ষাৎ স্বার্থ সাধন কি? না স্বকীয় মনের বৃত্তি সকলকে সামঞ্জস্য রূপে চরিতার্থ করা, ইহা হইলেই স্বার্থ সাধনের কিছু আর অব-শিষ্ট থাকে না।

শুদ্ধ কেবল পারমার্থিক মঙ্গল সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বরের অধীন হইয়া, পাপ হইতে বিরত হইয়া, সকল অবস্থাতেই মঙ্গল সাধন করিতে হইবে; এবং তদুত্তর স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের নিয়ম এই যে, ঈশ্বর আমাকে আপাততঃ যে রূপ অবস্থায় নিক্ষেপ করি-য়াছেন সে অবস্থাতেও মঙ্গল সাধন করিতে হইবে,—যথা; ঈশ্বর আমাকে এই রূপ মনো বৃত্তি সকল দিয়াছেন—এ সকলকে যথো-পযুক্ত রূপে চালনা করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ শরীর দিয়াছেন—ইহাকে যথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ পরিবার দিয়াছেন—পরিবারস্থিত সকলের প্রতি সম্বন্ধোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সহকারে যথোপযুক্ত রূপ ব্যব-হার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ সমাজে সমর্পিত করিয়াছেন—অতএব মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হইবে, সমতুল্য ব্যক্তিকে সমাদর করিতে হইবে, অনুগত ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করিতে হইবে, এই রূপ সকলের প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন,—অতএব স্বদে-শের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, স্বদেশের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয়, তাহার জন্য যত্ন পাইতে হইবে; তিনি আমাকে এই পৃথিবীতে রাখি-য়াছেন,—পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করা যত-টুকু আমার সাধ্যায়ত্ত তাহা করিতে হইবে। পুনশ্চ যদি এ রূপ হয় যে আমি কৃষকের গৃহে জন্মিয়া কৃষি-কার্য্যই শিক্ষা করিয়াছি, তাহা হইলে সেই কার্য্যই উত্তম রূপে নির্ব্বাহ করিতে হইবে; যদি এ রূপ হয় যে আমি ধনবানের গৃহে জন্মিয়া ধনোপার্জ্জন বিষয়ে অথবা কোন বিদ্যা-বিশেষের অনুশীলন বিষয়ে শিক্ষিত হইয়াছি, তাহা হইলে যাহাতে আমার অবস্থার উপযুক্ত রূপে সেই ধনের আয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে অথবা সেই বিদ্যা বিশেষের আলোচনা হইতে পারে, তাহা করিতে হইবে; ইত্যাদি।

কিন্তু এ রূপ কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, উপস্থিত সকল অবস্থাই আমা-দের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে সমান রূপ অনুকূল হইবে; প্রত্যুত ইহা সকলেরই দৃষ্টি পথে সর্ব্বদাই পড়িয়া আছে যে, কোন অবস্থা আমাদের স্বার্থের অল্প অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার অধিক অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার প্রতিকূল,—আমরা প্রতি জ-

নেই এই রূপ নানাবিধ শুভাশুভ অবস্থার মধ্যে নিয়তই স্থিতি করিতেছি; ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আপন শুভ বুদ্ধিকে সর্ব্বদা সতেজ রাখা,—যেন বাহিরের কোন অশুভ ঘটনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা আপনারাও আবার আমাদের মঙ্গলের প্রতি-কূল হইয়া না দাঁড়াই। আকাশস্থিত চ-ন্দ্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন ভূমিতে পদচারণ করি, তখন বোধ হয় যেন চন্দ্র আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে; সেই রূপ পরিবর্ত্তনশীল ঘটনা সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা যখন কার্য্য করি, তখন মনে হয় যে সেই ঘটনা সকলের সঙ্গে আমরা আপনারাও পরিবর্ত্তিত হইতেছি, কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীন ভাবে স্বপদে দণ্ডায়মান থাকি,তখন দেখিতে পাই যে আমরা আপনারা স্থির রহিয়াছি, বাহিরের ঘটনা সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে এক মাত্র পরমেশ্বরই কেবল সর্ব্বতোভাবে অপ-রিবর্ত্তনীয়; এতদ্ভিন্ন আমারদের এই যে আত্মা ইহা ক্রমে ক্রমে যত পরিপক্ক হয় ততই অধিকতর অবিচলিত ভাবে কার্য্য করিতে পারে; যেমন বালকের চঞ্চল মন বয়োধিক্য সহকারে ক্রমে ক্রমে স্থৈর্য্য লাভে সমর্থ হয়—সেই রূপ। তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য এই যে আমরা যতদূর পারি ব্রহ্মেতে অবিচল রূপে সংস্থিত থাকিয়া—মনোমধ্যে কেবল মাঙ্গলিক বিষয় সকলই কল্পনা করি, এবং বাহিরের শুভাশুভ ঘটনা সকলকে সেই প্রকার কল্পনার স্রোতে সংগঠিত করিয়া লইতে সাধ্যমতে চেষ্টা করি; ইহাতে যদি আমাদের সে চেষ্টা বিফলও হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বচ্ছন্দতা অকুতোভয়তা কার্য্যদক্ষতা, এই প্রকার সকল অমূল্য স্থায়ী ফল প্রাপ্তি হইতে আমরা কখনই বঞ্চিত হইব না; ঈশ্বরের অধীন হইয়া, বিচক্ষণতা সাহস ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্গুণ-দ্বারা মনের প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া আ-মরা যদি আমাদের কোন ন্যায্য অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার কোন না কোন ফল আমরা অবশ্যই লাভ করিব, ইহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

পুনর্ব্বার কহিতেছি যে, ঈশ্বর আমাদি-গকে যে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন,—আপন প্রবৃত্তি সক-লকে দমন করিয়া সেই অবস্থার উপযুক্ত রূপে সংসার কার্য্যে রত হওয়া, অগ্রে বর্ত্ত-মান অবস্থার উপযুক্ত হওয়া পশ্চাতে সা-ধ্যানুসারে ভবিষ্যৎ উন্নতির চেষ্টা করা, বিহিত স্বার্থ সাধনের ইহাই পদ্ধতি। আমি যদি বর্ত্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হই, তাহা হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধ-নের জন্য চেষ্টা করা কি আমার পক্ষে কখন শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশেরই মঙ্গল সাধন করিতে অযোগ্য হই, তাহা হইলে পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবার ভার গ্রহণ করা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি স্বদেশকে ঘৃণা করি, স্বদেশের নিন্দাবাদ করিতে লজ্জা বোধ না করি, তাহা হইলে পৃথিবীকে ভালবাসা কি আমার পক্ষে শোভা পায়? আমি যদি আপনার মনকে বশীভূত করিতে যত্ন না করি, তাহা হইলে উপদেশ অথবা বহিদৃষ্টান্ত দ্বারা অন্যের উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হওয়া কি আমার পক্ষে ভাল দেখায়? পূর্ব্ব অধ্যায়ে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়া আত্মপর নির্ব্বিশেষ মঙ্গল সাধন করা আমা-দের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু সে মঙ্গল সাধ-নের বিহিত উপায় যে কি—তাহা অধুনা এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, আপনার

মঙ্গল সাধন করিয়া পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে উপযুক্ত হইবে, সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি। বর্ত্তমান স্থলে বিধানের এই যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব, যথা,—অগ্রে আপনার মঙ্গল সাধন করিবে পরে অন্যের মঙ্গল সাধন করিবে ইত্যাদি,—ইহা সময়ের অগ্র পশ্চাৎ নহে;—একই সময়ে যদি আমি আপনার মঙ্গল সাধন করিতে পারি, পরিবারের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য; বীর পুরুষেরা যখন স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে সমরে আহূত হন, তখন তাঁহারা এই রূপ মনে করেন যে দেশের মঙ্গল হইলেই সমাজের মঙ্গল হইবে, সমাজের মঙ্গল হইলেই আমার পরিবারের মঙ্গল হইবে, পরিবারের মঙ্গল হইলে তাহাতেই আমার মঙ্গল;—এই রূপ আপনার পর্য্যন্ত মঙ্গল মনে কল্পনা করিয়া রণে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহারদের পক্ষে অবশ্যই কর্ত্তব্য; অগ্র পশ্চাৎ ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র তাৎপর্য্য যে জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য উপযুক্ত হইতে হইলে তাহার (সময় সম্বন্ধে নহে কিন্তু আবশ্যকতা সম্বন্ধে) প্রথম উপায়—নিজের মঙ্গল সাধন করা, দ্বিতীয় উপায়—পরিবারের মঙ্গল সাধন করা, ইত্যাদি। পুরাবৃত্তেও এই রূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে কোন মহাত্মা জগতের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তিনি প্রথমে আপনার মঙ্গলের জন্যই চেষ্টা পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্‌বর্গের, পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। জগদ্‌বিখ্যাত মহাত্মাগণের চরিতাবলি পাঠ কর—দেখিবে যে, যাঁহারা নীচ পদবী হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, অথবা ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বৃহৎ ব্যাপারে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারাই সমধিক সিদ্ধি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে পারমার্থিক মঙ্গল সাধন করা যদি সত্যই আমাদের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে স্বার্থিক মঙ্গল সাধন করা তাহার একটি আনুসঙ্গিক উপলক্ষ না হইয়া কোন রূপেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহার সার সংকলন করিয়া স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া বিহিত রূপে তাহার সাধন করিবে; অর্থাৎ,—আমার আপনার মঙ্গল, আমার পরিবারের মঙ্গল, আমার দেশের মঙ্গল, ইত্যাদি আমার সম্পর্কীয় যে কোন মঙ্গল হউক না, সমুদায়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর নির্ব্বিশেষ অনন্ত মঙ্গলের অন্তর্গত, এই রূপ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া যেমন পরমার্থত আমাদের সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য; সেই রূপ আবার গৃহস্থ হওয়া, সামাজিক হওয়া, স্বদেশানুরক্ত হওয়া, ধর্ম্মানুগত স্বার্থ সাধন উদ্দেশে এই সকল উপায় অবলম্বন করা, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অভিনন্দন পত্র।

ভক্তিভাজন * * * শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

আর্য্য,—যে দিন দেশহিতৈষী ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি সাধারণ গৃহ প্র-

স্থিতি করিলেন, সেই দিন ইহার প্রকৃত মঙ্গলের অভ্যুদয় হইল। বহুকালের অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া বঙ্গদেশ নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে পদ সঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিন্তু উক্ত মহাত্মার অনতিবিলম্বে পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তৎপ্রদীপ্ত ব্রহ্মোপাসনারূপ আলোক নির্ব্বাণোন্মুখ হইল, এবং সকল আশা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইল। এই বিশেষ সময়ে ঈশ্বর আপনাকে উত্থিত করিয়া বঙ্গদেশের ধর্ম্মোন্নতির ভার আপনার হস্তে অর্পণ করিলেন। আপনি নিস্বার্থভাবে ও অপরাজিত চিত্তে বিগত ত্রিশ বৎসর এই গুরুভার বহন করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইয়াছি।

যে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, তাহা পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য আপনি ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন; তথায় অনেক কৃতবিদ্য যুবক ধর্ম্মালোচনা দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। এই সভার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবিলম্বে বহু সংখ্যক সভ্য দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ হইল। যাহাতে আপনাদের আলোচনার ফল আরও বিস্তীর্ণ রূপে প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে আপনি ১৭৬৫ শকে সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষা প্রকৃত রূপে সংগঠিত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে এবং অপরা ও পরা বিদ্যার বিবিধ তত্ত্ব সমুদায় বঙ্গদেশে ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থলে প্রচারিত হইয়াছে। এই রূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ পরস্পর সাহায্য দ্বারা ব্রহ্মোপাসকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহাদিগকে এক বিশ্বাস সূত্রে গ্রথিত করিয়া দলবদ্ধ করিবার জন্য আপনি যথা সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা আপনি উপাসনাকে বিশ্বাস ভূমিতে বদ্ধমূল করিলেন, এবং ব্রহ্মোপাসকদিগকে বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সম্প্রদায়ীভূত করিলেন। এই রূপে ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, এবং ইহাঁর দৃষ্টান্তে স্থানে স্থানে শাখাসমাজ সংস্থাপিত হইল। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্মের উন্নতি স্রোতে অধিক কাল অসত্য তিষ্ঠিতে পারে না। এ কারণ বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা বিষয়ক যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মভ্রাতাদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া পূর্ব্বে সত্যামৃত লাভ করিয়াছিলেন, পরে তন্মধ্যে গরল দৃষ্ট হওয়াতে আপনি তদুভয়কে ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে হিন্দুশাস্ত্রোদ্ধৃত সত্য সংগ্রহ প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ প্রণালীও সুতরাং পরিবর্ত্তিত হইল। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী নির্ব্বিরোধ মূল সত্য নির্দ্ধারণ করত তদুপরি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে স্থাপন করিলেন। এই রূপে সমাজ সংস্কার করিয়া আপনি কয়েক বৎসর পরে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করত হৃদয় মনকে উপাসনা, ধ্যান ও অধ্যয়ন দ্বারা সমধিক উন্নত করিয়া সেখান হইতে প্রত্যা-

গত হইলেন; এবং দ্বিগুণিত উদ্যম ও নিষ্ঠা সহকারে বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংস্কৃত সমাজের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন। যে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে আপনি সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নির্ম্মল মুক্তিপ্রদ জ্ঞান নিয়মিত রূপে বিতরণ করিয়া নব্য সম্প্রদায়ের অনেককে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন এবং যে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের উপদেশ গুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হওয়াতে শত শত লোকে এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বুঝিতে সক্ষম হইয়েছে, আপনিই তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার যথার্থ মহত্ত্ব তখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে প্রকাশ পায় নাই। যখন আপনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য রূপে পবিত্র বেদী হইতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মহান্ সত্য সকল বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখনই আপনার হৃদিস্থিত মহোচ্চ ও সুগভীর ভাবনিচয় লোকের নিকট প্রকাশিত হইল; এবং বিশেষ রূপে ঈশ্বরের দিকে উপাসকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিলেন। কত দিন আমরা সংসারের পাপ তাপে উত্তপ্ত হইয়া সমাজে আসিয়া আপনার হৃদয় বিনিঃসৃত জ্ঞানামৃত লাভে শীতল হইয়াছি; কত দিন আপনার উৎসাহকর উপদেশ দ্বারা আমাদের অসাড় ও মুমুর্ষু আত্মা পুনর্জীবিত হইয়াছে এবং আপনার প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক রাজ্যের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে পুলকিত হইয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়াছে। সেই সকল স্বর্গীয় অনুপম "ব্যাখ্যান" পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা তৎশ্রবণ দ্বারা যে মহোপকার লাভ করিয়াছি, বোধ করি অনেকে পাঠ করিয়া তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হইবেন। পরন্তু ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই অমূল্য পুস্তক ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে উপযুক্ত রূপে সমাদৃত হইবে। এই প্রকার সাধারণ ভাবে আপনি স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শ অনুসারে ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, আবার বিশেষ রূপে আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনার পুত্র সদৃশ স্নেহ পাত্র হইয়া পরম উপকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা আপনার জীবনের গূঢ়তম মহত্ত্ব অনুভব করিয়া এবং আপনার উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এবং পবিত্র সহবাসে উন্নত হইয়া আপনাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি পথে আপনাকে যথার্থ বন্ধু ও সহায় জানিয়া চিরজীবন আপনকার নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে প্রীতির ধর্ম্ম এবং কঠোর জ্ঞান ও শূন্য অনুষ্ঠানের অতীত তাহা আপনারই নিকট ব্রাহ্মেরা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং আপনারই উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও আনন্দ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সকল মহোপকারে উপকৃত হইয়া আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি সূচক এই অভিনন্দন পত্রখানি অদ্য আপনাকে উপহার দিতেছি। শূন্য প্রশংসাবাদ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কেবল কর্ত্তব্যেরই অনুরোধে এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতারই উত্তেজনায় আমরা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি। আপনার মহত্ত্বের অযোগ্য এই উপহারটী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিবেন। পরমেশ্বর আপনার হৃদয়ে বিমলানন্দ বিধান করুন, আপনার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক এবং আপনার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হউক।

শ্রী কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি

প্রত্যভিনন্দন পত্র।

হে প্রিয়-দর্শন কেশবচন্দ্র ও প্রীতি-ভাজন ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ! আমি আদর পূর্ব্বক কিন্তু সংকুচিত হইয়া আপনারদের নিকট হইতে

এই প্রেমোপহার গ্রহণ করিতেছি। আমার পক্ষে ইহা অভাবনীয় অচিন্তনীয় ব্যাপার; ইহা কখন আমার চিন্তার পথেও আইসে নাই যে, আমি আমার যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যে আপনাদের এ প্রকার প্রীতি ও অনুকূলতা আকর্ষণ করিব। আমি এই হিন্দুস্থানের স্বকীয় হিন্দুজাতির মমতাতে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা সংস্কৃত ও উন্নত করিতে ব্যাকুল রহিয়াছি। এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের যে মধুর অমৃত রস আস্বাদন করিয়া আমার আত্মা তৃপ্ত হইয়াছে, তাহাই আমার স্বজাতির মধ্যে পরিবেশন করিবার নিমিত্তে মন নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে। আমি কেন প্রথমে নির্ব্বিশেষে সমুদায় উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া এই হিন্দুসমাজে বেদান্ত প্রতি-পাদ্য বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, পরে কেনইবা এখন তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহাতে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি; তাহার আমূল হেতু এই অবসরে সংক্ষেপে আপনারদের নিকট ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা হইতেছে। প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্র-খচিত অনন্ত আকাশ অনন্ত দেবের পরিচয় দেয়। এক দিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়ন-পথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদয় মন সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল; অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনারদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন জবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চির-দিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে সালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসরে যখন দুর্গা পূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্যে বর প্রার্থনা করিতাম; তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরই সালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী। কিন্তু সেই শুভ ক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা। প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম, পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকসিত হইল যে সে রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পর দিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে

লাগিল যে চিত্ত-পটের জ্ঞান-ভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র? তাহা কি মনের ভাব মাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল। যখন প্রথম তাহাতে পাঠ করিলাম "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং।" তখন আমার মন এক আনন্দময় নুতন রাজ্যে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব্বে আমার মনে এই ভ্রান্তি ছিল যে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে পৌত্তলিকতা ভিন্ন নিরাকার নির্ব্বিকার সত্য-স্বরূপের নির্দ্দেশ নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানে একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের কখন অর্চ্চনা হয় নাই। পরে যখন আমার হৃদয়ের ভাবের প্রতিভাব উপনিষদের পত্রে প্রথম প্রত্যক্ষ দেখিলাম, "এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কিছু পদার্থ সমুদায়ই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্য রহিয়াছে; পাপ চিন্তা ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মানন্দ উপভোগ কর, কাহার ধনে লোভ করিও না।" তখনই আমার হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে—উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তখন সমুদায় উপনিষদকে সমুদায় বেদকে আমার মনের শ্রদ্ধা আসিয়া আলিঙ্গন করিল। পূর্ব্বে আমার কোন শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ছিল না, এই সময়ে সমুদায় বেদ শাস্ত্রে আমার শ্রদ্ধা ব্যাপ্ত হইল। অসময়ে অনির্দ্দেশ্য বন্ধুর ন্যায় অপরিচিত বেদ শাস্ত্র হইতে আমার হৃদয়ের চিরপরিচিত আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে আমার মস্তক তাহার নিকটে অবনত হইল। উপনিষদের এক এক মহাবাক্যে আমার আত্মা জ্ঞান-সোপানে উন্নত হইতে লাগিল। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি।" ইহার পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন; তিনি আপনাকে জানিলেন, আমি ব্রহ্ম। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।" ইহার পূর্ব্বে হে প্রিয় শিষ্য সৎস্বরূপ পরব্রহ্মই ছিলেন, তিনি একই অদ্বিতীয়। "সতপোতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" তিনি আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন। "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে সএকঃ" সেই—যে ইনি পুরুষে এবং যে ইনি আদিত্যে—তিনি এক। কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম "অযমাত্মা ব্রহ্ম" "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" এই আত্মা ব্রহ্ম, তিনি আমি, তিনি তুমি—তখনই বুঝিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই। আবার তাহাতে যখন দেখিলাম যে—"যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণ পক্ষকে, কৃষ্ণ পক্ষ হইতে দক্ষিণায়ণের মাস-সকলকে, দক্ষিণায়ণের মাস-সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্র লোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্রলোকে স্বীয় পুণ্য ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবী লোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই ব্রীহি যব

তিলমাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে, সেই সেই স্ত্রীপুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করে”—তখনই এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। “যথা নদ্যঃস্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।” যেমন নদী-সকল স্যন্দমান হইয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পূর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়।” ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্ব্বাণ মুক্তি—পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিভিন্ন। বেদান্তের এই নির্ব্বাণ মুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না। তথাপি এ কথা বলা বাহুল্য যে উপনিষদের যে সকল বাক্যে “যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার” তাহার যে সকল বাক্যে আমারদের আত্মা “তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি” সেই সকল মহা বাক্য অদ্যাপি বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় আমাকে সৎপথে অমৃত পথে লইয়া যাইতেছে। তাহারা কদাপি আমাকে প্রতারণা করে নাই। সেই সকল মহা বাক্যে আমার শ্রদ্ধা আরও দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে। অদ্যাপি সময়ে সময়ে তাহার গূঢ় অর্থ সকল আমার আলোচনা পথে আসিয়া মাতার ন্যায় আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাকে। সেই সেই ভূরি ভূরি মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রথম খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে।

আমি প্রথম যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলাম, তখন দেখিতাম—যাঁহারা নিয়মমত প্রতি বুধ বারে সমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ অনুসারে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক ও উন্মুখ হইতেছেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই প্রণালীমত প্রতি দিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন না। আমি অনেক আলোচনা করিয়া তাঁহারদের নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত প্রতিষ্ঠা করিলাম। তদুদ্দেশে সেই ব্রতে কতকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই দুই প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ আছে যে, “পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না এবং রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।” কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাহাতে আমি আশার অনুযায়ী বড় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অতএব আপনারদের প্রদত্ত এই অভিনন্দন পত্র অতিশয় সংকুচিত হইয়া গ্রহণ করিতেছি। যাঁহারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়া এই অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সকলেই আপনারদের কতিপয় অগ্রসর ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতেন এবং প্রতি দিন পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতেন; তাহা হইলেই আমি এই অভিনন্দন পত্র হৃদয়ের আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারিতাম। এখন আপনাদের উপর আমার এই অনুরোধ যে যাহাতে ব্রাহ্মেরা সকলেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক ভাবে দিনান্তে নিশান্তে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, দিনে নিশীথে তাঁহার মহিমা গান করেন; এমন প্রকৃষ্ট উপায়-সকল নির্ধারণ করিয়া কায়-মনোবাক্যে তাহাতে যত্নশীল থাকুন। আমি

যত দুর কৃতকার্য্য হই নাই, যদি দেখিতে পাই আপনারা সেই সুত্র অবলম্বন করিয়া আমার আশানুযায়ী কৃতকার্য্য হইতেছেন, তাঁহাতে যে আনন্দ হইবে, তাহার সহিত অদ্যকার এই অভিনন্দনের উপমা হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয় তো ইহা নামানুযায়ী কার্য্য করিবে, হয় তো এত কাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে—এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে; সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে; এই দুইটি আমার হৃদয়ের কামনা। ঈশ্বর এই মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আপনারদের হৃদয়ে উৎসাহ বর্দ্ধন করুন এবং আপনারদের সকলের মঙ্গল বিধান করুন। তিনি আপনাদের ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত করুন। তাঁহারই দিকে সকলের লক্ষ্য হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

খৃষ্টীয় সম্প্রদায়।

ডঙ্কার।

কন্‌রাড পেসেল নামক জর্ম্মন দেশীয় এক সন্ন্যাসী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। এই ব্যক্তি এক সময়ে পার্থিব ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত জর্ম্মন দেশ হইতে ফিলাডেলফিয়ার সন্নিহিত কোন এক নির্জ্জন বনে আসিয়া বাস করে। তাহার দেশীয় লোকেরা তদীয় এতাদৃশ বিরাগ ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া কখন কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিত। কিন্তু তাহারা ঐ সন্ন্যাসীর সুদৃঢ় ধর্ম্মানুরাগ সদয় ব্যবহার ও অকৃত্রিম স্নেহে এমনই মোহিত হইত যে, পরিশেষে আর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাইতে পারিত না। ক্রমশ তথায় তাহাদিগের গৃহ প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা হইল। প্রত্যেকেই আপনার নিমিত্ত অযত্নসুলভ বন্য কাষ্ঠে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লইল। এই রূপে ক্রমশ সেই সন্ন্যাসীর দলপুষ্টি হইয়া সেই অরণ্য একটি ক্ষুদ্র নগর হইয়া উঠিল।

আগন্তুক ব্যক্তিরা স্বদেশ হইতে আসিবার সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর শাসনে ঐ ক্ষুদ্র নগর মধ্যে এক দিকে পুরুষেরা ও অন্য দিকে স্ত্রীলোকেরা বাস করিত। সাধারণ উপাসনা স্থান ও কোন প্রকাশ্য সভা ব্যতিরেকে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু কেহ কেহ কহেন যে, সাধারণ উপাসনা স্থানে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। যাহা হউক এই রূপে সেই বনবাসীরা নগর বাসী হইয়া ধর্ম্মালোচনায় কালাতিপাত করিত। ক্রমশ তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত হইয়া উঠিল।

ধর্ম্মানুশীলনই এই সম্প্রদায়ের মুখ্য কার্য্য ছিল। ইহারা দিবসে দুই বার রাত্রিকালে দুই বার সাধারণ উপাসনা স্থানে গিয়া উপাসনা করিত। কেহ কেহ কহেন, এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান লোকেরা রাত্রি দুই প্রহর অতীত ও লোকের কোলাহল নিবৃত্ত হইলে উপাসনা স্থানে যাইত। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত, ইহারা তাহাকেই প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা করিতে দিত। সভাস্থলে তর্ক বিতর্ক কালে নানা সুনীতির অনুশীলন করা হইত।

ইহাদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ উপস্থিত না হওয়াতে ইহাদিগকে রাজ দ্বারে কখনই রাজ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত না। যদি কেহ ইহাদিগের উপর অত্যাচার করিত সে অব্যাঘাতে মুক্ত হইত। ফলত ইহারা

অবিচলিত ধর্ম্মবলে সামাজিক অত্যাচারকে অত্যাচার মধ্যেই গণনা করিত না। ইহারা যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিত, তাহা অতি যৎসামান্য এবং ইহাদিগের মধ্যে কেহই মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিত না। কন্দ মূলই ইহাদিগের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। ইহারা অন্যবিধ খাদ্য দ্রব্য নিষিদ্ধ বলিয়া যে আহার করিত না তাহা নহে, প্রত্যুত এই রূপ আহার সংযমকে ধর্ম্ম সাধনের উপায় বলিয়া গণনা করিত। কিন্তু যখন কোন উৎসব উপলক্ষ্যে ভোজ প্রদত্ত হইত, তখন ইহারা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই একত্রে মেষ মাংস ভক্ষণ করিত। বিশেষ পীড়া উপস্থিত না হইলে ইহারা শয্যাতে শয়ন করিত না। নিত্য শয়নের নিমিত্ত এক খানি কাষ্ঠাসন ও দারুময় উপধান প্রস্তুত করিয়া রাখিত। এই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই নিরূপিত কৃষি কার্য্যে পরিশ্রম করিত, শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য সাধারণ ভাণ্ডাগারে সঞ্চিত হইত এবং তত্রত্য প্রত্যেক লোকেই স্ব স্ব অভাবানুসারে তাহা বিভাগ করিয়া লইত।

কেহ কেহ কহেন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহই বিবাহ করিত না। সকলেই চিরকুমার অবস্থায় কাল যাপন করিত। কিন্তু যদি কেহ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া দার পরিগ্রহ করিত, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিত এবং সাধারণ ধন হইতে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ আনুকূল্য করিত। কিন্তু ঐ নিষ্কাষিত ব্যক্তিকে পরিশেষে শ্রম দ্বারা তাহাদিগের এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইত।

ডঙ্কার সম্প্রদায়ের মত রোমান ক্যাথলিক ইউনিভার্সালিষ্ট কলভিনিষ্ট বাপটিষ্ট ও লুথারান সম্প্রদায়েরই অনুরূপ। ইহারা আদম ও ইবের অধঃপতনের নিমিত্ত অনুতাপ করে এবং কহিয়া থাকে যদি আদম সোফিয়ার পাণিগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাগ্যে এই রূপ বিপদ ঘটিত না। ইহারা আদমের পাপ মনুষ্য জাতিতে সঞ্চরিত হইয়াছে এ কথা স্বীকার করে না এবং মনুষ্য স্বদোষে অনন্তকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে ইহাদিগের এই রূপ বিশ্বাসও নাই। ইহারা কহে খৃষ্ট পরলোকে মৃত মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন এবং যাহারা ইহলোকে ধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে, ধার্ম্মিকদিগের পবিত্র আত্মা সকল তাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এই জীবনের বাহ্য কষ্ট ও দীন ভাব পর লোকে সুখ লাভ করিবার অদ্বিতীয় উপায় এবং যখন খৃষ্ট সহিষ্ণুতা গুণে মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ কর্ত্তা হইয়াছেন, তখন প্রত্যেক মনুষ্য কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা আপনার মুক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে পারিবে। ইহাদিগের আর একটি প্রত্যয় আছে যে মনুষ্য আপনার নিমিত্ত ন্যায়ানুসারে যত টুকু কার্য্য করা আবশ্যক যদি কেহ তাহার অতিরিক্ত কর্ম্ম-ফল সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অন্যের মুক্তি লাভে সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয়।

প্রার্থনা।

ওহে জগতের পতি জগৎ কারণ।
ওহে জগতের গতি জগৎ তারণ॥
ওহে জগতের সার জগৎ জীবন।
করি নিবেদন এই করি নিবেদন॥
তোমা হতে তনু মন জীবন পেয়েছি।
তোমারি নিয়োগে এই সংসারে এসেছি॥
তব দত্ত নানা ভোগ উপভোগ করি।
তোমার নিয়মে থেকে সুখে কাল হরি॥

পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় অপর।
তোমা হতে পাইয়াছি ওহে পরাৎপর॥
তোমা হতে পাইয়াছি জ্ঞান বুদ্ধি বল।
তোমা হতে পাইয়াছি অঙ্গের কৌশল॥
ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি আর বিষয় তাহার।
তোমা হতে পাইয়াছি ওহে সারাৎসার॥
আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি ক্রিয়ায়।
কত সুখ লাভ করি তোমার কৃপায়॥
করিবারে নানা রূপ রোগ নিবারণ।
করিয়া রেখেছ কত ঔষধ সৃজন॥
রবি শশী মেঘ বহ্নি বায়ু বারি ক্ষিতি।
গিরি বন প্রস্রবণ আকর প্রভৃতি॥
পশু পক্ষী আদি করি জীব জন্তু যত।
তোমার আদেশে হিত সাধে অবিরত॥
কিছুরি অভাব নাই তোমার সংসারে।
চাহিবার কি আছে যে বলিব তোমারে॥
তথাপি তোমার কাছে করি হে প্রার্থনা।
গাইব তোমার গুণ পুরাও বাসনা॥

ব্রাহ্ম বিবাহ।

গত ২৯ আশ্বিন সোম বার ঢাকার অন্তর্গত উলাইল গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের তৃতীয়া কন্যার সহিত চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী রামচন্দ্র পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার বিশ্বাসের ব্রাহ্ম বিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। ব্রজসুন্দর বাবু বঙ্গজ কায়স্থ এবং প্রসন্ন কুমার বাবু দক্ষিণরাড়ী। এই উভয় শ্রেণীর আদান প্রদান প্রাচীন নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ না থাকিলেও আধুনিক বল্লালী প্রথার অনুরোধে সচরাচর প্রচলিত ছিল না। বল্লালী প্রথা রক্ষা করা অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর বোধে ব্রজসুন্দর বাবু ও প্রসন্ন বাবু তাহা রক্ষা করেন নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতেও এই রূপ শ্রেণি ভেদ তিরোহিত হয় তদ্বিষয়েও সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য।

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। প্রার্থনা মালা। ইহা সুবিখ্যাত থিওডোর পার্করের প্রার্থনা গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত, বরিষাল ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কলিকাতা ওরিএন্টাল প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

২। হিতোপাখ্যান। প্রথম ভাগ। এই পুস্তক শ্রী গিরীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ময়মন সিংহ বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৩। সঙ্গীত সংগ্রহ। ইহা শ্রী কালীকুমার বসু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ময়মন সিংহ বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। কর্ত্তব্যোপদেশ। ইহা শ্রী নরনারায়ণ রায় প্রণীত ও ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। জগৎ কাণ্ড। প্রথম খণ্ড। ইহা শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও বর্দ্ধমান অর্য্যমা যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। এই পুস্তক শ্রী মথুরানাথ তর্করত্ন দ্বারা অনুবাদিত হইয়া সংস্কৃত মূল ও শ্রীধর স্বামিকৃত সুবোধিনী টীকা সহিত প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। স্তন্য পায়ী। প্রথম ভাগ। এই পুস্তক শ্রী মথুরানাথ বর্ম্ম প্রণীত ও হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৮। নেটিভ গভর্ণমেন্ট ইন নেটিভ ষ্টেটস। এখানি ইংরাজী পুস্তক ইহা শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সঙ্কলিত ও আর সি লিপেজ কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে।

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২০৮।৶০
পুস্তকালয়	৪৮৮৶৫
যন্ত্রালয়	১৭১॥৶০
দান	১৯৬॥৶১০
ডাক মাসুল	১৪৮/১০
গ্রন্থা বিক্রয়	১১ ।/০
বাটী ভাড়া	৬
হাওলাত আদায়	১০॥৶০
গচ্ছিত	২৫৮/০
	৬৯৪।৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	১৪৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৫৭॥৶১৫
পুস্তকালয়	৩৮।৶০
যন্ত্রালয়	২১০ ৶০
ডাক মাসুল	৪১॥৶০
অক্ষর ক্রয়	১০০
আলোকের ব্যয়	১৪।৶১০
অনিরূপিত	২২॥০
কাগজ পত্রাদি	৬॥০
গচ্ছিত	৮৯৮১৫
	৮২৫/০

আয়	৬৯৪।৫
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৬৮/৫
	৯০১/১০
ব্যয়	৮২৫/০
স্থিত	৭৬ ।১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
" কৃষ্ণকুমার সেন	১
" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ..	১
" সাহাজাদপুর ব্রাহ্মসমাজ ..	১
	২৮

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র	১০
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ..	২
	১২
দানাধারে প্রাপ্ত	২০/০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
	৭০/০

ব্যয়

এক কালীন দান।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অক্ষর খরিদ জন্য দেওয়া যায়	১০০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর ভাদ্র ও আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসের বেতন .. .	৩০

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বৃত্তি	১০
	১৪০

আয়	৭০/০
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	২১৭৶৫
	২৮৭।৫
ব্যয়	১৪০
স্থিত	১৪৭।৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিযুগাব্দ ৪৯৬৮। ২২ অগ্রহায়ণ শনি বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প
প্রথম ভাগ।
পৌষ ১৭৮৯ শক।

২১৩ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা

অষ্টত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১১ মাঘ শুক্র বার অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটি-কার সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।
১১ পৌষ ১৭৮৯ শক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতমঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৫৮

১১। সোম গীর্ভিষ্ট্বা বয়ং বর্দ্ধ-য়ামো বচোবিদঃ। সুমৃড়ীকো ন আ বিশ।

১১। হে 'সোম' 'ত্বা' ত্বাং 'বচোবিদঃ' স্তুতিলক্ষণায়াঃ বচসাং বেদিতারঃ 'বয়ং' অনুষ্ঠাতারঃ 'গীর্ভিঃ' স্তুতিলক্ষণৈঃ বচোভিঃ 'বর্দ্ধয়ামঃ' প্রবৃদ্ধং কুর্ম্মঃ। তাদৃশস্তুং চ 'নঃ' অস্মাকং 'সুমৃডীকঃ' শোভনং সুখং কুর্ব্বন সন্ 'আবিশ' আগচ্ছ।

১১। হে সোম! আমরা বাক্য-বিশারদ, এক্ষণে তোমাকে স্তব করিতেছি, তুমি আমা-দিগের সুখ বর্দ্ধন পূর্ব্বক আগমন কর।

১০৫৯

১২। গয়স্ফানো অমীবহা বসু-বিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। সুমিত্রঃ সোম নো ভব।

১২। 'গয়স্ফানঃ' গয় ইতি ধন নাম। ধনস্য বর্দ্ধয়িতা 'অমীবহা' অমীবানাং রোগাণাং হন্তা 'বসুবিৎ' স্তোতৄণাং ধনস্য লম্ভয়িতা প্রাপয়িতা 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ' পুষ্টেঃ সম্পদঃ বর্দ্ধয়িতা 'সুমিত্রঃ' শোভনানি মিত্রাণি সখায়ো যস্য সতথোক্তঃ। হে 'সোম' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং এবং গুণবিশিষ্টঃ 'ভব'।

১২। হে সোম! তুমি আমাদিগের ঐশ্বর্য্য-বর্দ্ধক রোগাপহারক ধন-প্রদ পুষ্টি-বর্দ্ধন ও সুমিত্র হও।

১০৬০

১৩। সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা। মর্য ইব স্ব ওক্যে।

১৩। হে 'সোম' ত্বং 'নঃ' অস্মাকং 'হৃদি' হৃদয়ে 'রারন্ধি' রমস্ব। তত্র নিদর্শন দ্বয় মুচ্যতে। 'গাবঃ' 'ন' যথা গাবঃ 'যবসেষু শোভন তৃণেষু আভিমুখ্যেন রমন্তে। 'মর্য্য' 'ইব' যথা বা মর্য্যঃ মরণ ধর্ম্মা মনুষ্যঃ 'স্ব' 'ওক্যে' স্বকীয় ওকসি গৃহে পুত্রাদিভিঃ সহ রমতে তদ্বদস্মাভি র্দত্তেন হবিষা তৃপ্তঃ সন্ অস্মাস্বেব অবতিষ্ঠস্ব। নান্যত্র গচ্ছেতি নিদর্শন দ্বয়স্য তাৎপর্য্যার্থঃ।

১৩। হে সোম! গো সমূহ যেমন তৃণ মধ্যে এবং মনুষ্য যেমন স্বীয় গৃহ মধ্যে অবস্থান করে, সেই রূপ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে বিহার কর।

১০৬১

১৪। যঃ সোম সখ্যে তব রারণদ্দেব মর্ত্যঃ। তং দক্ষঃ সচতে কবিঃ।

১৪। হে 'দেব' দ্যোতমান 'সোম' 'তব' 'সখ্যে' ত্বদীয়ে 'সখিত্বে' নিমিত্ত ভূতে সতি 'যঃ' 'মর্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা যজমানঃ 'রারণৎ' রণতি এতৎ সূক্তরূপেণ স্তোত্রেণ ত্বাং স্তৌতি 'তং' যজমানং 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'দক্ষঃ' সর্ব্বকার্য্যসমর্থঃ ত্বং 'সচসে' সেবসে অনুগৃহ্নাসীত্যর্থঃ।

১৪। হে সোম! তুমি কবি ও দক্ষ। যে মনুষ্য তোমার সহিত সখ্যতার নিমিত্ত স্তব করে, তুমি তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক।

১০৬২

১৫। উরুষ্যা ণো অভিশস্তেঃ সোম নি পাহ্যংহসঃ। সখা সুশেব এধি নঃ।১।৬।২১।

১৫। হে 'সোম' ত্বং 'নঃ' অস্মান 'অভিশস্তেঃ' অভিশংসনাৎ অভিশাপরূপাৎ নিন্দনাৎ 'উরুষ্য' রক্ষ। উরুষ্যতী রক্ষা কর্ম্মেতি যাস্কঃ। তথা 'অংহসঃ' অস্মৎ কৃতাৎ পাপাৎ চ 'নিপাহি' নিতরাং পালয় এবং অস্মদীয়ং পাপং পরিহৃত্য 'সুশেবঃ' অত্যন্তং দাতব্যেন শোভনেন সুখেন যুক্তঃ সন 'সখা' 'এধি' হিত কারী ভব।১।৬।২১।

১৫। হে সোম। তুমি আমাদিগকে অভিশাপ ও পাপ হইতে রক্ষা কর এবং স্বয়ং সুখ যুক্ত হইয়া আমাদিগের হিতকর হও। ১।৬।২১।

তত্ত্ববিদ্যা।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক মঙ্গল

এবং

তদনুযায়ী মূল-নিয়ম।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্দ্ধারিত হইল যে, আমাদের বিষয়াভিমুখীন প্রবৃত্তি সকলকে—এক কথায় এই যে—মনকে, আত্মার অধীনে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। আত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, মন সেই রূপ বিষয়কে চায়; এবং মনের এই বিষয়-কামনা কেবল বিষয়েতে পর্য্যবসিত হইয়া নিরর্থক না যায়, এই জন্য ইহা কর্ত্তব্য যে মনকে যথোচিত রূপে আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ বিষয়-কামনা সকলকে তাহাদের বৈধ চরিতার্থতা হইতে বঞ্চিত করিয়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেওয়া—ইহা কখনই আমারদের কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কি রূপ বিষয়-কামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এবং কি রূপ বিষয়-কামনাই বা তাহার স্বভাবের বিরুদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে তাহার

এই মাত্র উপায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, "যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ। তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা।" যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং কল্যাণেতে নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই সম্যক্ বুঝিয়াছেন—প্রকৃতিই বা কি এবং বিকৃতিই বা কি।

ধর্ম্ম-জীবী আত্মা এবং অন্ন জীবী শরীর—পরমেশ্বর আমাদিগকে উভয়ই দিয়াছেন। আত্মা সদসদ্ বিবেচনা পূর্ব্বক ধীর-ভাবে কার্য্য করে, শরীর উপস্থিত অভাবের তাড়নায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কার্য্য করে; আত্মা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোজ্য সামগ্রী সকলের আয়োজন করে, কিন্তু ক্ষুধার উদ্দীপন সময়ে সে-সকল সামগ্রী যখন ভোজনার্থে পরিবেশিত হয়, তখন আমাদের শারীরিক প্রকৃতি ভাবনা চিন্তার সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া সে-সকলের দ্বারা অবিলম্বে ক্ষুন্নিবৃত্তি কার্য্যে রত হয়। কিন্তু মনুষ্যের উপর ক্ষুৎপিপাসাদি প্রবৃত্তি সকলের কদাপি এত বল হইতে পারে না—যদি পারে এমন হয় তবে তাহা হইতে দেওয়া উচিত হয় না—যে তাহার সদসদ্ বিবেচনা তৎকর্ত্তৃক একেবারে পরাভূত হইয়া যাইবে। অতএব আত্মাকে সদসদ্ বিবেচনাতে নিযুক্ত রাখিয়া তদনুসারে আমরা যদি আমাদের কোন শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতিকে চরিতার্থ করিতে পারি তবে তাহা করা অবশ্যই আমাদের কর্ত্তব্য তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এই রূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, প্রকৃতি যে—সেও প্রজ্ঞাবান্, প্রকৃতিরও এক প্রকার সদসদ্ বিবেচনা আছে; বৃক্ষ আপন আধার-ভূমিস্থ অসার বস্তু হইতে সার বস্তু বিবেচনা করিয়া লয়, মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে মধু বিবিক্ত করিয়া লয়, পক্ষীরা শাবকদিগের বাসোপযুক্ত করিয়া নীড় নির্ম্মাণ করে, এ সকল কার্য্য যদি প্রজ্ঞার না হইবে তবে আর কাহার? সাংখ্য দর্শনের মত এই যে, প্রকৃতির সন্নিধি বশতঃ আত্মা সুখ-দুঃখে মুহ্যমান হয় এবং আত্মার সন্নিধি বশতঃ প্রকৃতি প্রাজ্ঞ জীবের ন্যায় কার্য্য করে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই রূপ প্রতীতি হইবে যে,প্রজ্ঞা কেবল পরমাত্মাতেই মূল সমেত অবস্থান করে, তথা হইতেই তাহার মহিমা অবতীর্ণ হইয়া—আধ্যাত্মিক জগতে বুদ্ধির আশ্রয়-ভূমি রূপে এবং ভৌতিক জগতে প্রকৃতির আশ্রয়-ভূমি রূপে—দুয়েতে দুই রূপে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিরও ধন নহে, প্রকৃতিরও ধন নহে, উহা বুদ্ধি এবং প্রকৃতি উভয়ের মূলস্থিত ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরের ধনেই আমরা ধনী, তাঁহারই ধনে প্রকৃতি ধনবতী।

আমাদের আত্মার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আত্মা করুক এবং আমারদের প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য তাহা প্রকৃতি করুক, তাহা হইলেই আমাদের আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ই সমবেত হইয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে সন্দেহ নাই। আমাদের আত্মার কর্ত্তব্য এই যে, সে জ্ঞান ভাব এবং স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করে, প্রকৃতির কর্ত্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করে; প্রকৃতির যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা অনুক্ষণই সাধন করিতেছে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই; আমাদের আত্মা যেন আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যের প্রতি সেই রূপ যত্নশীল হয়, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। যে পথে চলিলে জ্ঞান ভাব এবং ধর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়—আত্মা সেই ঈশ্বরের পথে স্বেচ্ছায় সঞ্চরণ করুক, প্রকৃতির অন্ধকারময় পথে বিচরণ করিবার তাহার কিছুমাত্র প্রয়ো-

জন নাই; প্রকৃতির পথে প্রকৃতিই বিচরণ করুক। প্রকৃতির গুণে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস যথা নিয়মে গমনাগমন করিতেছে; আমাদের আত্মারও এ রূপ ক্ষমতা আছে যে সে আপন ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করে; কিন্তু আত্মা যদি ঐরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি প্রকৃতির কার্য্য-সকল স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে আত্মারও কোন লভ্য নাই, প্রকৃতিরও কোন লভ্য নাই; প্রত্যুত আত্মার সেই অনধিকার চর্চার ছিদ্র দিয়া—আত্মা এবং প্রকৃতি উভয়েরই কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি অনিয়ম প্রবেশ করে। অতএব উপস্থিত প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা-কার্য্য প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উক্ত কার্য্য যথোচিত রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে; সে প্রাকৃতিক নিয়ম এই রূপ যে, যাহাতে আমাদের সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে কোন ব্যাঘাত না জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও সুযোগ হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রবৃত্তি স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক; এক কথায় এই যে, যখন যে কোন প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে অতিক্রম না করে, বরং তাহার পোষকতাতেই নিযুক্ত থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম প্রণালীর উদাহরণ;—ক্ষুধার সময় আমাদের প্রকৃতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় যাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইতে পারে; এই উপস্থিত ক্ষুৎপ্রবৃত্তিটি প্রকৃতি-অনুসারে চরিতার্থ হইলে আর আর সমুদায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়; কিন্তু যদি প্রকৃতির প্রতিকূলে অপরিমিত আহার করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং উপস্থিত ভোগ-লালসা ভিন্ন অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের উপযুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। এই রূপ, প্রকৃতি-অনুযায়ী পরিশ্রম করিলে সমুদায় শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, কিন্তু অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে তাহার বিপরীত ফল হস্তগত হয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্যই এই যে প্রত্যেক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা—অন্যান্য প্রবৃত্তি সকলের বৈধ চরিতার্থতার পোষকতা করুক; ইহার অন্যথায় যদি কোন এক প্রবৃত্তি এরূপে চরিতার্থ হয় যে তাহাতে আর আর প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতার ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী তাহার কোন সংশয় নাই।

পরমার্থ অথবা ধর্ম্ম আমাদের লক্ষ্য হইলে যেমন স্বার্থ তাহার এক আনুসঙ্গিক উপলক্ষ হয়, সেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথবা সমুদায় প্রবৃত্তির বৈধ চরিতার্থতা আমাদের লক্ষ্য হইলে, যে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক তাহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সহজেই চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ;—ক্ষুধার সময় ভোজ্য সামগ্রী চাই, কার্য্যের সময় কার্য্যালয়ে উপস্থিত হওয়া চাই, শয়নের সময় শয্যা প্রস্তুত থাকা চাই, এই রূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি যথাকালে চরিতার্থ হওয়া চাই, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহার পর যে দ্রব্য আবশ্যক তাহা পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করা—স্বার্থের কার্য্য; এবং এই রূপে সমুদায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে দ্রব্যাদি-সকল স্বার্থ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, ক্ষুধা বা কর্ম্ম-পটুতা বা নিদ্রা—যখন যে প্রবৃত্তি উত্তেজিত হউক—তাহা প্রকৃতির নিয়মানুসারে আপনা হইতেই স্ব স্ব চরিতার্থতা-পথের অনুবর্ত্তী হইতে পারে।

স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে, পরমার্থের অনুগত হইয়া স্বার্থ সাধন করা কর্ত্তব্য; এক্ষণে প্রাকৃতিক মঙ্গল সাধনের মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বৈধ স্বার্থের অনুগত হইয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপসংহার।

আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ যে তাহা কতক দূর যায়, তাহার ওদিকে আর যায় না। ইহা কেবল নহে যে আমরা আমারদের জন্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং মৃত্যু-সময়ে অজ্ঞান হইব; ফলতঃ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট জানিতে পাই যে, অন্তরের বার্ত্তা আমরা অল্প যাহা কিছু জানিতেছি, তাহার একটুকু ওদিকে গেলে প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই অন্ধকার-রূপ প্রশান্ত আবরণ আমাদের আত্মার পক্ষে পুষ্টি-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই; নিস্তব্ধ নিশীথে মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাওয়া যে রূপ, সেই রূপ জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদ্যা-বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, বিকৃতির অবস্থা হইতে প্রকৃতিতে পদ নিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে আক্ষেপ করে যে, শৈশব-সুলভ অকলঙ্ক সুখরত্ন গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আমারদের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক নিভৃত প্রদেশ আছে, যেখানে গেলে এখনিই আমরা নিরীহ নিরাশ্রয় অজ্ঞান শিশু হইয়া যাই; যেখান হইতে আমরা আবার নূতন রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পারি; যেখান হইতে পুনর্জ্জাত হইয়া ফিরিয়া আইলে পূর্ব্ব জীবনের যে সকল মঙ্গল বৃত্তান্ত তাহাই আমাদের সম্বল হয়, যে সকল অমঙ্গল বৃত্তান্ত তাহা বস্তুতঃ যেমন অসৎ, কার্য্যতও তেমনি অসৎ রূপে পরিণত হয়। অতএব আমরা যে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতেছি ইহা জানিতে হইলে, আমাদের জন্ম-কালের এবং মৃত্যু-কালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কল্পনা করিবায় কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই, আপন অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনিই আমরা তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি। যেখানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের বুদ্ধির দীপালোক ম্লান হইয়া যায়, যেখানে আপনাকে অপূর্ণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, সেই খানেই পরমেশ্বরের পূর্ণ মুখ-চ্ছবি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বর আমাদের আত্মার স্রষ্টা পাতা এবং পরিত্রাতা—এই সুসংবাদ প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্ত আত্মাতে অতীব সুমধুর নিস্বনে সর্ব্বদাই বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তব্ধ হইয়া শুনিলেই হয়। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে পরমেশ্বর আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর অজ্ঞতা অবগত হইতে পারিতেছি এবং তাঁহার প্রতি সোৎসুক নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছি। তিনি আপনার একটুকু আভাস দেখাইয়া মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া দিয়াছেন; মনুষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না, কেবল দিবা নিশি তাঁহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া এক প্রদেশ হইতে উৎকৃষ্টতর আর এক প্রদেশে উপনীত হইতেছে। পশু পক্ষী দিগকে এ ভাবনা ভাবিতে হয় না, সুতরাং এ আনন্দেরও সহিত পরিচিত হইতে হয় না; কেবল মনুষ্যেরই এই অনন্য-পরিহার্য্য ব্যাকুলতা, মনুষ্যেরই এই অনন্য-বিতরিত আনন্দ।

আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান পাইয়াছি; জ্ঞান পাইয়া তদ্দ্বারা আমাদের

অজ্ঞতা অবগত হইতেছি; এবং আপনার সেই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণ-জ্ঞান পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি; অনন্তর তাঁহার প্রসাদে বুদ্ধির অতীত মূল-সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্জ্বল-তর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে, মূল-সত্য সকল দ্বারা আমাদের বুদ্ধি সংশোধিত হইতেছে, এবং সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালনা দ্বারা আমাদের শ্রী সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়া অবস্থার উন্নতি হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বর যেমন আমাদের জ্ঞানের স্রষ্টা, সেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের পালন কর্ত্তা ও প্রবর্দ্ধয়িতা; কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের অনিচ্ছায় আমরা ঈশ্বর-প্রসাদে অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা চাই যত্ন চাই প্রার্থনা চাই, তাহা হইলে ঈশ্বর-প্রসাদে প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধির মলিন মুখকে উজ্জ্বল করিয়া পুনর্ব্বার আমাদিগকে জ্ঞান দান করিবে; এই রূপ করিয়া আমরা অনন্তকাল পুনঃ পুনঃ উচ্চ-তর জ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিব।

আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায় আমরা প্রকৃতির সুকোমল ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়া থাকি; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে; এবং ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন, হস্ত পদ পরিচালনা, প্রকৃতি আমাদের হইয়া এই সকল কার্য্য অবিশ্রান্ত সম্পন্ন করিতে থাকে। ক্রমে আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞান আবির্ভূত হয়; ক্রমে আমরা জানিতে থাকি যে, এই বস্তুটিতে আমার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির পক্ষে মাতাই আমার সহায়। পূর্ব্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তনা পান দ্বারা তাহা নিবৃত্ত হইত, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাশান্তির কারণ কি তাহার আভাস আমাদের জ্ঞানে অল্পে অল্পে প্রতিভাত হইতে থাকে; কারণ-ভাব বস্তু-ভাব জাতি-ভাব এই সকল ভাব ভিতর হইতে কার্য্য করিতে থাকে; সুতরাং এই সময়ে বিষয়-বিষয়ীর ভাব পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বে প্রকৃতি যাহা করিত তাহাই হইত; এক্ষণে আমরা আপনারা আমাদের সম্মুখস্থিত দ্রব্যাদি সকলের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে মনোনিবেশ করি; শৈশবস্থায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই যথেষ্ট হইত, বাল্যাবস্থায় তদ্ব্যতিরেকে স্বার্থ সাধনের চেষ্টা আসিয়া আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে; এক্ষণে "এ বস্তু তোমার নহে এ বস্তু আমার"—এই রূপে ক্রীড়া সামগ্রী বিশেষে আমরা আপনার স্বত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হই; ক্রমে ক্রমে আমাদের এইরূপ অভ্যাস হয় যে, উপস্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ অগ্রাহ্য করি, এবং যাহাতে স্ব স্ব প্রবৃত্তি-সকল আমাদের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ হইতে পারে তদুপলক্ষে নানা প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে অধিকাংশ আমরা কেবল আপনারই উদ্দেশে কার্য্য করি; বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা আমরা আপনারই মনের উন্নতি সাধন করি, ক্রীড়া এবং ব্যায়ামাদি দ্বারা আমরা আপনারই শরীরের উন্নতি সাধন করি, তদ্ব্যতীত পরিবারের ভরণ পোষণ, জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, বাল্যকালে এসকল লইয়া আমাদিগকে ভারগ্রস্ত হইতে হয় না; পরে বয়োবৃদ্ধি সহকারে পরিবার, সমাজ, দেশ, এই সকল লইয়া নানা চিন্তায় নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িতে হয়। এসময়ে আমাদের আপনারদের যে কতটুকু বল এবং কি যে দুর্ব্বলতা তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং আপনার সেই অকিঞ্চনতার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের নিরতিশয় মহত্ত্ব আমাদের জ্ঞাননেত্রে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। এই রূপে মনুষ্যের জীবন প্রাকৃতিক মঙ্গল হইতে স্বার্থিক মঙ্গলে এবং স্বার্থিক মঙ্গল হইতে

পারমার্থিক মঙ্গলে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকে। কিন্তু কি প্রাকৃতিক কি স্বার্থিক সমুদায় মঙ্গলই পারমার্থিক মঙ্গলের অন্তর্গত। শিশু যে প্রকৃতির হস্তে লালিত পালিত হয়, বালক যে আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়, যুবক যে আপন স্বার্থকে ক্রমশ অন্যের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর সুচারুরূপে সংগঠিত করে, এ সকলেরই সহিত পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব ওত-প্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং আমরা মঙ্গলের পথে কতক দূর অগ্রসর হইলেই তাহা স্পষ্ট রূপে আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হয়। পারমার্থিক মঙ্গলের সূর্য্যালোকে উত্থিত হইয়া আমাদের কর্ত্তব্য এই যে সংসারের কঠোরতা-সকল বিস্মরণ পূর্ব্বক প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনাকে বিক্রীত করি; শরীর যন্ত্রের যন্ত্রণা হইতে কৌশলে অবসৃত হইয়া অপার গম্ভীর সর্ব্বতঃপ্রসারিত প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হই। কৌশল আর কিছুই নহে কেবল এই যে, বাহিরের সামগ্রী সকলকে আমরা যেমন বস্তু ও কারণ বলিয়া বিশ্বাস করি, সহজ-জ্ঞান অবলম্বন পূর্ব্বক আপন আত্মাকে সেই রূপ বস্তু (প্রেম-গুণের বস্তু) ও কারণ (মঙ্গল-কার্য্যের কারণ) বলিয়া বিশ্বাস করা, এবং পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম-বস্তু ও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা স্বরূপ পরম-কারণ[১] বলিয়া বিশ্বাস করা; অতঃপর যাহাতে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক আমাদের আত্মা নিয়মিত হয় এবং আত্মা কর্ত্তৃক আমারদের প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত হয়, সেই পথ অবলম্বন করা।

কর্ম্ম কাণ্ডের সার মর্ম্ম এই।—আমাদের আত্মার মধ্যে একটি স্বভাবসিদ্ধ মঙ্গল প্রার্থনা আছে; "আমি আছি" ইহা যেমন—আত্মার একটি স্বভাব-সিদ্ধ জ্ঞান, "আমি হই" ইহা সেই রূপ আত্মার একটি স্বভাব-সিদ্ধ প্রার্থনা; আত্মার এ প্রার্থনা—জড়দেহ-সমীপে নহে কিন্তু জ্ঞানময় পরমেশ্বর সমীপে; কেন না জ্ঞানই জ্ঞানকে বুঝিতে পারে ও জ্ঞানের অভাব মোচন করিতে পারে, জড় বস্তু কদাপি তাহা পারে না। যিনি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান স্বরূপ তাঁহারই নিকট আমাদের ঐ স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনাটি নিবেদিতব্য। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থনা যে তিনি পূরণ করিবেন ইহা বলা বাহুল্য। আত্মার উন্নতির জন্য আমাদের অকৃত্রিম প্রার্থনা হইলেই, তিনি তাহার যথেষ্ট ফল বিধান

---

১ আধুনিক নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এই রূপ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরকে প্রলয়-কর্ত্তা বলিলে তাঁহার মঙ্গল-স্বরূপে দোষারোপ করা হয়; ইহার প্রতি আমার সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, আমরা অপূর্ণ জীব, আমরা অসৎ হইতে সৎ—হইয়াছি কেবল নহে কিন্তু—হইতেছি এবং হইতে থাকিব, এই হেতু ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় এই তিন কার্য্য আমাদের আপনারদের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে; আমাদের জ্ঞানাদির অসত্তাবই প্রলয়; সুষুপ্তি মূর্চ্ছা, আলস্য, অল্প জ্ঞান, এই অবস্থা গুলির মধ্যে অল্পই হউক অধিকই হউক কতক মাত্রা প্রলয়ের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়· কিন্তু এই প্রকার প্রলয়ের সহিত সৃষ্টিস্থিতির পদে পদে যোগ রহিয়াছে, সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছার পরে জাগ্রত হইয়া, আমাদের জ্ঞানাদি পূর্ব্বে যেমন ছিল তাহাই আমরা পুনঃপ্রাপ্ত হই; প্রত্যূষে গতক্লম হইয়া জাগ্রত হইবার জন্যই সুষুপ্তি, সুষুপ্তির আর কোন অর্থ নাই; প্রলয়ের অর্থই এই যে তদুত্তর কালে উন্নততর রূপে সৃষ্টি হওয়া,—স্বাস্থ্য লাভের জন্য বিশ্রাম করা, অমৃত লাভের জন্য মৃত হওয়া, উন্নতি লাভের জন্য নত হওয়া, ইহাই প্রলয়ের যথার্থ প্রতিকৃতি। এই রূপ, প্রলয়ের সহিত যখন সৃষ্টি-স্থিতির চিরন্তন যোগ রহিয়াছে, তখন তাহা কোনমতেই দোষাস্পদ হইতে পারে না। যদি ঈশ্বরকে স্রষ্টা পাতা না বলিয়া কেবলই প্রলয়-কর্ত্তা বলা হইত, তাহা হইলেই দোষের আশঙ্কা করা যুক্তিসিদ্ধ হইত।

করিবেন—তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, আমাদের প্রার্থনানুসারে তিনি আমাদের আত্মাতে সমধিকতর অস্তিত্ব প্রেরণ করিবেন—ধর্ম্মবল প্রেমামৃত এবং জ্ঞান-জ্যোতি প্রেরণ করিবেন—যাহাতে আমরা স্ব স্ব ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনে সমর্থ হইতে পারি। এই রূপে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা পূর্ব্বক আত্মোন্নতি লাভ করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, অনন্তর সেই প্রশান্ত উন্নত ভাবকে সংসার ক্ষেত্রে যথা-সাধ্য বিস্তারিত করা আমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। এই দুই প্রকার কর্ত্তব্য সাধনে যখন আমরা নিযুক্ত হইব, তখন আমাদের যে অজ্ঞান প্রকৃতি তাহাও পরিবর্ত্তন-শীল প্রাকৃতিক মঙ্গলের পথে বিচরণ করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুযোগ পাইবে। প্রকৃতি প্রাকৃতিক মঙ্গল কার্য্যে দিবানিশি নিযুক্ত রহিয়াছে,—থাকুক; আমরাও আইস আপন আপন মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন করিতে তৎপর হই; তাহা হইলেই আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিব যে, ঈশ্বরের পারমার্থিক মঙ্গল সংকল্প আধ্যাত্মিক ভৌতিক সমুদায় জগতেই অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে,—মঙ্গলই জগতের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

কর্ম্ম-কাণ্ড সমাপ্ত।

রামের জন্ম বৃত্তান্ত।

আদ্যকালিক পুরাণ ও কাব্য সকল পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সকল অপেক্ষা পুরাতন এবং রামায়ণের সরল শ্লোকাবলী পাঠ করিলে ইহার প্রাচীনত্বের প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকে না; কিন্তু কোন্ কালে যে ঐ কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যদিও এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে অথাচ ইহা যে বৈদিক সময়ের অত্যল্প কাল পরেই রচিত হয় তাহার নিদর্শন রামায়ণেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণের আদিকাণ্ডেই শ্লোকের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। একদা মহর্ষি বাল্মীকি তমসা-তীরে উপস্থিত হইয়া ঐ নদী-জলে অবগাহন করত সেই রম্য প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে সন্তুষ্টমনে ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চবধুর ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। এমন সময়ে সেই পক্ষিদ্বয় মধ্যে একটি পক্ষী ব্যাধ দ্বারা ব্যাপাদিত হইলে দয়ার্দ্র চিত্ত বাল্মীকি, হঠাৎ "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥" এই কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাতে সুচারু চারি পদ বিন্যস্ত মনেকরত আপনিই চমৎকৃত হইলেনও ঐ রূপ ছন্দকে শোক হইতে উদ্ভাবিত বলিয়া শ্লোক এই সংজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা আপাতত মনে হইতে পারে যে বাল্মীকিই অনুষ্টুপ্ শ্লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে বেদেতেও "শ্লোক" এই শব্দের উল্লেখ আছে এবং ঐ রূপ অনুষ্টুপ্ শ্লোকের নিদর্শন আছে, তখন বাল্মীকিই যে ইহার প্রথম সৃষ্টি-কর্ত্তা ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, বাস্তবিক এই আখ্যায়িকার প্রকৃত মর্ম্ম ইহা নহে যে পূর্ব্বে অনুষ্টুপ্ শ্লোক ছিল না কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল এই মাত্র নির্দ্দেশিত হইতেছে যে বাল্মীকি এই অনুষ্টুপ্ শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিয়া এই ছন্দ সর্ব্ব সাধারণের নিকট আদরণীয় করিয়াছিলেন। বেদেতে অনুষ্টুপ্ ছন্দ অতি বিরল, বাল্মীকি যে ঐ সকল শ্লোক বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন এমনও সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু তিনি যে রামায়ণ এই ছন্দে গ্রথিত করিতেই অভিলাষী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত দ্বিতীয় সর্গের ব্রহ্মার

দ্বারা আদেশের বর্ণনাতেই প্রতিভাত রহিয়াছে [১]। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম সর্গেই রামের কথা লইয়া নারদের সহিত কথোপকথনের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সর্গের তিনটী শ্লোকে [২] যে ব্রহ্মার আদেশের কথা বর্ণিত আছে, তাহাতেও ঐ নারদ-বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় সর্গের ৪৪ শ্লোক [৩] দ্বারা রামায়ণ-রচনার অভিলাষের প্রথম উদ্দীপনের এবং তাহা শ্লোক দ্বারা রচনার অভিলাষের কথাই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মার আগমন ও বাল্মীকির "তদ্গতেন মনসা" ইত্যাদি বর্ণনা যে আপনার অভিলাষেরই কল্পিত বর্ণনা তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব বোধ হইতেছে যে বাল্মীকির কবিত্ব শক্তিই এই ছন্দকে সাধারণ-মধ্যে আদরণীয় করে। বাস্তবিক বৈদিক কালের কবিগণ দ্বারা এই ছন্দের রচনা অতি বিরল ছিল, সুতরাং রামায়ণ বৈদিক কালের পরেই কিম্বা তৎসমকালেই গ্রথিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে।

বাল্মীকি আপনার মনঃকল্পিত কতক গুলিন গুণের আধার কোন পুরুষের কথা নারদকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি রাম-চরিত বাল্মীকির নিকট বর্ণন করেন,

১ See Max Muller's Ancient Sanscrit Literature.

২ মহর্ষে যদযং প্রোক্তস্ত্বয়া ক্রৌঞ্চবধাশ্রয়ঃ॥৩২॥
শ্লোক এবাস্ত্বযং বদ্ধস্তব বাক্যস্য শোচতঃ।
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেযং সরস্বতী ॥৩৩॥
রামস্য রচিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম।
ধর্ম্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥৩৪॥
বৃত্তং প্রথয রামস্য যথাতে নারদাৎশ্রুতং।
দ্বিতীয় সর্গ।

৩ তস্য বুদ্ধিরভূৎ তত্র বাল্মীকেরথ ধীমতঃ।
কৃৎস্নং রামাযণং শ্লোকৈরীদৃশৈঃ করবাণ্যহং॥৪৪॥
দ্বিতীয়সর্গ।

রামায়ণের প্রথম সর্গেই ইহার বর্ণনা আছে। প্রথম সর্গের রচনা প্রণালী যদ্যপি অন্যান্য সর্গের রচনা প্রণালী হইতে বিভিন্ন বোধ হয় না, কিন্তু প্রথম সর্গে কাব্যের সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণিত থাকাতেও তৃতীয় সর্গে পুনরায় রামায়ণের সংক্ষেপ বর্ণনা এবং ঐ তৃতীয় সর্গকে কাব্যোপসংক্ষেপ সর্গ বলিবার ও ঐ সর্গের প্রথম শ্লোকে শ্রুত্বা পূর্ব্বং [১] ইত্যাদি কথা লেখার অর্থ কি? বিশেষ প্রথম সর্গের একত্রিশ শ্লোক [২] পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে দশরথ রামের বন গমন সময়ে প্রকৃতিগণের সহিত কিছু দূর তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তৃতীয় সর্গের সপ্তম শ্লোকে দশরথের শোক, বিলাপ, মোহ এবং মরণের কথাই লিখিত আছে এবং অযোধ্যাকাণ্ডে দশরথের রামানুগমনের কথার উল্লেখও নাই ইহার কারণ কি? প্রথম ও তৃতীয় সর্গ পাঠ করিলেই তাহাদের রচয়িতা যে একই কবি তৎ প্রতি আর কোন সন্দেহ থাকে না, অতএব বোধ হয় যে নারদের কথাকে স্বীয় কাব্যের বীজ স্বরূপ করিয়া পরে বাল্মীকি লোকের নিকট রাম-চরিত অন্বেষণ করিয়া পুনরায় কাব্যের উপসংক্ষেপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমুদায় তৃতীয় সর্গ পাঠ করিলে এইরূপ মর্ম্মেরই পোষকতা প্রদান করে। প্রথম সর্গের এক শত দুই, তিন এবং চতুর্থ শ্লোক [৩] এবং ঐ সর্গের আশীর্ব্বাদ-সূচক

১ শ্রুত্বা পূর্ব্বং কাব্যবীজং দেবর্ষে র্নারদাত্ততঃ।
লোকাদন্বিষ্য ভূযশ্চ চরিতং চরিতব্রতঃ ॥ ১ ॥
তৃতীয় সর্গ।

২ পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ।
শৃঙ্গবের পুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥৩১॥
প্রথম সর্গ।

৩ নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ।
দেবর্ষে যে ত্বযা প্রোক্তাগুণাঃ পুরুষপুঙ্গবাঃ ॥১০২
তেষামেব সমাবায সাম্প্রতং রামমাশ্রিতঃ।
ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং যশস্যং বলবর্দ্ধনং ॥ ১০৩ ॥
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ইদং পঠন্ সমধ্যায়ন পুণ্য শ্রবণকীর্ত্তনং ॥১০৪ ॥
প্রথম সর্গ।

অন্যান্য শ্লোক এবং দ্বিতীয় সর্গের ৪৪ শ্লোক পাঠ করিলে এ রূপ সন্দেহও উপস্থিত হয় যে বাল্মীকি রামায়ণ রচনার অভিলাষের পূর্ব্বেই লোক-বিশ্রুত কিম্বদন্তীর কথা নারদের নিকট হইতে শুনিয়াই তাহা শ্লোক-রজ্জু দ্বারা গ্রথিত করেন এবং প্রথম সর্গের আশীর্ব্বাদ-সূচক১০৭শ্লোকের [১] দ্বারাও এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইতেছে। উক্ত প্রথম সর্গের ১০৫ শ্লোকে [২] যে রামায়ণের উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারা যদিও আপাততঃ মনে হয় যে রামায়ণের রচনার পর এই সর্গ রচিত হয়, তথাপি তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোক সেই সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরাকরণ করিতেছে কি না তাহা পাঠকগণ ঐ দুই শ্লোক এবং সমুদায় প্রথম সর্গ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ রামায়ণের প্রকৃত অর্থ রামাশ্রিত কথা, তদ্দ্বারা বিশেষ কোন কাব্যের প্রতি উহা লক্ষ্য করিয়াছে এমত বোধ হয় না।

এখন রামায়ণের প্রথম সর্গ হইতে রামের জন্ম-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত যাহা বাল্মীকি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সশিষ্য বাল্মীকি নারদের প্রমুখাৎ-রাম চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে নারদ ঋষি বিদায় লইলে মহর্ষি বাল্মীকি ব্যাধের দ্বারা ব্যাপাদিত ক্রৌঞ্চ পক্ষীর জন্য শোকার্ত্ত হইয়া যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, রামায়ণে তদ্ব্যাপার বর্ণিত আছে। তৎপরে ব্রহ্মার আদেশ বর্ণনা করিয়া রাম এবং সীতার অঙ্গ-সম্ভূত তাঁহার শিষ্যদ্বয় দ্বারা এই কাব্য যে রূপে লোক-মধ্যে প্রচারিত করিলেন, তাহাও বর্ণিত আছে। তিনি লব এবং কুশকে রামায়ণ অভ্যাস করাইলে তাঁহারা আশ্রমস্থিত মুনিগণ-সমক্ষে মধুর সপ্ত স্বরে তাহা গান করিতেন। মুনিগণ তৎশ্রবণে পরম প্রীত হইয়া জল-পূর্ণ কলস, বন্য ফল এবং আপনাদের অকপট হৃদয়ের প্রশংসাবাদ ও অশ্রুপাত দ্বারা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। পরে ক্রমে এই দুই গায়কের অসাধারণ গুণের কথা বিখ্যাত হইলে নরপতি রামচন্দ্র তাহাদিগকে অশ্বমেধ যজ্ঞের সভায় আনাইলেন এবং লব ও কুশ আপনাদের সুমধুর সঙ্গীতের সহিত রামায়ণকে লোকগণের নিকট প্রকাশিত ও সভাস্থ সমুদায়কে বিমোহিত করিলেন। তৎপরে রামায়ণের অনুক্রমণিকা লিখিত হইয়াই, প্রকৃত রামায়ণের আরম্ভ হইল।

ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা দশরথ কোশল জনপদস্থ অযোধ্যা নামক মহাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্ব কালীন প্রজাগণ সুখ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতেন। বশিষ্ঠ ও বামদেব তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, এবং সুমন্ত্র প্রভৃতি ছয় জন অমাত্য তাঁহার আজ্ঞায় রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত ছিলেন। দশরথ "বংশ কর" পুত্র সন্তান বিহীন ছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি একদা পুত্র-কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়া তদ্বিষয় মন্ত্রিগণের নিকট প্রকাশ করায় মন্ত্রিসত্তম সুমন্ত্র পুরাকালে তিনি সনৎকুমারের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবী রামের জন্মও অসাধারণ ইহা বর্ণনা করিবার জন্য সুমন্ত্র-মুখে তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। আদিকাণ্ডে রামের জন্ম ব্যাপার যাহা বাল্মীকি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা কল্পিত ভিন্ন কখনই সত্য হইতে পারে না। সুমন্ত্র অঙ্গরাজ লোমপাদের

১ পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ।
ক্ষত্রান্বয়ো ভূমিপতিত্বমীযাৎ।
বণিগ্ জনঃ পণ্যফলত্ব মীয়াৎ।
শৃণ্বন্ হি শূদ্রোপি মহত্ত্বমীয়াৎ॥ ১০৭॥
প্রথমসর্গ।

২ সপুত্র পৌত্র স্বজনো নরঃ কৃচ্ছাদ্বিমুচ্যতে।
রামায়ণমশেষেণ তেন চ শ্রাবিতং ভবেৎ॥১০৫॥
প্রথম সর্গ।

রাজ্যে দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির বিবরণ বর্ণন করিয়া রাজা দশরথের কন্যা শান্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লোমপাদ আপনার রাজ্যের এই দুরবস্থার প্রশমন জন্য কুমার-ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে আনয়ন করত শান্তাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কবী যদ্যপি প্রথমে শান্তাকে লোমপাদের কন্যা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপরে দশম সর্গে ঐ শান্তা দশরথেরই কন্যা এবং তিনি তাঁহার বন্ধু অপত্যহীন লোমপাদকে প্রদান করিয়াছিলেন ও দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বরাজ্যে যজ্ঞার্থে আনয়ন করিলে তাঁহার সন্তানোৎপাদন বিষয়ক ভবিষ্যৎ বাণীর কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজা দশরথ স্বয়ং লোমপাদের রাজ্যে গমন করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে স্বীয় নগরে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের হোতৃত্বে বরণ করিলেন।

রাজা দশরথ বসন্ত-কালের প্রারম্ভেই ঋষ্যশৃঙ্গের পরামর্শে অন্যান্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, বিদেশস্থ শ্রোত্রিয়গণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। সুমন্ত্র তাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্যবংশের পুরোহিত বশিষ্ঠকে ও বেদবেদাঙ্গপারগ কাশ্যপ, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলে, রাজা তাঁহাদিগকে যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত অশ্বকে মোচন করিতে ও সরযূর পরতীরে যজ্ঞ ভূমি নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্টহৃদয়ে এই যজ্ঞ "অবিঘ্ন" হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পুনরায় সম্বৎসর পরে "বসন্ত কাল প্রাপ্ত হইলে" রাজা দশরথ আপনার গুরু ও স্নিগ্ধ সুহৃদ বশিষ্ঠকে অভিবাদন পূর্ব্বক এই যজ্ঞের যথাবৎ আয়োজনের ভার লইতে প্রার্থনা করাতে তিনি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক "যজ্ঞ নিষ্ঠিত" ব্রাহ্মণগণকে ও "বহুশ্রুত শাস্ত্রবিৎ পুরুষগণকে" যজ্ঞের আয়োজনের জন্য আদেশ করিলেন [১] তাঁহারাও হৃষ্টমনে ঐ সকল ভার গ্রহণ করিলে সুমন্ত্র, বশিষ্ঠের আজ্ঞায় সর্ব্ব-শাস্ত্রজ্ঞ, দৃঢ় বিক্রম ও "বেদে সুনিষ্ঠিত" মিথিলাধিপতি জনককে, দশরথের প্রিয়বয়স্য কাশীপতিকে, অঙ্গরাজ লোমপাদকে, রাজার শ্বশুর বৃদ্ধ পরমধার্ম্মিক কেকয়রাজকে, সুব্রত নামক দেবসঙ্কাশ নৃপতিকে ও প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য, সিন্ধু, সৌবীর ও সুরাষ্ট্র দেশীয় অন্যান্য নরপতিগণকে ও চারি বর্ণের সহস্র সহস্র লোককে এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ দ্বারা আনয়ন করিলেন। তৎপরে জগতীপতি রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠের অনুজ্ঞায় শুভ দিবস ও শুভ নক্ষত্রে অযোধ্যার পরপার সরযূর উত্তর কূলস্থিত যজ্ঞ ভূমিতে গমন করিলেন। তুরঙ্গম যজ্ঞ ভূমি প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞারম্ভ হইল। এক্ষণকার বৃহৎ কর্ম্মের ন্যায় দ্বিজগণ, অনাথা স্ত্রী ও দরিদ্রগণের প্রচুর ভোজনের কথাও ইহাতে

১ স্থাপত্যে চেহ স্থাপাস্তাং বৃদ্ধাঃ পরম ধার্ম্মিকাঃ।
কর্ম্মান্তিকা শিল্পকরা বদ্ধকা খনকা অপি ॥ ৬ ॥
গণকাঃ শিল্পিনশ্চান্যে তথৈব নট নর্ত্তকাঃ।
ততোব্রবীৎ শাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্ ॥৭॥
যজ্ঞ কর্ম্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজ শাসনাৎ।
ইষ্টকং চ বহুসাহস্রীং শীঘ্রং চাহ্বয়ত দ্বিজান্॥৮॥
উপকার্য্যাঃ ক্রিয়ন্তাং চ রাজ্ঞাং বহু গুণান্বিতাঃ।
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব ক্রিয়ন্তাং শতশঃ শুভাঃ ॥ ৯ ॥
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ।
তথা পৌরজনস্যাপি কর্ত্তব্যা বহু বিস্তরাঃ ॥ ১০ ॥
আবাসা বহুভক্ষ্যাঢ্যাঃ সর্ব্বকামৈঃ প্রপূরিতাঃ।
তথা জানপদং চৈব কর্ত্তব্যং বহুভোজনং ॥ ১১ ॥
দাতব্য মন্নং বিবিধং সৎকৃত্য নতু পীড়য়া।
সর্ব্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ॥১২॥
নাপমানং প্রযোক্তব্যঃ কামক্রোধকৃতং ক্বচিৎ।
যজ্ঞ কর্ম্মসু যে চাগ্র্যাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা ॥১৩॥
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্য্যা যথাক্রমং।
যথাসর্ব্বং সুবিহিতং নকিঞ্চিৎ পরিহীয়তে ॥ ১৪ ॥
তথা ভবন্তং কুর্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা।
ততঃ সর্ব্বে সমাগম্য বশিষ্ঠ মিদ মব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

বর্ণিত আছে। হোতৃগণ মন্ত্র দ্বারা দেবতাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কুশল শিল্প কর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত আবাসে নিমন্ত্রিত রাজগণ যথাবিধি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাজমহিষী কৌশল্যা পুত্র-কামনায় যজ্ঞীয় অশ্বকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অধ্বর্যু সহিত শুচিব্রত হইয়া ঐ অশ্বকে পূজা করিবার পর সেই অশ্বের বপা দ্বারা যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইলে রাজা দশরথ পত্নীর সহিত সেই যজ্ঞীয় ধূমের আঘ্রাণ গ্রহণ করিলে, যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। এই যজ্ঞের অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে হোতা অধ্বর্যু ও উদ্গাতাকে প্রাচী, প্রতীচি ও উদীচিস্থ সমস্ত দেশ দক্ষিণা স্বরূপ দান করিলেন। ঋত্বিক্‌গণকে যথেপ্সিত অর্থ প্রদান করিলেন, ও সদস্য প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দানে সন্তুষ্ট করিলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ রাজার কামনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি খ্যাত-বিক্রম চারি পুত্রের বর প্রার্থনা করায় ব্রহ্ম-বাদি-ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টমনে তথাস্তু বলিয়া কহিলেন, মহারাজ! অচিরাৎ তোমার অভিলষিত সিদ্ধ হইবে[১]। কবী এই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল স্বরূপ রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্ম বর্ণনা করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহার কল্পনা ইহাতেও চরিতার্থ হইল না, তিনি আপনার কাব্যের নায়ককে দেব সম্বন্ধীয় বলিয়া তাঁহার চরিত্রের ওজস্বিতার বিস্ময় লোকগণের নিকট প্রতিভাত করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। রাজা দশরথের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ পুনরায় রাজার হিতান্বেষী হইয়া অন্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং দেবতাগণ ভাগ গ্রহণার্থে তথায় আগমন করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে দশরথের অভিলষিত বর যাচ্‌ঞা করিলে দেবতারাও তাহাতে সম্মত হইলেন। দেবতাগণ তৎপরে প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট গিয়া রাবণ-জনিত ক্লেশের বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি ঐ রাক্ষস মনুষ্যেরই বধ্য বলাতে তাঁহারা হৃষ্ট হইলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মার দ্বারা ধ্যাত হইয়া বিষ্ণু তথায় উপনীত হইলেন এবং দেবতাগণ তাঁহাকে মানবতনু ধারণ করিয়া রাবণ হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবার বর দানের প্রার্থী হইলেন। এ দিকে ঋষ্য-শৃঙ্গের সেই পুত্রীয়-যজ্ঞাগ্নি হইতে এক প্রাজাপত্য পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া "দিব্য পায়স সম্পূর্ণ" এক "পাত্র" প্রদান করিয়া ঐ পাত্রস্থ হবি ধর্ম্মপত্নীগণকে ভোজন করাইতে আজ্ঞা দিয়া অন্তর্হিত হইল। রামায়ণের চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ সর্গে কবী আপনার কবিত্বের কি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাল্মীকির কল্পনা ও কবিত্ব শক্তি পৃথিবীর সামান্য বিষয়ের বর্ণনাকে যেন অবজ্ঞা করিয়াই আকাশ ভেদ করত দেবগণের সমাজ বর্ণনায় ব্যগ্র হইল। কবী যেমন রাবণকে "দৃপ্তঃ সপ্ত সদা লোকান্ ক্রীড়ন্নিব স বাধতে" বলিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার কল্পনাও রামায়ণ বর্ণনায় কখনই ক্লান্ত হয় নাই। কবী যেন তাহা ক্রীড়ন্নিব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, রাবণের ভয়ানক বল বীর্য্যের উল্লেখ করাতে তাহার পরম শত্রু ও হন্তা রামের কি অদ্ভুত বল বীর্য্যের পরিচয় প্রদান হইল। বাল্মীকি চতুর্দ্দশ সর্গের দ্বারা রাবণের প্রতাপের তিনটী শ্লোক[২] কি আশ্চর্য্য বর্ণনা করিয়া

১ তানব্রবীৎ হৃষ্টমনা রাজা দশরথো দ্বিজান্।
ইচ্ছামি চতুরঃ পুত্রানুদারান্ খ্যাতবিক্রমান্ ॥৪৬॥
তথেতি তে চ রাজানং তমূচুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
যথাভিলষিতান্ পুত্রানচিরাৎ ত্বমবাপ্স্যসি ॥ ৪৭ ॥

২ অন্যায়তঃ পীড়য়তি বরদানেন দর্পিতঃ।
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন তথাবাতি মারুতঃ ॥ ১৭ ॥
নাগ্নির্জ্জ্বলতি বৈ তত্র যত্র তিষ্ঠতি রাবণঃ।
মহোর্ম্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোপি প্রকম্পতে॥১৮॥
নষ্টো বৈশ্রবণস্তাত্ত ! লঙ্কাং তৎবীর্য্যপীড়িতঃ।
তস্মান্নঃ পাহি ভগবন্ রাবণাল্লোকরাবণাৎ॥১৯॥

গিয়াছেন, পঞ্চদশ সর্গে প্রাজাপত্য পুরুষের বর্ণনাও অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবে, কিন্তু রামায়ণের প্রথম সর্গে যাহাকে বাল্মীকি কাব্যবীজ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে রামকে দৈবাংশ বলিয়া বর্ণন করেন নাই, বরং যে শ্লোকে রামের গুণ-ব্যাখ্যান আছে, তাহাতে রাম বিষ্ণুর সদৃশ বীর্য্যবান্ ছিলেন এই মাত্র আছে। ১

ব্রাহ্ম-বিবাহ।

গত ২ অগ্রহায়ণ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ কন্যার সহিত কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতী জয়রামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষালের ব্রাহ্মবিধানানুসারে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর। এই বিবাহ উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে বহুসংখ্য ভদ্র লোক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় এই শুভ কার্য্য আরম্ভ হইল।

সম্প্রদাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রদান ভূমিতে বেদীর সম্মুখে আসনে উপবেশন করিয়া প্রথমত জ্যেষ্ঠ জামাতৃগণকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাক্রমে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তৎপরে পাত্র সম্প্রদাতার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

জামাতৃ বরণ।

সম্প্রদাতা ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন, যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং।

ধীরেরা আকাশে প্রসারিত চক্ষুর ন্যায় যে বিশ্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন তাঁহার পবিত্র সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করি।

অনন্তর স্বস্তিবাচন করিলেন। যথা—

কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।

সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন শুভ কন্যা সম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোধিব্রুবন্তু।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর অর্ঘ্যাদি দ্বারা পাত্রকে অর্চ্চনা করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্নামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ এষ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্নামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ ইদমঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।

জামাতা—ওঁ অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্নামি।

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং বাৎস্য গোত্রং ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরং শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মাণং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং শুভ বিবাহেন দাতুং এভিঃ অর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য ভবন্তমহং বৃণে।

---

১ সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমবানিব।
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয় দর্শনঃ॥২০॥
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্ম ইবাপরঃ॥ ২১॥
প্রথম সর্গ

জামাতা—ওঁ বৃতোস্মি।

সম্প্রদাতা—যথাবিহিতং বিবাহ কর্ম্ম কুরু।

জামাতা—যথাজ্ঞানং করবাণি।

অনন্তর স্ত্রী-আচার হইল। তৎপরে সম্প্রদাতা বেদীর অভিমুখীন হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বাম হস্তের সম্মুখে চিত্রিত কাষ্ঠাসনে পাত্র ও দক্ষিণ হস্তের সম্মুখে তাদৃশ আসনান্তরে কন্যা বেদীর অভিমুখীন হইয়া উপবেশিত হইলেন। অনন্তর আচার্য্যগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণী ব্রহ্মোপাসনা ও বৈবাহিক প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

সম্প্রদান।

পাত্র ও কন্যা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বসিলেন। তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্রের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। যথা—

ওঁ ইমাং কন্যাং ভুভ্যমহং দদানি।

জামাতা—ওঁ দদস্ব।

তৎপরে সম্প্রদাতা পাত্র ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তোপরি স্থাপন করিয়া সম্প্রদান করিলেন। যথা—

সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা ঈশ্বরপ্রীতিকামঃ, বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য রামহরি দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য কালীপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য গোত্রস্য ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরস্য শ্রী জয়চন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায়, শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং শাণ্ডিল্য গোত্রাং শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরাং শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবীং (প্রথম বাৎস্য গোত্রস্য অবধি এই পর্য্যন্ত বার ত্রয় বলিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্য মহং সম্প্রদদে।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

সম্প্রদাতা—ধর্ম্মেচ অর্থেচ কামেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

জামাতা—নাতি চরিষ্যামি।

সম্প্রদাতা কাঞ্চন দক্ষিণা প্রদান করিলেন, যথা—

ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাং তিথৌ শাণ্ডিল্য গোত্রঃ শ্রী দেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভ কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বাৎস্য গোত্রায় ঔর্ব্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরায় শ্রী জানকীনাথ দেবশর্ম্মণে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্য মহং সম্প্রদদে।

জামাতা—ওঁ স্বস্তি।

এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর গ্রন্থিবন্ধন হইলে জামাতা পাঠ করিলেন।

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে। ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ং।

পাণিগ্রহণ।

অনন্তর ভর্ত্তা ও বধূ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভর্ত্তা আপন অঞ্জলির অভ্যন্তরে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন।

ওঁ গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ। ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্নী এধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূ র্জীবসূ র্দেবকামা স্যোনা শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রুবাং ভব। ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু। ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত মনু চিত্তং তে ইস্তু। মম বাচ মেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্তু। নিযুনক্তু মহ্যং।

তৎপরে বধূ স্বামিগোত্রে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিলেন। যথা—

বাৎস্য গোত্রা শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী অহং ভো অভিবাদয়ে।

ভর্ত্তা—ওঁ আয়ুষ্মতী ভব।

এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন।

তৎপরে ভর্ত্তার আসনে বধূ ও বধূর আসনে ভর্ত্তা বেদীর অভিমুখে উপবেশন করিলে আচার্য্য এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবন-পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমারদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন-বিপত্তি তোমারদিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধনে ও সুখ-বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে, তাবৎ গৃহ-কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।" গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ জানকীনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎ-কর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভ কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতিপ্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ য একোবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে

ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর দম্পতী ভক্তাতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন, তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন। যথা—করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তপদীগমন।

অনন্তর সম্প্রদান স্থান হইতে বাসগৃহগমনের পথে সাত খানি আসন প্রদত্ত হইলে বধূ ক্রমান্বয়ে তাহাতে পদ নিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন এবং ভর্ত্তা সেই সপ্ত পদে ক্রমান্বয়ে সাতটী উপদেশ দিলেন; যথা—

ওঁ ঈশে একপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ ঊর্জ্জে দ্বিপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ ব্রতায় ত্রিপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ মায়োভবায় চতুষ্পদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ পশুভ্যঃ পঞ্চপদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ রায়স্পোষায় ষট্পদী ভব সা মা মনুব্রতা ভব।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সামা মনুব্রতা ভব।
ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যংস্তে গমেয়ং।
সখ্যং তে মা যোষাঃ সখ্যংতে মাযোষ্ঠাঃ।

অনন্তর বধূ ও ভর্ত্তা বাসগৃহে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে উদীচ্য কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন হইল।

বিজ্ঞাপন

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতি দিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সাম্বৎসরিক দান আগামী ১১ মাঘের মধ্যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করেন।

তাৎপর্য্যসহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্র (লাল কাল অক্ষরে) যাহার মূল্য ১।০ নির্দ্ধারিত ছিল তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে ভাল কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ১৷৷০ টাকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মধ্যে যে সকল পুস্তক ব্রাহ্মসমাজের নিজ সম্পত্তি, তৎসমুদায় আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড—জ্ঞান কাণ্ড।

ও দ্বিতীয় খণ্ড—ভোগকাণ্ড।

দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের নিমিত্ত অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এই গ্রন্থে তাহা যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য৷৵০ আনা। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজপুস্তকালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ২৭ পৌষ সোম বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

মাঘ ১৭৮৯ শক।

২৯৪ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার অষ্টাত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতি দিবস ব্রাহ্মস-মাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যমহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।
কলিকাতা ১৭৮৯।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৬৩

১৬। আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সংগথে।

১৬। হে 'সোম' ত্বং 'আপ্যায়স্ব' বর্দ্ধস্ব। 'তে' তব 'বৃষ্ণ্যং' বৃষত্বং বীর্য্যং সামর্থ্যং 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ 'স-মেতু' সংগচ্ছতাং ত্বয়া সংযুক্তং ভবতু। এবম্ভূতঃ ত্বং 'বাজস্য' অন্নস্য 'সংগথে' সংগমনে 'ভব' অস্মাকং অন্নপ্রদো ভবেত্যর্থঃ।

১৬। হে সোম! তুমি পরিবর্দ্ধিত ও বীর্য্যসম্পন্ন হও এবং আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।

উষ্ণিক্‌ছন্দঃ।

১০৬৪

১৭। আপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবা নঃ সুশ্রবস্তমঃ সখা বৃধে।

১৭। হে 'মন্দিতম' অতিশয়েন মদবন্ 'সোম' 'বিশ্বেভিঃ' সর্ব্বৈঃ 'অংশুভিঃ' লতাবয়বৈঃ 'আপ্যায়স্ব' আ সমস্তাৎ বৃদ্ধো ভব। স ত্বং 'সুশ্রবস্তমঃ' অতিশয়েন শোভনান্নযুক্তঃ সন্ 'নঃ' অস্মাকং 'বৃধে' বর্দ্ধনায় 'সখা' ভব। মিত্রীভব।

১৭। হে প্রীতি-যুক্ত সোম! তুমি সমস্ত কিরণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হও এবং উৎকৃষ্ট অন্নযুক্ত হইয়া উন্নতি বিধানের নিমিত্ত আমাদিগের সখা হও।

ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ।

১০৬৫

১৮। সং তে পয়াংসি সমু যন্তু বাজাঃ সং বৃষ্ণ্যান্যভিমাতিষাহঃ। আপ্যায়মানো অমৃতায় সোম দিবি শ্রবাংস্যুত্তমানি ধিষ্ব।

১৮। হে সোম 'অভিমাতিষাহঃ' অভিমাতীনাং শত্রূণাং হন্তঃ 'তে' তব এবম্ভূতং ত্বাং 'পয়াংসি' আপণার্থানি ক্ষীরাণি 'সংযন্তু' সংগচ্ছতাং। তথা 'বাজাঃ' 'উ' হবির্লক্ষণানি অন্নানিচ ত্বাং সংগচ্ছতাং। 'বৃষ্ণ্যানি' বীর্য্যাণি চ সংগচ্ছতাং। হে 'সোম' ত্বং 'অমৃতায়' অস্মাকং অমৃতত্বায় অমরণত্বায় 'আপ্যায়মানঃ' আ সমন্তাৎ বর্দ্ধমানঃ সন্ 'দিবি' নভসি স্বর্গে 'উত্তমানি' উৎকৃতমানি উৎকৃষ্টানি 'শ্রবাংসি' অন্নানি অস্মাভিঃ ভোক্তব্যানি হবির্লক্ষণানি বা 'ধিষ্ব' ধারয়।

১৮। হে সোম! তুমি শত্রু-সংহারক এক্ষণে তুমি ক্ষীর অন্ন ও বল প্রাপ্ত হও। তুমি আমাদিগের জীবনের নিমিত্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেবলোকে উৎকৃষ্ট অন্ন সকল ধারণ কর।

১০৬৬

১৯। যা তে ধামানি হবিষা যজন্তি তা তে বিশ্বা পরিভূরস্তু যজ্ঞং। গয়স্ফানঃ প্রতরণঃ সুবীরোঽবীরহা প্র চরা সোম দুর্য্যান।

১৯। হে 'সোম' 'তে' ত্বদীয়ানি 'যা' যানি 'ধামানি' দ্যুপ্রভৃতিষু অবস্থিতানি তেজাংসি 'হবিষা' চরুপুরোডাশাদিনা 'যজন্তি' যজমানাঃ পূজয়ন্তি 'তা' 'তে' 'বিশ্বা' ত্বদীয়ানি তানি সর্ব্বাণি ধামানি 'যজ্ঞং' অস্মদীয়ং অধ্বরং 'পরিভূঃ' 'অস্তু' পরিতঃ ভাবয়িতৃণি পরিতঃ প্রাপ্তানি সন্তু। তাদৃশৈঃ ধামভিঃ উপেতঃ ত্বং 'দুর্য্যান' প্রাচীন বংশাদিলক্ষণানস্মদীয়ান গৃহান গৃহা বৈ দুর্য্যা ইতিশ্রুতেঃ। 'প্রচর' প্রকর্ষেণ গচ্ছ। কীদৃশঃ ত্বং 'গয়স্ফানঃ' গয়স্য গৃহস্য ধনস্য বা বর্দ্ধয়িতা। 'প্রতরণঃ' প্রকর্ষেণ দুরিতাত্তারয়িতা 'সুবীরঃ' শোভনৈঃ বীরৈঃ পুরুষৈঃ উপেতঃ 'অবীরহা' বীর্য্যাৎজায়ন্তে ইতি বীরাঃ পুত্রাঃ তেষাং অহন্তা।

১৯। হে সোম! তুমি সমৃদ্ধি-বর্দ্ধক দুষ্কৃতোত্তারক বীরপুরুষোপেত ও পুত্র প্রতিপালক। যজমানেরা তোমার যে সমস্ত তেজ হবি দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন তোমার সেই সমস্ত তেজ আমাদিগের যজ্ঞকে প্রাপ্ত হউক। তুমি আমাদিগের গৃহে বিচরণ কর।

১০৬৭

২০। সোমো ধেনুং সোমো অর্বন্তমাশুং সোমো বীরং কর্ম্মণ্যং দদাতি। সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং পিতৃশ্রবণং যো দদাশদস্মৈ। ১। ৬। ১২।

২০। 'যঃ' যজমানঃ 'দদাশৎ' সোমায় হবির্লক্ষণানি অন্নানি দদ্যাৎ তস্মৈ যজমানায় 'সোমঃ' 'ধেনুং' নবৎসাং দোগ্ধ্রীং গাং 'দদাতি' তথা 'আশুং' শীঘ্রগামিনং 'অর্বন্তং' অশ্বংদদাতি প্রযচ্ছতি। তথা 'বীরং' পুত্রং 'অস্মৈ' যজমানায় দদাতি। কীদৃশং পুত্রং 'কর্ম্মণ্যং' লৌকিক কর্ম্মসু কুশলং 'সাদন্যং' সদনং গৃহং তদর্হং। গৃহকার্য্য কুশলমিত্যর্থঃ। ''বিদথ্যং' বিদথ্যেষু দেবানিতি বিদথাঃ যজ্ঞাঃ তদর্হং দর্শ পৌর্ণমাসাদিযাগানুষ্ঠানপর-

মিত্যর্থঃ। 'সন্তেষং' সত্তাবাং সাধুং সকলশাস্ত্রাভিজ্ঞ-মিত্যর্থঃ। 'পিতৃশ্রবণং' পিতা শ্রূয়তে প্রখ্যাযতে যেন পুত্রেণ তাদৃশং। ১। ৬। ১২।

২০। যে যজমান সোমকে অন্ন প্রদান করিবেন, সোম তাঁহাকে শীঘ্রগামী অশ্ব ধেনু এবং কর্ম্মঠ গৃহ-কার্য্য-পটু যাজ্ঞিক সুপণ্ডিত ও যাঁহা দ্বারা পিতার নাম উজ্জ্বল হয় এই রূপ পুত্র প্রদান করিয়া থাকেন।১।৬।১২।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৯ পৌষ ১৭৮৯ শক।

(নূতন সমাজ-গৃহ প্রবেশ কালে শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।)

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম, ১ খ, ৬ অ, ১ শ্লো।

একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর।

যদি মন্যসে সুবেদেতি, দভ্রমেবাপি নূনং, ত্বং বেথ ব্রহ্মণোরূপং। ঐ, ৪ অ, ৫ শ্লো।

যদি এমন মনে কর যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।

অদ্য আমরা এখানে কি নিমিত্ত সমাগত হইয়াছি? জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য সাধন আমাদের অদ্যকার লক্ষ্য, আমরা কোন্ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে যদি আমরা মনে করি যে একটী নূতন সমাজ-গৃহে প্রবেশই এই সমারোহের এক মাত্র কারণ, কেবল বাহ্য আড়ম্বরই ইহার উদ্দেশ্য, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব যে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের উদ্দেশ্য এত হীন নহে, তাহা অতি মহান্—আমাদের আনন্দ জড় জগতে আবদ্ধ নহে, ইহার আকর পৃথিবীতে নাই। আমাদের আনন্দ সর্ব্বতোভাবে আধ্যাত্মিক, ইহার মূল সেই পরম আনন্দে নিহিত রহিয়াছে। আমরা আমাদের পরম পিতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতার উপাসনার নিমিত্ত এখানে সমাগত হইয়াছি,আমাদের উপাসনা বাহ্য উপাসনা নহে। আমাদের ঈশ্বর কেবল বহির্জ্জগতের দ্বারা প্রকাশিত হন না। ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা-বিদ্যুতোভান্তি" "সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ-সকলও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; আত্মাই তাঁহাকে কেবল প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। তিনি কেবল আমাদের অন্তরাত্মাতেই বিরাজ করেন, এবং আন্তরিক পূর্ণ প্রীতির দ্বারাই তাঁহার পূজা সম্পন্ন হয়। গত বৎসর এই ৯ ই পৌষ দিবসে এই পবিত্র সমাজ মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, অদ্য তাহাকে সম্পূর্ণ দেখিতেছি, কিন্তু কেবল ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না। এই সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ আমাদের আত্মাতে প্রবেশ করিয়াছে কি না এবং তাহা এই কালের মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে ঈশ্বর-পূজার মন্দির সংস্থাপিত করিয়াছে, কি না? যেমন সদ্য-প্রকাশিত সূর্য্য-কিরণ এই সমাজ মন্দিরকে আলোকিত করিয়াছে, এবং পৃথিবীর তাবৎ পদার্থকে নূতন জীবন প্রদান করিয়াছে, এবং মৃত্তিকার ক্লেদ সমুদায়কে দূর করিতেছে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল-জ্যোতি আমাদের আত্মাকে সেই রূপ আলোকময় করিয়াছে কি না, ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ হইয়া আমরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি কি না, এবং আত্মার পাপ-মলা-সমুদায় পরিষ্কৃত এবং পরস্পর বিদ্বেষ ভাব দুরীকৃত হইতেছে কি না? যখন এই সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষ-জনক উত্তর প্রদানে সমর্থ হইব, যখন আমাদের পরম পিতা

আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে অনুক্ষণ বিরাজ করিবেন, যখন কেবল ভূমা ঈশ্বরকে আত্মাতে ধারণ করিব, যখন সরল-হৃদয়ে সেই বিশ্বপাতার নিকট বলিতে পারিব যে "জেনেছি জেনেছি প্রভু, ছাড়িব না আর কভু, তোমার পূজন বিনা পূজিব না অন্যে আর" যখন সেই পরম পিতার পুত্র বলিয়া তাঁহার পূজার জন্য সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে সম্মিলিত হইব, এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিব, তখন জানিব যে এই সমাজ-মন্দির সংস্থাপনের ফল উপলব্ধ হইতেছে।

আমাদের অদ্যকার মহোৎসবের উদ্দেশ্য এবম্প্রকার মহান্; এতদ্দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করাই আমাদের লক্ষ্য; আত্মাকে উন্নত করিয়া তাহাকে ঈশ্বর-ভাবে পূর্ণ করা, এবং পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ দেশ বিদেশে বিকীর্ণ করাই আমাদের কার্য্য। যে দিন অবধি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন অবধিই পরিবার-মধ্যে, জন সমাজে, কি স্বদেশে কি বিদেশে সেই পবিত্র ধর্ম্মের বিমল সত্য সকল প্রচারিত করিবার গুরু ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। "প্রতি ব্রাহ্মই এক এক জন ধর্ম্মপ্রচারক" আমরা সেই গুরু ভার কি রূপে বহন করিতে পারি, কোন্ উপায় দ্বারা আমরা প্রচার কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি? পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিবার মধ্যে প্রচার করা, আত্মীয়গণের আত্মাকে ধর্ম্মজ্যোতিতে আলোকিত করা আমাদের কতক দুর সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু সেই ধর্ম্ম দেশ বিদেশ প্রচার আমাদের দ্বারা কি রূপে হইতে পারে? এই সমাজ মন্দিরই তাহার এক প্রধান উপায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন আমার ধর্ম্ম, আমার পরিবারের ধর্ম্ম, সেই রূপ তাহা দেশীয় সকলের এবং সকল পরিবারের ধর্ম্ম কি রূপে হইবে? তাহা কেবল এই সমাজ মন্দিরের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। আমি যেমন সেই পরম পিতার সন্তান, সকলেই তাঁহার সেই রূপ সন্তান, পিতার সকল সন্তানে কি রূপে ভ্রাতৃ-ভাবে সম্মিলিত হইতে পারে? কোথায় সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া পিতার শরণাপন্ন হইতে পারে? কেবল এই সমাজ মন্দিরে।

এতদঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং তাহার সুশীতল ছায়ায় সকলের সন্তাপিত আত্মাকে শীতল করা এবং পিতার সকল সন্তানে একত্রিত হইয়া তাঁহার আরাধনা করাই এই সমাজ-মন্দির সংস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক যে সেই উদ্দেশ্য এই সমাজ-মন্দির দ্বারা কি রূপে সংসিদ্ধ হইতে পারে। আমরা দুই কারণে এই সমাজ-মন্দিরে নিয়মিত রূপে সমাগত হই। প্রথমতঃ ঈশ্বরের আরাধনা; দ্বিতীয়ত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ।

ঈশ্বরের আরাধনাই ঈশ্বর-জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়, "যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে"। যদিও এ রূপ উপাসনা অনেকে নিভৃতে উত্তম রূপে সম্পাদন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সাংসারিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে তাহা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে; এবং কেবল মাত্র ঐ রূপ আরাধনার দ্বারা উপাসনার সমুদায় অঙ্গ সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে আমাদিগকে যে প্রকারে আবদ্ধ থাকিতে হয়, সংসারে আমাদিগের মন যে রূপ নিবিষ্ট থাকে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে অবসর না পাইলে মন ক্ষণকালের নিমিত্তও সংসারের মোহপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এই সমাজ না থাকিলে এমন কিছুই থাকে না যাহা আমাদিগকে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি

ধাবমান করাইতে পারে, এমন কিছুই থাকে না যাহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগকে গম্ভীর স্বরে বলিতে পারে যে “হে মূঢ় নর! তুমি যে সংসারের দাস হইয়া কেবল তাহারই মায়ায় মুগ্ধ রহিয়াছ, সেই কি তোমার জীবনের লক্ষ্য, তোমার যে এক মহান্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহা কি রূপে সংসিদ্ধ হইবে, ক্ষণ-বিধ্বংসী বিষয়ের জন্য এত যত্ন করিতেছ, চিরন্তন ধন লাভের কি উপায় করিলে?” যখন পৃথিবীস্থ অধিক সংখ্যক মনুষ্যের জন্যই এই রূপ উদ্বোধন আবশ্যক, যখন অধিকাংশ লোককেই কর্ত্তব্য-বিমূঢ় দেখা যায়, যখন অধিকাংশেরই অবস্থানুসারে অপরিণামদর্শিতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তখন এ রূপ সমাজের আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যে কেবল এই এক মাত্র প্রয়োজন তাহা নহে, ইহার আরও এক উচ্চতর কার্য্য আছে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, কেবল মাত্র নিভৃত আরাধনার দ্বারা উপাসনার সমুদায় অঙ্গ-সৌষ্ঠব হয় না। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। যদি কেবল নিজে ঈশ্বরকে জানিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম, যদি পিতার সকল সন্তান মধ্যে তাঁহার জ্ঞান প্রচার করিতে সচেষ্ট না হইলাম, যদি শাশ্বত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে কেবল আপন আত্মার মধ্যেই বদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিলাম, যদি কিঞ্চিন্মাত্র স্বার্থ-নিরপেক্ষ হইয়া সকল ভ্রাতায় মিলে পিতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত না হইলাম, পিতার করুণা সকল-ভ্রাতায় সমান রূপে উপভোগ করিব এই স্বর্গীয় ভাব দ্বারা যদি আত্মা উত্তেজিত না হইল, তাহা হইলে আমার দ্বারা আর ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কি রূপে সাধন হইল? সুতরাং কেবল নির্জ্জনে উপাসনা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইল না। আমরা এরূপ মনে করিতে পারি যে এতদ্দ্বারা কেবল এই দেখা যায় যে, কেবল যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার অন্য অবসর প্রাপ্ত হন না, এবং যাঁহারা সেই শিক্ষা প্রদানে ক্ষমবান্ কেবল তাঁহাদের পক্ষেই সামাজিক উপাসনা আবশ্যক তাহা নহে, আমাদের সকলেরই আত্মাতে যেন এই সত্য দৃঢ় নিবদ্ধ থাকে যে, সদুপদেশ দ্বারা যে কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, সাধু দৃষ্টান্ত তদপেক্ষা শত গুণে উত্তম শিক্ষা দেয়। এই সমাজে যিনি বেদীর কার্য্য করেন, তিনি কেবল ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু যেমন জড় জগতে এক পদার্থ অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করে, সেই রূপ তাঁহার আন্তরিক প্রীতি সকলের প্রীতিকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে, তাঁহার উপাসনার ভাব সকলের আত্মাকে উপাসনার ভাবে পরিপূরিত করে; এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মও এই সমাজ মন্দিরে নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা সকলের চিত্তে উপাসনার ভাব এবং সমাজের জন্য ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা উত্তেজিত করেন। যদি জ্ঞানশালী ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা সমাজে উপস্থিত না হয়েন, যদি প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই সমাজের উন্নতি সাধনের জন্য যত্নবান্ না হন, তাহা হইলে দেশস্থ অপর সকলে কাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া এই সমাজে উপস্থিত হইবে, কাহার নিকট হইতে উপাসনার ভাব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা শিক্ষা করিবে, কাহাকে অবলম্বন করিয়া জানিবে যে যেমন শরীর রক্ষার্থ অন্ন পান প্রয়োজনীয় আমাদের প্রিয়তম ধর্ম্ম রক্ষার্থ এই সমাজে আগমন তদপেক্ষা অধিকতর আবশ্যক। অতএব যেন আমরা কখন এ কথা

মনে না করি যে আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছেন, যাঁহার পক্ষে এই সমাজ নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কেবল এই দুই কারণের দ্বারাও সামাজিক উপাসনার সমুদায় ফল দর্শিত হইল না। তাহার আর একটী প্রধানতম প্রয়োজন এই যে পরমেশ্বর কেবল আমার পিতা নহেন, তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, তিনি যেমন আমার পিতা তেমনি তিনি সাধু, অসাধু, পাপী, তাপী, ধনী, নির্দ্ধন, জ্ঞানী, অজ্ঞান সকলেরই পিতা—বিশ্ব বিধাতা। পরমাত্মার এই পিতৃ ভাব আমরা কোথায় সমস্ত হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতে পারি; কোন্ স্থানে আমাদের ভ্রাতৃ-ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পায়? সাংসারিক কোন কার্য্যেই নহে; সংসার আমাদের সকলকে পরস্পর পৃথক করিতেছে, আমরা সংসারের মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তির অনুগামী হইয়া আমাদের ভ্রাতৃ-ভাবকে মন হইতে এক কালে তিরোহিত করিতেছি। যখন পরম পিতার সম্মুখে উপস্থিত হই, যেখানে পরাৎপর জগৎপাতা সকলের প্রতি প্রসন্নবদনে করুণাপূর্ণ-লোচনে দৃষ্টি করেন, যেখানে সাংসারিক কোন প্রকার মান, মর্য্যাদা স্থান পায় না, যখন পিতা সকল-সন্তানকে একই ভাবে গ্রহণ করেন, সেই কেবল একমাত্র সময় যখন আমরা সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে সম্মিলিত হইয়া এক ধর্ম্ম-গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ হইতে পারি। সেই কেবল এক মাত্র সময় যখন আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিতে পারি, তখনই কেবল ধন-মদে বা পার্থিব মর্য্যাদায় মত্ত ব্যক্তি জানিতে পারেন যে সে মর্য্যাদায় বা ধনের প্রকৃত গৌরব কিছুই নাই, এবং দীন সাধুও সেই সময় বিগত-শোক হইয়া পার্থিব কোন অভাবের নিমিত্তই আপনাকে ক্লিষ্ট বোধ করেন না, সকলেই এই শিক্ষা পান যে পরম পিতার সন্নিধানে সকলেই সমান, সেখানে কেবল ধর্ম্মই আমাদের এক মাত্র সম্বল, কেবল ধর্ম্ম বলেই আমাদের ইতর বিশেষ হইবে। ঈশ্বর-রাজ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য হইতে চাহেন, তাঁহাকে কাজেই ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ এবং পবিত্রতা ও সাধুচারিতায় শ্রেষ্ঠ হইতে হইবে। এবম্প্রকারে যে রূপেইচ্ছা দৃষ্টি করি না কেন এই সমাজ মন্দিরের উপযোগিতা এবং আবশ্যকতা স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে।

উপাসনা ভিন্ন, ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্তি আমাদের এই সমাজ মন্দিরে সমাগত হওয়ার অন্যতর কারণ। যে উপদেশ দ্বারা আমরা সাধু এবং সচ্চরিত্র হইতে পারি, যাহার দ্বারা আমাদিগের আত্মাকে উন্নত এবং আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই, তাহার আবশ্যকতা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এমন কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন যে ঈশ্বর-বিষয়ে আমার আর উপদেশের প্রয়োজন নাই; কেন না আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি যে "যদি এমন মনে কর, যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দর রূপে জানিয়াছি, তবে নিশ্চয় তুমি ব্রহ্মের স্বরূপ অতি অল্পই জানিয়াছ।" ধর্ম্ম বিষয়ে, ঈশ্বর বিষয়ে যিনিই ইচ্ছা উপদেশ দিন না কেন তাহাতেই আমরা অবশ্য কিছু না কিছু ফল প্রাপ্ত হইতে পারি। কেবল দিন গেল শব্দেও আমাদের বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে পারে। ঈশ্বর ভাবে আত্মাকে উন্নত করিয়া যিনি এখানে উপস্থিত হয়েন, তিনি কখনই শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইবেন না। সেই করুণাময়ের প্রসাদে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিব। এখানকার উপদেশে যদি আর কিছুও না হয়, তথাচ ঈশ্বর-ভাবে আত্মা পূর্ণ হইয়া ক্ষণ কালের জন্যও যে

গাম্ভীর্য্য প্রাপ্ত হয়, তাহারও ফল সামান্য নহে, এবং এক দিবসে যদিও আমরা তাহার সম্পূর্ণ ফল উপলব্ধি না করি, তাহা হইলেও পুত্তিকদিগের বল্মীক প্রস্তুতের ন্যায় আমরা ক্রমে ক্রমে যে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হইব সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

ভ্রাতৃগণ! সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতার পক্ষে যে সমস্ত কারণ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা এই সমাজ মন্দিরের প্রয়োজন স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত কারণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াও যদ্যপি আমরা কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাই, যে এই সমাজ মন্দির আমাদের যার পর নাই প্রয়োজনীয়। সকল ভ্রাতায় একত্রে পিতার সমীপে উপনীত হইবার ইচ্ছা যে আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, তাহা আমরা স্বীয় অন্তরাত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারি। আমরা যেমন সাংসারিক কোন বিষয়ে উভয়ের এক উদ্দেশ্য থাকিলে, উভয়ে সমযোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করি, সে বিষয়ে আমাদের যেমন সহানুভাবকতার আবশ্যক হয়, ঈশ্বর বিষয়েও সেই রূপ। যদ্যপি আমরা দুই জনে এক তরণীতে সমুদ্র-মধ্যে থাকি এবং সেই সময়ে ঝড় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের কি মনে একত্রে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য এক ব্যাকুলতা হয় না, উভয়েই কি এক বাক্যে পিতার সাহায্য প্রার্থনা করেন না? আবার পৃথিবীস্থ সকল জাতি সকল ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যেই এক প্রকাশ্য সামাজিক উপাসনার নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যেন বিশ্বনিয়ন্তা সকল সন্তানের নিকট হইতেই পূজা গ্রহণের নিমিত্ত সকলেরই মনে এই এক বলবতী ইচ্ছা, সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা-পক্ষে এক সার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। তবে আমাদিগের এই প্রকৃতিগত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমরা কি নিমিত্ত কার্য্য করিব? ভ্রাতৃগণ! যখন মনে করিবে আমরা সকলে যাঁহার পুত্র, যিনি আমাদের জীবনের উৎস, এবং আমাদের তাবৎ কাম্য বস্তুর বিধাতা, যিনি সকলের আধার এবং প্রভূত সুখশালিনী এই পৃথিবীকে আমাদের সকলেরই বাসোপযোগী করিয়াছেন, এবং যিনি আমাদিগের সকলের পাপের মোচয়িতা, এক মাত্র মুক্তিদাতা পরব্রহ্ম, তাঁহার বিষয় কি কেবল নিভৃতে চিন্তা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি? যিনি আমাদিগের সকলেরই পক্ষে এক, তাঁহাকে সকলে মিলে আরাধনা করিবার জন্য এক প্রবল ইচ্ছা মনে হয় কি না? কেবল সেই স্বভাব-সিদ্ধ আমাদিগের প্রকৃতির সহিত গূঢ় ভাবে মিলিত-বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে গেলেই এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা স্বতঃ উপলব্ধ হইবে। আমাদের প্রকৃতির অপর এক ধর্ম্ম এই যে আমরা সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিতে পারি না। সেই কারণেও আমরা ঈশ্বর প্রাপ্তি বিষয়ে ধর্ম্মবলে আত্মাকে বলীয়ান্ করিবার জন্য অনেক সময়ে পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ হই; এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজ সেই সাহায্যের স্থান।

ভ্রাতৃগণ! এবম্বিধ বিবিধ ফল-দায়ক সমাজ মন্দিরের ভার অদ্য হইতে আমাদের হস্তে পতিত হইতেছে। আমরা যেন ইহার অসদ্ব্যবহার না করি। আমরা সকল সময়েই যেন শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে এবং প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া সকল হৃদয়ের সহিত আমাদের মুক্তি দাতা, পরম পিতা পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক,

অতএব যেন দীন ভাবে আমরা এখানে আসিয়া তাঁহার প্রসাদে তাঁহাকে পাইবার চেষ্টা করি, যেন অন্য প্রকার হীন উদ্দেশ্য আমাদের না থাকে। যেমন এই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজ হইতে আমরা পরাৎপর পরমাত্মার উদ্দেশে স্তুতিবাদ করি, সেই রূপ যেন ইহা আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে যে এই বোয়ালিয়া নগরে, ক্রমে রাজসাহির সমুদয় প্রদেশে, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয়, তজ্জন্য আমাদের দৃঢ় যত্ন থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের যত্নের ত্রুটি না থাকিলে করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন। ভ্রাতৃগণ! যখন ঈশ্বর আমাদিগের সহায় এবং ধর্ম্ম আমাদিগের উদ্দেশ্য, তখন কোন মতে নিরুৎসাহ হইবেন না, সমুদায় আত্মার সহিত পরমাত্মার প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকুন এবং অপরাজিত চিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকাম হইয়া দেশ বিদেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করুন এবং আপনার আত্মাকে ধর্ম্ম ভাবে এবং ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূরিত করিয়া অনুকরণোপযোগী সাধুচরিত্রের জীবন্ত স্তম্ভ-স্বরূপ দণ্ডায়মান থাকুন। করুণাময়! সাহায্য বিতরণ কর; আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার মঙ্গল ভাবে পরিপূরিত কর, যাহাতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল আমাদের আত্মাতে দৃঢ় রূপে নিবদ্ধ থাকে। এবং এই সমাজ মন্দির যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ কল্প বৃক্ষের কাণ্ড স্বরূপ হইয়া তাহার শাখা প্রশাখা দেশ বিদেশ বিকীর্ণ করত সকলকে শান্তি চ্ছায়া প্রদান করে। এবং সুমধুর ফল দ্বারা দিন দিন সকল আত্মাকে পরিতৃপ্ত এবং উন্নত করিতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মৃত্যু।

"মৃত্যোর্মামৃতং গময়।"

জন্ম হইলেই মৃত্যু হয় ইহা একটা সাধারণ সংস্কার। কিন্তু বালকেরা যে রূপ অন্ধকারে যাইতে ভয় পায়, মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনুষ্যদিগের সেই রূপ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কুসংস্কার ও কল্পিত বর্ণনা শ্রবণ দ্বারা এই ভয় আরও দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই মৃত্যুভয় আত্মার ক্ষীণতার পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু অনেক স্থলে ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই রূপ দুর্ব্বলতা উত্তেজিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা কহিয়াছেন যখন আমাদের সামান্য একটি অঙ্গে অল্প মাত্র বেদনা হইলে অস্থির হইতে হয়; তখন সমুদায় শরীর বিকৃত ও বিনষ্ট হইবার সময় কি দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। কিন্তু যদি যথার্থ বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই অনুভূত হইবে যে, অনেক সময় একটী অঙ্গে পীড়া হইলে যত ক্লেশ হয়, শত মৃত্যুতেও তত ক্লেশ হয় না। এক ব্যক্তি কহিয়াছেন, মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যুর আড়ম্বর অধিকতর ভয়ানক। বস্তুতঃ মুমূর্ষু অবস্থার কদাকার মূর্ত্তি, আত্মীয় বন্ধুগণের হাহাকার ও অশ্রুপাত এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ভয়ঙ্কর ব্যাপার সকল মৃত্যুকে শতগুণ ভীষণ করিয়া তুলে। প্রকৃত ভাবে দেখিলে মনুষ্যের মনের অতি সামান্য প্রবৃত্তিও মৃত্যু-ভয়কে তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে। বৈর-নির্যাতন প্রবৃত্তি মৃত্যুকে লক্ষ্যই করে না; মানস্পৃহা ইহাকে আলিঙ্গন করিতে ধাবমান হয়; শোক ইহার আশ্রয় লয়; ভয় পূর্ব্ব হইতে ইহাকে আহ্বান করে; আরও আমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি যে, এক সময় কোন সম্রাট্ আত্মহত্যা করিলে তাঁহার অনেক প্রজা প্রভু-বিয়োগ দুঃখ সহ্য করিতে না

পরিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল! সাহস বা দুঃখানুরোধেই লোকে যে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করে এমত নহে, কিন্তু অনেক সময় সংসারের কার্য্য ভার বহনে বিরক্ত হইয়াও লোকে আত্ম বিনাশ সাধন করে। অতএব সামান্যতঃ মৃত্যুকে যে রূপ বলবান্ ও ভয়ঙ্কর মনে করা যায়, বস্তুতঃ ইহা সে রূপ নয়। ধর্ম্মশূরদিগের দৃষ্টান্তে এই সত্য আরও দৃঢ়তর সপ্রমাণ হইতেছে। তাঁহাদের মধ্যে কত শত ব্যক্তি জীবন্ত চিতানলে ভস্মসাৎ হইয়াছেন; কত শত ব্যক্তি সর্ব্বশরীর হইতে শোণিত নিঃস্রাবণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কঠোর নিষ্ঠুর হৃদয় হইতে মৃত্যু-যন্ত্রণা প্রদানের যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, সে সকলই তাঁহাদিগের উপরে প্রয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা মৃত্যুর প্রতি উপহাস করিতে করিতেই যেন পরলোক যাত্রা করিয়াছেন।

যত চিন্তা করা যায়, মৃত্যু ততই সামান্য ও লঘু বিপদ্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি জীবন নাশের নাম মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কাল প্রতি মুহূর্ত্তেই তো আমাদের জীবন হরণ করিতেছে, প্রতি দিন আমাদের মৃত্যু হইতেছে এবং যত কাল আমরা ভূমণ্ডলে থাকিব, মৃত্যু আমাদের অনুসঙ্গী হইয়া আমাদের উপর আধিপত্য করিতে থাকিবে। এই যে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত আমাদের বলিতেছি, আবার এই সেই মুহূর্ত্ত মৃত্যুর গ্রাসে পড়িল। এক সময়ে আমাদের পরিমিত জীবনের পর্য্যবসান হইবে এবং মৃত্যু যেমন ভূলোক হইতে অনেককে অপসারিত করিয়া আমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিয়াছে, সেই রূপ আমাদিগকে অপসারিত করিয়া নূতন জীবগণের উপযোগী বাস সজ্জা করিবে।

অজ্ঞান লোকে মৃত্যুকে আধি, ব্যাধি, বিপদ ও যাবতীয় অমঙ্গলের নামান্তর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যদি এই সকল অশুভ ঘটনা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে সকল তো প্রতিদিনই ঘটিতেছে, তাহাদের সহিত আমরা বিলক্ষণ পরিচিত, সুতরাং প্রতিদিনই আমরা মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। এক এক সময় এ রূপ ঘোর বিপত্তি আসিয়া পেষণ করিতে থাকে যে তাহাতে লোকে মরণকে অপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর বলিয়া আহ্বান করিতে থাকে। অতএব মৃত্যুতে আর অধিক অমঙ্গলের আশঙ্কা কি?

মৃত্যু যদিও এ রূপ সামান্য ও লঘু এবং যদিও প্রবৃত্তি বিশেষের প্রবল উত্তেজনায় ইহাকে অনায়াসে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারা যায়, কিন্তু তথাপি অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিকেও সচরাচর মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইতে দেখা যায়। মৃত্যু সামান্য পরিবর্ত্তন নহে। যে শরীর লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি এবং চিরজীবন যাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়া আসিলাম, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, আত্মীয় বন্ধু পরিজনের সহিত চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় লইতে হইবে, বহু-আয়াসলব্ধ ধন, মান, প্রভুত্ব ও সাংসারিক তাবৎ সুখ এক কালে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এ সমস্ত সামান্য পরিবর্ত্তন নহে, আমাদের শরীর, আমাদের কামনা সকল কি এ দারুণ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে? এই কারণে মৃত্যুতে ক্লেশ উপস্থিত হয়। মৃত্যু নিজে যত ভয়ানক না হউক, এই পরিবর্ত্তন ভাবনাতেই প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। মৃত্যুকে সুশাণিত খড়্গের ন্যায় মস্তকোপরি সূক্ষ্ম সূত্রে দোলায়মান বোধ হয়।

মনুষ্যের মৃত্যুতে যে পরিমাণে অনিচ্ছা, অমরত্ব লাভের জন্য সেই পরিমাণে প্রবল স্পৃহা। পূর্ব্বকালে মানবগণ অমরত্ব লাভের

জন্য কত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, কত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অমরত্ব লাভের ঔষধ অন্বেষণ করিয়াছেন, অদ্যাপি যদি কোন উপায়ে মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহাতেই বা কাহার অরুচি? কিন্তু অমরত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত যাগ যজ্ঞ তপস্যার আবশ্যকতা নাই, মৃত্যুকে ভয় করিবারও প্রয়োজন নাই। যদি মৃত্যুর যথার্থ ভাব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাতেই আপনাদের অমরত্বের অধিকার দেখিতে পাই। এই দেহের সহিত আমাদের জীবনের পরিমাণ নহে এবং মৃত্যু হইলে আমাদের সমুদায় শেষ হইবে না। এ দেহে চিরকাল জীবন থাকিলে আমাদের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিত না। এ দেহ প্রতিক্ষণে বিকল হইতেছে; ইহা রোগ, শোক ও জরার আয়তন; ইহা কত প্রকারে আত্মার স্বাভাবিক বল ও তেজের হানি করিতেছে এবং ইহা সংসার হইতে কত প্রকার দুঃখ ও বিপদ্ আনয়ন করিয়া আত্মাকে মলিন, ও ব্যথিত করিয়া থাকে। অতএব মৃত্যু যে এ দেহকে ভগ্ন করিয়া আত্মাকে উন্মুক্ত করিয়া দেয় সে আমাদেরই সৌভাগ্য।

এই দেহ এই সংসার হইতে যদিও আত্মা অশেষ উন্নতি লাভ করে, কিন্তু ইহাতে চিরকাল বদ্ধ হইয়া থাকিলে আত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যেমন নব-প্ররূঢ় বৃক্ষ সকল যতদিন সবল না হয়, ততদিন পাত্র বিশেষে স্থাপিত ও বৃতি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু পরে সে পাত্র ও বৃতি অপসারিত করিয়া দিলেও তাহার উন্নতি হইতে থাকে; সেই রূপ আত্মা শরীর ও সংসার হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত জীবন লাভ করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত প্রসারিত ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

অতএব মৃত্যু কেবল মর্ত্ত্য জীবনের সীমা মাত্র, তাহার পরেই অমরত্ব ও অনন্ত জীবন। কিন্তু এই মর্ত্ত্য জীবনে ও সেই অমৃত জীবনে যোগস্থাপন না হইলে আমরা মৃত্যু-ভয় ও মৃত্যু-যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে পারি না। ধর্ম্ম সেই যোগস্থাপনের এক মাত্র উপায়। ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা সংসারের অনিত্যতা, শরীরের সহিত আত্মার অচির সম্বন্ধ এবং ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ বুঝিতে পারি। ধর্ম্মই আমাদিগকে বিষয়-বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরানুরাগ শিক্ষা দেয়। আমরা ধর্ম্মের সাহায্যে জীবনকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে শিখি এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া তাঁহাতেই জীবিতবান্ থাকি এবং তাঁহার কৃপায় পবিত্র হইয়া তাঁহার আনন্দময় সন্নিকর্ষ লাভ করিতে থাকি।

যাহারা বিষয়ে আসক্ত, তাহারা এই সংসারে শৃঙ্খল-বদ্ধ। তাহাদের শৃঙ্খল স্বর্ণ-নির্ম্মিত বলিয়া কি তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ বলিব? সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, তাহাদিগকে জীবিত বলা যায় না, তাহারা সম্পূর্ণ মৃত। তাহাদের শরীরের গতি শক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের আত্মা অসাড়; তাহাদের অন্তরস্থ সদ্বুদ্ধি নিদ্রিত আছে অথবা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যাহারা সংসার-সম্পদে মত্ত, তাহাদের দশা এই রূপ শোচনীয়। এক জন সুলেখক কহিয়াছেন যে নরকে সামান্য ব্যক্তি ও রাজাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও প্রবলতর অশ্রুধারা বিসর্জ্জন এই চিহ্ন দ্বারা শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের পরিচয় পাওয়া যায়। এ রূপ কল্পনার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। ধন মদে মত্ত ঘোর বিষয়ীদিগের সুখ সম্পদ্, মান সম্ভ্রম, আশা ভরসা এই সংসারেই বদ্ধ, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক এ সংসার পরিত্যাগ করিতে চান না, সুতরাং

পরলোক-চিন্তায় তাঁহাদের যন্ত্রণা ও আক্ষেপ যে দ্বিগুণতর হইবে তাহা কে না অনুভব করিতে পারে? সংসারের প্রতি এই রূপ মায়ামোহই যথার্থ মৃত্যুর অবস্থা, যখন অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরই আমাদের এক মাত্র প্রার্থনীয় হন, তখনই আমরা অমৃতের অধিকারী হই।

স্বর্গস্থ দেবগণকে আমরা অমর বলিয়া বর্ণন করি। প্রকৃত স্বর্গে অনিত্যতার ভাব নাই, সেখানে নিত্য সুখ, নিত্য শান্তি ও নিত্য আনন্দ বিরাজ করিতেছে। আমরা সেই স্বর্গের অধিবাসী হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিব।

হে নিত্য সত্য অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া যে অমৃতলাভে আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছ, সেই অমৃত আমাদিগকে এখানে পরিবেশন কর। আমরা পাপে, তাপে, মোহে জর্জ্জরিত হইয়া অহরহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; আমাদের আত্মা শান্তি হারা হইয়া বিষয়-কাননে অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, আমরা তোমাকে দেখিতে পাই না—সংসারের গরলরাশি পান করিয়া অচেতন ও হত-জীবন হইয়া পড়ি। যদি এখান হইতে তোমার সহিত দৃঢ়-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে পারি, যদি এখান হইতে তোমারই পবিত্র চরণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে কিসের মৃত্যু ভয়, কিসের মৃত্যু যন্ত্রণা! নাথ! সমুদয় জগতের উপরে তোমার শান্তি ও অমৃত বর্ষণ কর।

সংস্কৃত সাহিত্য।

২৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠার পর।

কেহ কেহ কহিতে পারেন যে শ্রুতি দ্বারা যখন স্মৃতির উপযোগিতা পরিহৃত হইতেছে, তখন স্মৃতির আর আবশ্যকতা কি? যাহা কুত্রাপি নাই কোন গ্রন্থে তাহা থাকিলে সেই গ্রন্থকে সম্পূর্ণ একটি নূতন সৃষ্টি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই বাক্যের প্রত্যুত্তর স্থলে এই রূপ বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্মৃতিতে শ্রুতিবাক্যের অনুবাদ আছে যথার্থ কিন্তু ইহাতে বিশেষ এই যে বেদের শাখোক্ত বিষয় সকল অন্য শাস্ত্রে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, স্মৃতি সেই গুলির অর্থবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে। ইহা দ্বারা এই ফল হইতেছে যে বেদোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড ইহা দ্বারা বিলক্ষণ সুগম হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ এরূপও কহিতে পারেন যে তুমি যে কারণে স্মৃতি শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছ, কল্পসূত্রে তাহার অভাব নাই, সুতরাং কল্প সূত্র সকল থাকিতে স্মৃতি শাস্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। এ প্রকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। শাস্ত্রে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত এই দুই প্রকার কার্য্যের বিধি দিয়া থাকে। যাহা শ্রুতি দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইতেছে তাহা শ্রৌত কার্য্য। দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি ইহার মধ্যে পরিগণিত। শ্রৌত কার্য্যসকল বেদ-মূলক, এবং যাহা স্মৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা স্মার্ত্ত কার্য্য। বেদের যে সমস্ত শাখা গুপ্ত রহিয়াছে এবং যে সকল শাখার অস্তিত্ব কেবল অনুমান দ্বারা স্থির করিতে হয়, এই স্মার্ত্ত কার্য্য সেই সমস্ত শাখা-মূলক। যদিও স্মৃতিধৃত কতকগুলি বিষয়ের সহিত কল্পসূত্রের একতা আছে, কিন্তু স্মৃতিতে এমন আরও কতকগুলি বিষয় দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহা কল্পসূত্রের কোন স্থলেই গৃহীত হয় নাই। সুতরাং এই আপত্তি দ্বারাও স্মৃতি শাস্ত্রের উপযোগিতা উপেক্ষিত হইতেছে না।

এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত যুক্তি সারগর্ভ হউক বা না হউক

ঋষিগণ শ্রুতি স্মৃতির বিভেদ ব্যবস্থাপনের নিমিত্ত কতদুর চেষ্টা করিয়া ছিলেন এবং এই বিভেদ ব্যবস্থা তাঁহাদিগের কতদুর আবশ্যক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা প্রদর্শন করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য সূত্র ও বেদাঙ্গকে স্মৃতিপ্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে গণনা করেন না। তিনি মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিকে ইহার অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন [১]। সায়নাচার্য্য যদিও সূত্র সকলকে স্মৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না, কিন্তু স্মৃতির সহিত তাহার সমানাধিকরণ-বব্যস্থা রাখিয়াছেন এবং যে শ্রুতি ইহার মূল ও যাহার সহিত ইহার একত্ব বিধান নিতান্ত দোষাবহ, সেই শ্রুতির সহিত ইহাকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। কল্পসূত্রকে তিনি শ্রুতিমুলক বলিয়া শ্রৌত গ্রন্থ নামে নির্দ্দেশ করেন। যদিও ইহার প্রতিপাদ্য শ্রুতির সহিত একই হইতেছে, কিন্তু সেই গুলি শ্রুতি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে মাত্র। এই সমস্ত প্রতিপাদ্যের যাঁহারা সংগ্রহকর্ত্তা তাঁহাদিগের নাম ঐ গ্রন্থে উজ্জ্বল রহিয়াছে, কিন্তু শ্রুতি অপৌরুষেয় বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে।

কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে এই রূপ কহিয়াছেন যে; যে সমস্ত কার্য্য বেদের অনুমোদিত কল্পসূত্রে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং কল্পসূত্র বেদমূলক এবং বেদের যে সমস্ত শাখা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে যে গুলির অস্তিত্ব কেবল অনুমান দ্বারা স্থির করিয়া লইতে হয়, স্মৃতি শাস্ত্র সেই সকল শাখা-মূলক। কল্পসূত্র ও স্মৃতি উভয়ই স্বতন্ত্র পদার্থ। কল্প সূত্রের প্রামাণ্য স্মৃতি অপেক্ষা সহজেই সংস্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং স্মৃতির প্রামাণ্য সংস্থাপন বিষয়ে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কেবল তর্কের নিমিত্তও কল্প সূত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন বিষয়ে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে না [২]। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বেদ যে রূপে প্রামাণ্য কল্প সূত্র কি সেই রূপে প্রামাণ্য, অথবা বেদ হইতে ইহার প্রামাণ্য নিরূপিত হইয়াছে? বেদের ছয়টি অঙ্গ আছে, এই জন্য ইহাকে ষড়ঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। সুতরাং এই ষড়ঙ্গের মধ্যে কল্প সূত্রকে গ্রহণ করিয়া বেদ নামে নির্দেশ করা যাইতে পারে,কিন্তু তাহা অযৌক্তিক [৩]। কারণ মষকাদি ঋষির ন্যায় কতগুলি ঋষি এই কল্প সূত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের দ্বারা বেদের শাখা সকল প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল প্রকাশকের নামেই শাখা সমুদায়ের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা এই সমস্ত সূত্রের রচয়িতা, সেই রচয়িতাদিগেরই নামে সূত্রের নাম নিরূপিত রহিয়াছে। ইহা সত্য বটে যে কল্প

১। কুমারিল কহেন বেদের ছয় অঙ্গ স্মৃতি নামে অভিহিত হয় না। ধর্ম্ম সূত্র যে ভাবে স্মৃতি নামে নির্দ্দিষ্ট হয় ইহাও সেই রূপ। স্মৃতিত্বং ত্বঙ্গানাং ধর্ম্মসূত্রানাং চাবিশিষ্টং। যদি চ স্মৃতি শব্দেন নাঙ্গানামভিধেয়তা। তথাপ্যেষাং ন শাস্ত্রত্বপ্রমাণত্বনিরাক্রিয়া। অঙ্গ ও ধর্ম্মসূত্রের স্মৃতিত্ব একই প্রকার। যদিও স্মৃতি শব্দ দ্বারা অঙ্গ সকল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না কিন্তু ইহাদিগের প্রমাণত্ব নিরাকরণ করা যাইতে পারে না।

২। অপ্রামাণ্যং স্মৃতীনাঞ্চ যদশব্দত্বযোদিতং। পূর্ব্বপক্ষে ন তৎ বক্তুং কল্পসূত্রেষু শক্যতে॥ প্রত্যক্ষ বেদশব্দত্বাৎ তদুক্তা নাপশব্দতা। মন্বত্যন্তানৃতং বক্তুং শক্যতে পূর্ব্ব পক্ষিণা॥ স্মৃতির অপ্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, কল্প সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ-কালেও তৎসমুদায় ব্যবহার করা উচিত নহে। যখন ইহাতে প্রত্যক্ষ বেদশব্দ আছে, তখন ইহার অপশব্দতা বলা সমুচিত নহে। পূর্ব্বপক্ষী তার্কিকের অতিশয় মিথ্যা প্রযোগ করা গর্হিত।

৩। বেদত্বং কল্প সূত্রাণাং নো বক্তব্যং মনাগপি। কল্প সূত্রকে কখনই বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

সূত্রের প্রণেতৃগণ ঋষি ছিলেন, সুতরাং এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, শিশু আঙ্গিরস যেমন সাম বেদের শৈশব গীতির রচয়িতা নহেন, সেই রূপ কল্প সূত্র যে সকল ঋষির নাম ধারণ করিতেছে, সেই সকল ঋষি সূত্রের প্রকাশক মাত্র, বস্তুত তাহার রচয়িতা নহেন। যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কল্পসূত্রকে বেদের তুল্য করিতে চাহেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ যাঁহারা কল্প সূত্র সকল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এক সময়ে এই সূত্র সকল ছিল না এবং মশক বৌধায়ন আপস্তম্ব আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষির ন্যায় কতগুলি ঋষি দ্বারা তৎসমুদায় এক সময়ে রচিত হইয়াছে॰।

৪। কুমারিল কহেন যে এই সমস্ত নাম বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বাচক। যাঁহাদিগের দ্বারা বেদের শাখা সকল প্রচারিত হইয়াছিল, কঠাদির ন্যায় এই সমস্ত নাম চরণ-বাচক নহে। যথাচ কঠাদি চরণৈরনাদিভিঃ প্রোচ্য মানানাং অনাদি বেদশাখানা মনাদিসমাখ্যাসম্ভবঃ নৈবং নিত্যাবস্থিত মশকাদিগোত্রচরণপ্রবচননিমিত্ত সমাখ্যোপপত্তিঃ। মশক বৌধায়নাপস্তম্বাদি শব্দা হ্যাদিমদেকপ্রব্যোপদেশিন ইতি ন তেভ্যঃ প্রকৃতিভূতেভ্যো হ স্মাদি গ্রন্থ বিষয় সমাখ্যা ব্যুৎপাদন সম্ভবঃ।

অনাদি কঠাদি চরণ দ্বারা প্রকাশিত অনাদি বেদ শাখা সকলের অনাদি নাম সম্ভব। কিন্তু মশকাদি দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা যতই কেন প্রাচীন হউক না, অনাদি নাম তাহাতে কথনই আরোপ করা যাইতে পারে না। মশক বৌধায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতি ঋষিরা আদিম অর্থাৎ ইহাঁরা এক সময়ে জন্মিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের হইতে যে গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা কথনই অনাদি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

যথৈবহি কল্প সূত্র গ্রন্থানীতরাঙ্গস্মৃতি নিবন্ধনানি চাধ্যেত্রধ্যাপয়িতারঃ স্মরন্তি তথাশ্বলায়নবৌধায়নাপস্তম্ব কাত্যায়ন প্রভৃতীন গ্রন্থকারত্বেন।

শিক্ষক ও ছাত্রেরা কেবল কল্পসূত্রে বেদাঙ্গ ও স্মৃতি শাস্ত্র সকল যে অনুশীলন করিয়া থাকেন, কুমারিল কহেন যে এই কল্পসূত্রের সকল কোন কোন অংশ বেদ হইতে এবং কোন অংশ অন্য স্থান হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তিনি বেদাঙ্গ স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতির বিষয়েও এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এক্ষণে স্মৃতির সহিত স্মৃতি প্রবন্ধ সকলের একটি বিলক্ষণ প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

তাহা নহে, তাঁহারা আশ্বলায়ন বৌধায়ন আপস্তম্ব কাত্যায়ন ও অন্যান্য ঋষিকে এই সকল গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া জানেন।

তত্র যাবদ্ধর্ম্ম মোক্ষ সম্বন্ধি তদ্বেদ প্রভবং। যত্ত্বর্থসুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহারপূর্ব্বকমিতি বিবেক্তব্যং। এষৈবেতিহাস পুরাণযোরপ্যুপদেশ বাক্যানাং গতিঃ। যে গুলি ধর্ম্ম ও মোক্ষ বিষয়ক তাহা বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং যেগুলি অর্থ ও সুখ বিষয়ক তাহা লোক ব্যবহার অনুযায়ী জানিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল বেদাঙ্গের নয় ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থেরও এই প্রকার গতি।

বাহ্বট সকলপ্রাতিসাখ্যের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন, যস্মাৎ কেবল বেদবাক্যের্নশক্যতে হ্মুষ্ঠাতুং বিক্ষিপ্তত্বাৎ বেদ বাক্যানাং গূঢ়ার্থত্বাচ্চ অতঃ কবিভিঃ আচার্য্যৈঃ বেদার্থকুশলৈ র্ব্বেদার্থেভ্যো-নিষ্কৃষ্য কর্ম্মার্থং সুখাববোধনার্থানি বিদ্যাস্থানানি প্রবর্ত্তিতানি শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং ন্যায়বিস্তরো মীমাংসাদীনি।

বেদ বাক্যের বিক্ষিপ্ততা ও গূঢ়ার্থতা নিবন্ধন লোকে ইহার অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে সমর্থ হয় না, এই কারণে বেদার্থ কুশল আচার্য্য ও কবিগণ কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদার্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া বোধ-সুলভ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ ন্যায় বিস্তর ও মীমাংসা প্রভৃতি বিদ্যা স্থান সমুদায় প্রচার করিয়াছেন। তিনি আর এক স্থলে কহিয়াছেন।

অত আচার্য্যো ভগবান্ শৌনকো বেদার্থবিৎ সুহৃদ্ভূত্বা ব্রাহ্মণেভ্যোঽর্থবাদামুৎসৃজ্য বিধিং সমাহৃত্য পুরুষ হিতার্থ মৃগ্বেদস্য শিক্ষা শাস্ত্রং কৃতবান।

এই কারণে আচার্য্য বেদার্থবিৎ ভগবান্ শৌনক সুহৃৎ হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে অর্থবাদ পরিত্যাগ ও বিধি আহরণ পূর্ব্বক লোকের হিতের নিমিত্ত ঋগ্বেদের শিক্ষা শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

সায়নাচার্য্য যেরূপ কহিয়াছেন, তদনুসারে কেবল স্মৃতি প্রবন্ধ এই নামটি মন্বাদি গ্রন্থেই অর্পিত হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে মন্বাদি স্মৃতির ন্যায় শ্রৌত গৃহ্য প্রভৃতি সূত্রে একই প্রকার বিষয় আছে বটে কিন্তু এই উভয় গ্রন্থ এক সময়ে প্রস্তুত হয় নাই। এবং এই দুই শাস্ত্রের রচনা-রীতিও সমান নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ।

অনুগঙ্গ প্রদেশ—পর্ব্বত বন ও নদী।

যে প্রদেশ দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অনুগঙ্গ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিব্বৎ দেশীয়েরা এই প্রদেশকে আননক্ষেঙ্ক বলে। ইহারা গঙ্গার নাম ক্ষাঙ্ক ও চীনেরা কেঙকিয়া বলিয়া থাকে। এই দুইটি শব্দই গঙ্গার অপভ্রংশ।

এই প্রদেশের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা বিন্ধ্য পর্ব্বত, বঙ্গোপসাগর ও আরাকান দেশ; পশ্চিম সীমা দৃশদ্বতী নদী [১] পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমা রঘুনন্দন পর্ব্বত [২]। উত্তর পূর্ব্ব সীমা মৈরাম পর্ব্বত [৩] ও মন্বন্তর দেশ [৪]।

১। এক্ষণে ইহার নাম কাগার হইয়াছে।

২। রঘুনন্দন পর্ব্বত আরাকান ও চট্টগ্রামের পূর্ব্বাংশে স্থাপিত আছে।

৩। ইহার নাম মায়াধাম। ইহা মণিপুরের পূর্ব্ব আট যোজন অন্তরে সুভদ্রা নদী তীরে প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্ষেত্র সমাস গ্রন্থ অনুসারে এই নদী ব্রহ্ম দেশে গিয়া নিপতিত হইতেছে। কোন কোন গ্রন্থে এই নদীর নাম কৈনদ্ব্যান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থানুসারে ইহা ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীতে গিয়া মিলিয়াছে।

৪। এই দেশ প্রভুকঠোর পর্ব্বতের নিকট প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রভু কঠোর পর্ব্বত আসামের পূর্ব্বসীমা। পূর্ব্বে মহাবীর পরশুরাম এই পর্ব্বত ভেদ করিয়া এক পথ প্রস্তুত করেন। এক্ষণে ঐ পথ দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

পর্ব্বত।

বিন্ধ্য—এই পর্ব্বত বঙ্গোপসাগর হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম বা পূর্ব্ব ভাগ বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা ও শোন নদীর মুল দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই ভাগের নাম ঋক্ষ পর্ব্বত। দ্বিতীয় বা পশ্চিম ভাগ কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই দ্বিতীয় ভাগের দক্ষিণ অংশের নাম পারিযাত্র বা পারিপাত্র বলা যায়। এবং উত্তরাংশ যাহা দিল্লী হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ, তাহা বৈরতক পর্ব্বত নামে খ্যাত। তৃতীয় বা দক্ষিণ ভাগ বিন্ধ্য নামেই খ্যাত। এই দক্ষিণ ভাগ হইতে তাপ্তী ও বৈতরণী নদী নিঃসৃত হইতেছে। বৈরতক পর্ব্বতের বিষয় পুরাণে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না. কেবল কৃষ্ণের দ্বারকা হইতে আগমন কালে এই পর্ব্বতের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

রাজমহল-শৈল—এই অনুগঙ্গ প্রদেশে এই পর্ব্বতটি সামান্য শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত; ইহার সংস্কৃত নাম কাক্ষীবান্। পুরাণে এই রূপ নিরূপিত আছে যে পূর্ব্বে কাক্ষীবৎ বংশীয় কতগুলি ব্রাহ্মণ এই শৈল মধ্যে বাস করিতেন, এই কারণে ইহার নাম কাক্ষীবান্ হইয়াছে।

খড়্গাদ্রি—এই পর্ব্বত করকপুর ও করকভিয়া প্রদেশে এই প্রদেশের নামে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ক্ষেত্র সমাস [৫] গ্রন্থে এই পর্ব্বতের

৫। প্রকৃত ভূবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় সংস্কৃত ভাষায় এমন সাতখানি গ্রন্থ আছে। তম্মধ্যে প্রথম খানির নাম মুঞ্জপ্রতিদেশব্যবস্থা। এই গ্রন্থ খানি খৃষ্টীয় ৯ শতাব্দীর শেষে মুঞ্জ নামক এক রাজা প্রস্তুত করিয়াছেন। তৎপরে খৃঃ ১০ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা ভোজ এই গ্রন্থের সংস্করণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ভোজপ্রতিদেশব্যবস্থা হয়। এই গ্রন্থ খানি দ্বিতীয়; এই দুই গ্রন্থ অদ্যাপি গুর্জ্জর দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৃতীয় গ্রন্থের

বিষয় উল্লিখিত আছে। ইলিয়ান কহেন ভারতবর্ষীয়েরা যে জন্তুর একটি মাত্র শৃঙ্গ আছে, তাহাকে কারকেসন কহিয়া থাকে। এই শব্দ খড়্গস্য পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পারস্য ভাষায় খড়্গকে খারাক বলিয়া থাকে। সুতরাং ঐ প্রদেশের নাম যে ঐ পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহা এক প্রকার সম্ভব।

রৈবতক—চম্বালা অতিক্রম করিলেই রৈবতক পর্ব্বত-শ্রেণী নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত যমুনা হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং পশ্চিম উত্তরে যমুনা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। ইহার কতক অংশ যাহা মথুরার পশ্চিম হইতে উত্তর দিকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে, স্কন্দ পুরাণের অনুসারে তাহা দেবগিরি এবং মহাভারতের অনুসারে তাহা ময়গিরি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ময় দানব ঐ পর্ব্বতে বাস করিত। ঐ পর্ব্বতের অধিবাসীরা এক্ষণে মায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গৃধ্র কূট—গালভ তন্ত্রানুসারে খড়্গাদ্রির দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে গৃধ্রকূট প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্ত্তমান মানচিত্রে ইহা গিধোর বলিয়া উল্লিখিত থাকে।

রাজগৃহ—গৃধ্রকূট পর্ব্বত ও সোন নদের মধ্যে রাজগৃহ পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ব্বে মহারাজ জরাসন্ধ ঐ পর্ব্বতে এক অট্টালিকা প্রস্তুত করেন, এই নিমিত্ত উহার নাম রাজগৃহ হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের আর একটি নাম গিরিব্রজ। পূর্ব্বে তথায় জরাসন্ধের অসংখ্য ধেনু ছিল, এই নিমিত্ত উহা গিরিব্রজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

সোন নদ ও তমসা নদীর মধ্যে কৈমুর পর্ব্বত আছে। পৌরাণিকেরা ইহাকে কি স্মৃত্যু বলিয়া থাকেন।

কালঞ্জর ও চিত্রকূট—পুরাণ ও অন্যান্য সাহিত্য শাস্ত্রে কালঞ্জর ও চিত্রকূট পর্ব্বতের বর্ণনা প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুই পর্ব্বত বন্দেল খণ্ডে আছে।

নাম ভুবনসাগর। বুক্ক রায় বা কুক্ক সিংহ নামে বিক্রমাদিত্যের ১৩৪১ শকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এক রাজা ছিলেন। এই গ্রন্থ এই রাজার আদেশানুসারে লিখিত হয়। মহাভারতের টীকায় এই গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে। হোসেন সার সময় বঙ্গ দেশের এক জন পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যের কোন এক রাজার আদেশে মহাভারতের ভুবিবরণ অংশের একটী টীকা প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থ অতিশয় বিস্তীর্ণ ও একান্ত উপযোগী। এই গ্রন্থখানি চতুর্থ। পঞ্চম বিক্রম সাগর। ইহাতে গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই কিন্তু ক্ষেত্র সমাস গ্রন্থে স্থান বিশেষে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৬৪৮ অব্দে বঙ্গ দেশে ছিল, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ কেহ এই রূপ সম্ভাবনা করিয়া থাকেন যে বুক্করায়ের সময় তাঁহারই আদেশে এই গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। ইহার প্রণেতা এক জন দাক্ষিণাত্য। কিন্তু এই রূপ সম্ভাবনা এক প্রকার অমূলক বলিয়া বোধ হয়। কারণ যদি গ্রন্থকর্ত্তা দাক্ষিণাত্য হইতেন, তাহা হইলে সহ্যাদ্রির বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া তিনি কখনই ভ্রমে পতিত হইতেন না। ভুবনকোষ ষষ্ঠ। এই গ্রন্থকার একস্থলে সলিম সার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই বাদসাহের ১৫৫২ সালে মৃত্যু হয়। ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে গ্রন্থকর্ত্তা ঐ বাদসাহের সময় বা তাঁহার পরে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই গ্রন্থের কোন কোন হস্তলিপিতে চৈৎ সিংহের বিদ্রোহ ঘটনার বিষয় উল্লেখ আছে। এই চৈৎসিংহ ১৭৮১ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু যে স্থলে এই বিদ্রোহ লিখিত হইয়াছে, তাহার রচনা-প্রণালী গ্রন্থের অন্য অন্য অংশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে এই অংশটি ঐ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। সপ্তম ক্ষেত্রসমাস। এই গ্রন্থ পাটনার রাজা বিজ্জলের আদেশে প্রস্তুত হয়। এই রাজা ১৬৪৮ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন। এই গ্রন্থে কেবল অমুগাঙ্গ প্রদেশের বিবরণ উল্লিখিত আছে। বিজ্জল রাজার মৃত্যু হইলে গ্রন্থকার গ্রন্থ রচনায় ভগ্নোৎসাহ হইয়া ছিলেন। তৎপরে বন্ধুগণের যত্ন ও উৎসাহে ইহার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন। আসিয়াটিক রিসার্চ ১৪ খ।

ধন্যবাদ।

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য পরমেশ।
ধন্য পরমেশ ধন্য ধন্য পরমেশ ॥
সকলি অশেষ তব সকলি অশেষ।
আমার কি সাধ্য আছে বর্ণিতে বিশেষ ॥
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য আশ্চর্য্য কৌশল।
যেমনি তোমার জ্ঞান তেমনই বল ॥
জ্ঞানবলে পূর্ণ তুমি সর্ব্বশক্তিমান্।
তোমার সমান কেবা আছে হে মহান্ ॥
নিগূঢ় তোমার তত্ত্ব অখণ্ড গরিমা।
কে বা দিতে পারে তব মহিমার সীমা ॥
যে দিকে যা দেখি তাই দেখি চমৎকার।
অবাক্ হয়েছি দেখে বলিব কি আর ॥
কিসের বিষয় আমি বর্ণিব তোমার।
সমুদ্রের বিন্দুজলে দিতেছি সাঁতার ॥
বলিতে মনের সাধ বলিতে না পারি।
বলি হারি তোমায় প্রভু হে বলি হারি ॥
বলিব কি যাহা দেখি সামান্য প্রকার।
তাহারি নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা অতি ভার ॥
জলেতে জলের বিম্ব করে টল টল।
তাহাতেই দেখি তব অপূর্ব্ব কৌশল ॥
যে তৃণ গমন কালে দলি পদতলে।
কার সাধ্য তার গুণ সবিশেষ বলে ॥
এই মাটী এই বায়ু এই অগ্নি জল।
কত রূপ ধরে ধন্য তোমার কৌশল ॥
কখন পাদপ রূপে প্রসবিছে ফল।
কখন জলদ রূপে ঢালিতেছে জল ॥
ধরিয়া জীবের দেহ তোমার কৌশলে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় চলে কলে বলে ॥
স্থল জল অগ্নি বায়ু বিশ্বের স্বরূপ।
ধরিয়াছে বিশ্ব কিবা অপরূপ রূপ ॥
রত্নমণি খচিত গগনমণ্ডল।
করে ঝল ঝল কিবা করে ঝল ঝল ॥
সুতরুণ বিভাকর তারা অগণন।
বিশদ চন্দ্রমা-কান্তি করি দরশন ॥
যে তোমার সঙ্গে থেকে চারি দিকে চায়।
তোমার গুণের সেই পরিচয় পায় ॥
তোমার সঙ্গেতে থাকি কি দেখি এখন।
কখন দেখিনি যেন সকলি নূতন ॥
এই তরু এই লতা এই ফুল ফল।
এই জীব এই জ্যোতি এই জল স্থল ॥
এখনি নীরস বোধ সব হতেছিল।
এখনি কে যেন মধু মাখাইয়া দিল ॥
এখনি দেখিনু পত্রে রহিয়াছে রেখা।
এখনি যে দেখি তাহে তব নাম লেখা ॥
এখনি ফুলের শুধু পেতে ছিনু বাস।
এবে তায় তব বাসে হতেছি উল্লাস ॥
এখনি দেখিনু ফল শাখার উপরে।
এখনি যে দেখি তুমি ধরে আছ করে ॥
ঝুলিয়ে পড়েছে যাহা ছুলিযে ছুলিয়ে।
লও বলে দাও যেন বাহু প্রসারিয়ে ॥
এখনি দেখিতেছিনু জীব অসহায়।
এখনি সে দেখি তব কোলে স্থান পায় ॥
তোমার উপরে যার রয় অনুরাগ।
বদন চুম্বিয়ে তার করিছ সোহাগ ॥
সুখের ভাণ্ডার তারে দিয়াছ হে খুলে।
হেরিয়ে তোমার স্নেহ সব যাই ভুলে ॥

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড—জ্ঞান কাণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড—ভোগকাণ্ড।

দর্শনশাস্ত্রসংক্রান্ত যে সকল সিদ্ধান্ত ধর্ম্মের নিমিত্ত অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এই গ্রন্থে তাহা যথাসাধ্য স্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মূল্য ১ টাকা ও দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজপুস্তকালয়ে মূল্য প্রেরণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিযুগাব্দ ৪৯৬৮। ৭ মাঘ সোমবার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

ফাল্গুন ১৭৮৯ শক।

২৯৫ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৬৮

২১। অষাঢ়ং যুৎসু পৃতনাসু পপ্রিং স্বর্ষামপ্সাং বৃজনস্য গোপাং। ভরেষুজাং সুক্ষিতিং সুশ্রবসং জয়ন্তং ত্বামনু মদেম সোম।

২১। 'যুৎসু' যুদ্ধেষু 'অষাঢ়ং' শত্রুভিরনভিভবনীযং। তথা 'পৃতনাসু' সেনাসু 'পপ্রিং' জযস্য পূরয়িতারং 'স্বর্ষাং' স্বর্গস্য সনিতারং দাতারং 'অপ্সাং' অপাং বৃষ্টিলক্ষণানাং উদকানাং দাতারং। যদ্বা অপ্সাং অনন্তকং তক্ষকরহিতং সর্ব্বেষামনুগ্রাহকমিত্যর্থঃ। 'বৃজনস্য গোপাং' বৃজ্যন্তে অনেনেতি বৃজনং বলং তস্য গোপাং গোপয়িতারং রক্ষিতারং। 'ভরেষুজাং' ক্রিযন্তে এষু হবীংষি ইতি ভরাঃ যাগাঃ তেষু প্রাদুর্ভবন্তং 'সুক্ষিতিং' শোভন নিবাসস্থানং 'সুশ্রবসং' শোভনযশস্কং 'জযন্তং' শত্রূনভিভবন্তং। হে 'সোম' ঈদৃগ্‌ভূতং 'ত্বাং' অনুলক্ষ্য 'মদেম' হর্ষযুক্তা ভবেম।

২১। হে সোম! তুমি রণস্থলে শত্রুগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হও না। তুমি সৈন্যগণের জয়দাতা। তুমি স্বর্গ দাতা। তোমা হইতেই লোকে জল লাভ করিয়া থাকে। তুমি বল রক্ষক, যজ্ঞস্থলে তুমিই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তুমি উৎকৃষ্ট নিবাসস্থান যশস্বী ও জয়শীল। আমরা তোমাকে এই রূপ গুণ-সম্পন্ন দেখিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি।

১০৬৯

২২। ত্বমিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্ত্বমপো অজনয়স্ত্বং গাঃ। ত্বমাততন্থোর্ব্বং১ন্তরিক্ষং ত্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ॥

২২। হে 'সোম' 'ত্বং' 'ইমাঃ' ভূম্যাং বর্ত্তমানাঃ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'ওষধীঃ' 'অজনযঃ' উৎপাদিতবানসি। তথা 'ত্বং' 'অপঃ' তাসাং ওষধীনাং কারণভূতানি বৃষ্ট্যুদকানি 'অজনযঃ' তথা 'ত্বং' 'গাঃ' সর্ব্বান পশূন উদপাদযঃ। 'উরু' বিস্তীর্ণং 'অন্তরিক্ষং' 'ত্বং' 'আততন্থ' বিস্তারিতবানসি। তস্মিন অন্তরীক্ষে যৎ 'তমঃ' অস্মদ্দৃষ্টিনিরোধকং অন্ধকারং তদপি 'ত্বং' 'জ্যোতিষা' আত্মীযেন প্রকাশেন 'বিববর্থ' বিবৃতং বিশ্লিষ্টং বিনষ্টং কৃতবানসি।

২২। হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধী জল ও পশু সৃষ্টি করিয়াছ। অন্তরীক্ষ তোমা হইতেই বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। সেই অন্তরীক্ষে

যে অন্ধকার আছে, তুমি আপনার জ্যোতি দ্বারা তাহা নিরাস করিয়া থাক।

১০৭০

২৩। দেবেন নো মনসা দেব সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্নভি যুধ্য। মা ত্বা তনদীশিষে বীর্য্যস্যোভয়েভ্যঃ প্রচিকিৎসা গবিষ্টৌ। ১। ৬। ২৩।

২৩। হে 'দেব' দ্যোতমান 'সহসাবন্' বলবন্ 'সোম' 'দেবেন' মনসা দ্যোতমানযা ত্বদীযযা বুদ্ধ্যা 'রাযো ভাগং' ধনস্য অংশং 'নঃ' অস্মানভিলক্ষ্য 'যুধ্য' প্রেরয়। যদ্বা নোহস্মাকং রাযো ধনস্য ভাগং ভক্তারং অপহর্ত্তারং শত্রুমভিযুধ্য আভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রহর। 'ত্বা' তাদৃশং ত্বাং কশ্চিদপি শত্রুঃ 'মাতনৎ' ক্লেশেন আনতং মা কার্ষীৎ মা হিংসীদিত্যর্থঃ। 'উভয়েভ্যঃ' উভয়েষাং যুধ্যমানানাং সম্বন্ধিনঃ 'বীর্য্যস্য' বলস্য ত্বং 'ঈশিষে' ঈশ্বরো ভবসি। সত্বং 'গবিষ্টৌ' সংগ্রামে 'প্রচিকিৎস' অস্মদীযং উপদ্রবং পরিহর। ১। ৬। ২৩।

২৩। হে দীপ্তিশীল মহাবল সোম! তুমি বুদ্ধি দ্বারা আমাদিগের বিত্তাপহারকদিগকে প্রহার কর। তোমাকে কোন শত্রুই সম্নত করিতে পারে নাই। যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তাহাদিগের বলের ঈশ্বর। এক্ষণে তুমি যুদ্ধস্থলে আমাদিগের উপদ্রব পরিহার কর। ১। ৬। ২৩।

অষ্টাত্রিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৮৯ শক।

মাঘ মাসের একাদশ দিবসে প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময় ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় তল গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইলে আচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলেন। অনন্তর একটি সঙ্গীত হইল। পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন দ্বারা সকলকে উদ্বোধিত করিলেন। তৎপরে আর একটি সঙ্গীত হইলে উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে তাৎপর্য্যের সহিত কএকটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই বক্তৃতা করিলেন—

"অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই স্থানে সম্মিলিত করিয়াছেন। কিসের জন্য? সকলে একহৃদয় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা প্রতি জনের গৃহ-দেবতা আত্মার অন্তরাত্মা পরমেশ্বরের সাম্বৎসরিক আরাধনার জন্য। সেই আরাধ্য দেবতা অদ্য আমাদিগের সম্মুখে দীপ্যমান হইয়াছেন। এই আকাশ তাঁহার গুরু ভারে আক্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হৃদয় তাঁহার মধুময় আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখানকার সাধকগণের চক্ষু হইতে যে জ্যোতি বিনির্গত হইতেছে, তাহাতে সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপলব্ধি করিতেছি। প্রতি ব্রাহ্মের মুখশ্রীতে সেই পবিত্র পুরুষের গূঢ় সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতেছে। শরীর যেমন আকাশে নিমগ্ন, সেই রূপ আত্মাকে সেই প্রেমসাগরে নিমগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। যথার্থই আজি আমরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আজি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসব যথার্থই উপভোগ করিতেছি। যেমন তরুণ সূর্য্য পুষ্পবনে জ্যোতি দান করিতেছে, সেই রূপ সেই প্রেম-সূর্য্য হৃদয়-কমলে অমৃত জ্যোতি অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছেন; হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রফুল্ল হৃদয়-পদ্ম আজি তাঁহারই আরাধনায় নিয়োজিত করিয়া জীবন চরিতার্থ হইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এক দিকে কঠোর হইয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেছেন, অন্য দিকে সুকোমল হইয়া স্বর্গীয় আমোদ প্রদান করিবার নিমিত্ত এই মধুময় উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর

আমোদ মনুষ্যগণকে প্রায়ই পশু-তুল্য করিয়া রাখে; কিন্তু আমোদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা ঈশ্বরের পথে উন্নত হয়, এ কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহিমা। আনন্দ স্বরূপ ঈশ্বর ভক্তগণকে নিরানন্দ রাখেন না। তাঁহার ভক্ত তাঁহার প্রেমের অনুরোধে যেমন বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিতেছে, তিনি তেমনি স্বর্গীয় আনন্দ তাঁহার অন্তরে বর্ষণ করিয়া সকল ক্ষতি পূর্ণ করিতেছেন। মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয় না, প্রত্যুত তাহা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অথচ আনন্দের পরিসীমা নাই, এমন উৎসব আর কোথায় আছে? পশু প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতায় যে সুখ উৎপন্ন হয়, এ উৎসবে তাহা ভোগ করিবার সম্ভাবনা নাই. কিন্তু ইহাতে প্রবিষ্ট হইলে মন এমন উন্নত অবস্থায় আরোহণ করে যে, তাদৃশ নিকৃষ্ট সুখে আর তাহার আসক্তি থাকে না। শিশুরা উন্নতবয়স্কদিগকে ধূলিক্রীড়ায় ঘৃণা প্রদর্শন করিতে দেখিলে যেমন তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না, সেই রূপ যাঁহারা পৃথিবীর মলিন সুখে আসক্ত হইয়া আছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, ধার্ম্মিকেরা কেন তাঁহাদের ন্যায় তাদৃশ সুখ ভোগে অভিলাষী হন না। এই মাঘমাসের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মেরা দেশ দেশান্তর হইতে এখানে কেন সমবেত হন, সমবেত হইয়া কি সুখ ভোগ করেন, কেন এত উৎসাহিত চিত্তে চতুর্দ্দিক দর্শন করেন; অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে আসেন; আসিয়া কিছুই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা দেখেন, সেই গৃহ, সেই বেদী, সেই বক্তৃতা, সেই গান, সেই উপাসনা; উৎসব কোথা? হে দরিদ্র! আমাদের উৎসব কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তুমি তাহা কি জানিবে? আমাদের উৎসব এ গৃহেতে নয়, এ বেদীতেও নয়; আমাদের উৎসব আমাদের অন্তরে। পৃথিবীর কোন পদার্থ লইয়া উৎসব করিতেছি না, যে কাহাকেও তাহা প্রদর্শন করিতে পারিব। ঈশ্বরকে লইয়া আমাদের উৎসব। ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া আমাদের উৎসব। যখন ঈশ্বর করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় হৃদয়েতে অনুভূত হইতেছেন, তখনই আমাদের উৎসব হইতেছে। হৃদয় আনন্দ-রসে উচ্ছ্বসিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মা উন্নতি লাভ করিতেছে, সংসারের কোন পদার্থে এমন আনন্দ নাই এবং সংসারের কোন পদার্থই এমন মহত্ত্ব প্রদান করিতে পারে না।

পৃথিবীতে এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, অনন্তকালেও ইহার শেষ হইবে না। আত্মা যত উন্নত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যত আলিঙ্গিত হইবে, এই উৎসব তত উন্নত বেশ ধারণ করিবে। এই বৎসরান্তের উৎসব প্রতি দিনের উৎসব হইবে। এখানে সূর্য্য এক বার উদয় হয়, আবার অস্ত যায়, কমল বন এক বার বিকশিত হয়, এক বার মুদিত হয়, এক বার ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, আবার তিনি অন্তর্হিত হন। কিন্তু আমাদের আত্মা হইতে যখন সমুদায় আবরণ একে বারে তিরোহিত হইবে, তখন প্রেম-সূর্য্য ঈশ্বর আর আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর অন্তরালে যাইবেন না; তখন হৃদয়-কমল আর এক বারও মুদ্রিত হইবে না, প্রফুল্লতা তাহাকে এক বারও পরিত্যাগ করিবে না। তখন এই উৎসব জীবনে ওত প্রোত হইবে। পৃথিবীতেও এই উৎসব যে কত দূর উৎকর্ষ লাভ করিবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম যত বিস্তারিত হইতেছে, এই উৎসব ততই স্ফীত হইতেছে। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল এই ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধ ছিলেন, এখন গৃহে গৃহে ইহাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই উৎসবও গৃহে গৃহে নীত হইবে। কিন্তু তিনিই ধন্য, যিনি এই ব্রা-

ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকে আপনার হৃদয়ে চির কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

অদ্য এই উৎসব ভূমিতে আরোহণ করিয়া কি ফল লাভ করিতেছি? অদ্য ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিকর্ষ হৃদয়ে আশ্চর্য্য রূপে অনুভূত হইতেছে। তিনি যে আমাতে বিরাজমান আছেন, এবং আমি যে তাঁহাতে স্থিতি করিতেছি; তিনি যে আমাদের পিতা মাতা, আমরা যে তাঁহার পুত্র; তিনি যে কেমন মহান্, আমরা যে কেমন ক্ষুদ্র, তাঁহার প্রেম-চক্ষু আমাদের উপরে যে কেমন বিকশিত আছে; তিনি যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন; এই সমস্ত স্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেছি, আমাদের হৃদয় কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি একে বারে পরিত্যাগ করিয়া সেই সৌন্দর্য্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; সত্যের প্রভা জ্ঞান-দর্পণে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইতেছে; সাধু ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিতেছে। ইহা অপেক্ষা এই মর্ত্ত্যলোকে অধিক লাভ আর কি আছে? এক এক সময় একটি সাধুর সহবাসও দুর্লভ হইয়া উঠে। আজি সাধু সমাজে উপবেশন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিতেছি। এক এক দিন সংসারের গরল পান করিয়া কাতর হইয়া এক বিন্দু অমৃতের জন্য লালায়িত হই, আজি অমৃতময় হ্রদে অবগাহন করিয়া সমুদায় হৃদয়-জ্বালা নির্ব্বাণ করিতেছি; ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ আর কি আছে? এখানে ধনের জন্য আসি নাই, মানের জন্যও আসি নাই, আর কোন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যেও আসি নাই; সংসাররূপ পেষণী যন্ত্রে হৃদয় যে পিষ্ট হইতে ছিল, সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভের জন্য এখানে আসিয়াছি। রোগ শোকে, পাপ তাপে, দ্বেষ ঈর্ষ্যায়, বিবাদ বিসম্বাদে ধরাতল পরিপূর্ণ হইয়াছে, আত্মার আরামের জন্য এখানে আসিয়াছি। প্রবল প্রলোভন সকল বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে; ধর্ম্ম-বল উপার্জ্জনের জন্য এখানে আসিয়াছি, সাধুগণের উৎসাহকর সহবাসে এই নির্ব্বীর্য্য চিত্তে একটু বলাধান হউক, এই জন্য আসিয়াছি। ঈশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব, এই জন্য আসিয়াছি।

বর্ষের মধ্যে এক দিন এই উৎসব হয়, কিন্তু ইহা অনেক দিন আমাদের প্রমাদী আত্মাকে সতর্ক করিয়া রাখে। অদ্যকার পবিত্রতর উৎসব-রসে অভিষিক্ত হইয়া আত্মা সম্যক্ রূপে দেখিতে পায়, সম্বৎসর কাল কি অবস্থায় অবস্থিত ছিলাম। অদ্য আত্মা যে রূপ উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম যে রূপ প্রজ্বলিত হইয়াছে, নিকৃষ্ট ভাব সকল যে রূপ প্রশমিত হইতেছে, ঈশ্বরকে যে রূপ সন্নিহিত বোধ হইতেছে, এবং মন যে রূপ প্রসাদ লাভ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সম্বৎসরের মধ্যে অদ্যকার দিন আমাদিগকে কি রূপ সৌভাগ্য প্রদান করে। নিপুণতম ব্যক্তিরা অদ্যকার দিনকে আদর্শ করিয়া যদি সমস্ত বৎসর চলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে যতই পতন হউক, আত্মা কিছু না কিছু উন্নতির পথে অবশ্যই আরোহণ করিবে। বর্ষে বর্ষে যদি আত্মার অধিকাধিক উন্নতি অনুভব করিতে না পারি, তবে আমরা কি প্রকারে অনন্ত উন্নতির প্রত্যাশা করিব? আমাদের জ্ঞান ও প্রেম অনন্ত কাল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। অতএব আমরা যেন জ্ঞান ও প্রেমকে বিশ্রাম করিতে না দিই।

ঈশ্বর চিরকাল আমাদিগকে লালন পালন করিতেছেন, চিরকাল সুখ সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন, চিরদিন আমাদিগকে

ক্রোড়স্থ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা কি একটি দিনও তাহাঁর জন্য উৎসর্গ করিতে পারিব না? যদি তাঁহার করুণা স্মরণ করি, তবে তাঁহাকে বিস্মৃতি-জন্য হৃদয় অনুতাপে কি বিদীর্ণ হইয়া যায় না? সকলেই আপনার জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখুন, তিনি কত সুখ বর্ষণ করিয়াছেন, কত দুঃখের ঔষধ হইয়াছেন, কত সম্পদ্ প্রেরণ করিয়াছেন, কত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা কত বার অপরাধ করিয়াছি তিনি কত বার ক্ষমা করিয়াছেন, এই সকল মনে করিয়া কোন্ পাষাণ হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? অদ্য মন সংসার হইতে অবসৃত হইয়া যেন নূতন লোকে উপনীত হইয়াছে। অদ্য চতুর্দ্দিকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। মন হইতে ক্ষুদ্র কামনা ও নীচ চিন্তা দূরীকৃত হইয়াছে। হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতেছে। প্রেমানল প্রজ্বলিত হইতেছে। কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, অদ্য মন তাঁহার গুণ গান ও তাঁহার প্রেম পান করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি। "সএবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ।" যে আশায় এখানে আসিয়াছিলাম, তাহা চরিতার্থ হইল।

ধন্য জগদীশ্বর! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। তোমার এত করুণা! তোমার এত প্রেম! ক্ষুদ্র কীটগণের প্রতি তোমার এত দূর দৃষ্টি! আমাদের পাপিষ্ঠ হৃদয় তোমার জ্যোতিতে পবিত্র হইল। তোমার জয় হউক, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক। তোমার পবিত্র নাম প্রতি রসনায় উচ্চারিত হউক। তোমার পবিত্র উৎসব দেশে দেশে ব্যাপ্ত হউক। তোমার সিংহাসন সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পৃথিবী তোমাতে অনুরক্ত হউক। তুমি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার কর। তোমার প্রেম শিক্ষা দাও। আমাদিগকে তোমার অনুগত কর। তুমি সমস্ত জীবন আমাদের সম্মুখে থাক। এই উৎসব হৃদয়ে চিরস্থায়ী হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

তৎপরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় একটি বক্তৃতা করিলে চারিটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবন-প্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইল, পরে আচার্য্য মহাশয়েরা বেদিতে উপবেশন করিলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিলেন—

"আমরা সম্বৎসর কাল যে দিনের অপেক্ষা করিতে ছিলাম, দেখিতে দেখিতে সেই দিন উপস্থিত হইল। অদ্য কি শুভক্ষণে রজনী প্রভাত হইয়াছিল! অদ্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান অবধি মন যে কি উল্লাসে আছে, কিছুই প্রকাশ করিতে পারি না। অদ্য প্রত্যেক দণ্ড প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদিগকে নূতন নূতন আনন্দ আনিয়া দিতেছে। আজিকার আনন্দ মনে ধরিবার নয়; চন্দ্রোদয়ে মহাসাগরের জলরাশির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছে। কি আশ্চর্য্য! প্রতিদিন যে সূর্য্য রজনীর গাঢ় তিমির ভেদ করিয়া আমাদিগকে জাগরিত করে, অদ্য সেই সূর্য্য উদিত হইয়াছিল—প্রতিদিন যে সমীরণ মৃদুমন্দসঞ্চারে দেহ মন স্নিগ্ধ করিয়া থাকে, অদ্য তাহাই বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে—প্রতিদিন যে নীলবর্ণ নভোমণ্ডলে গ্রহ নক্ষত্র সকল নিঃশব্দে প্রস্ফুটিত হয়, অদ্য তাহাদিগকেই দেখিতেছি—প্রতিদিন যে সকল বিহঙ্গ বৃক্ষ

শাখায় মধুর স্বরে গান করিয়া লোকের মনোহরণ করে, অদ্য তাহারাও ক্ষান্ত নাই, তথাচ বোধ হইতেছে যেন প্রকৃতি কোন অপূর্ব্ব আবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়া এক্ষণে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কোন অভিনব সৌন্দর্য্য নিঃসৃত হইয়াই যেন প্রকৃতির মুখশ্রীতে বিরাজ করিতেছে। অদ্য বাহ্য প্রকৃতির যেমন এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, অন্তঃ প্রকৃতিতেও এই রূপ এক অনির্ব্বচনীয় পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে। এক্ষণে মন যেন শত গুণ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আনন্দের স্রোত অনিবার্য্য বেগে চলিতেছে। হৃদয়-কপাট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পবিত্রতার উৎস অন্তস্থল শীতল করিয়া উৎসারিত হইতেছে। শান্তিসলিল মানসক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করিতেছে, এবং সাধুভাব সকল অঙ্কুরিত হইতেছে।

অদ্যকার এই ভাব কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে ঘটে নাই, ইহা কল্পনাও আনয়ন করে নাই, ইহা মনের বাস্তবিক ভাব। এই ভাব যে কোন ক্ষুদ্র লক্ষ্য চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। লোকের কোলাহল, আলোকের পরিপাটী ও অন্যান্য বাহ্য সৌষ্ঠব দর্শনে যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নহে। সমস্ত দিন বন্ধুবান্ধবগণের উৎসাহ-পূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়াই যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও নহে। ইহার হেতু অতি মহান্ গূঢ় ও গভীর। অদ্যকার দিনের প্রশস্ততাই মনের এই ভাবকে উদ্দীপিত করিয়া দিতেছে। বহুকাল অবধি এই বঙ্গ দেশের মুখে একটি অজ্ঞানান্ধকারের আবরণ ছিল, অদ্য তাহা উন্মুক্ত হয়। বহুকাল অবধি এই বঙ্গ দেশের দুর্ব্বল অধিবাসিরা ভ্রান্তির কুটিল কুমন্ত্রণায় পথচ্যুত হইয়া ছিল, অদ্য তাহাদিগের গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত হয়। বঙ্গবাসিরা অমৃত বোধে গরল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, অদ্য চেতনা লাভ করে। ইচ্ছাকে স্বাধীন করিতে না পারিয়া অবস্থার ক্রীত দাস স্বরূপ হইয়া কাল যাপন করিতে ছিল, অদ্য তাহাদিগের নিষ্কৃয় প্রদত্ত হয়। বিকারের অন্তর্দাহ ও তৃষ্ণায় বিচেষ্টমান হইতেছিল, অদ্য তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রস্তুত হয়। অদ্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই বঙ্গ দেশে রোপিত করেন। এই কারণেই মনের এই রূপ ভাব উৎপন্ন হইয়াছে।

অদ্য এই ব্রাহ্মধর্ম্মেরই উৎসব। মনুষ্যের হস্ত এই উৎসবের বাহিরে এমন কিছুই আয়োজন করে নাই, যাহাতে লোক সকল প্রলুব্ধ হইয়া এই উৎসবে আসিয়া যোগ দেয়, কিন্তু ইহার ভিতরে এমন এক সৌন্দর্য্য আছে যে দেখিবামাত্র মন মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বাহ্য সৌন্দর্য্য অচিরস্থায়ী, কখন দৃষ্টির অনুকূল কখন বা প্রতিকূল হইয়া থাকে। যাঁহারা এই বাহ্য সৌন্দর্য্যে মোহিত হন, আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, তাঁহারা এই সমুদায় ব্যাপারকেই ত প্রহেলিকা বোধ করিবেন। কিন্তু যাঁহারা কোন বিষয়ের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন, অদ্য তাঁহারাই এই উৎসব ক্ষেত্রের প্রকৃত সভ্য। বাহ্য সৌন্দর্য্য গ্রহণে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই কারণ হইয়া থাকে কিন্তু এই উৎসবে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র ব্যাপার নাই। এই উৎসবের সহিত আত্মারই বিশেষ সম্বন্ধ। যে আত্মা জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছাকে ধর্ম্মের অবিরোধী করিতে পারিয়াছে, কার্য্যকে বিশ্বাসের অনুগামী এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে তেজস্বিনী করিয়াছে, অদ্যকার উৎসব তাহাকেই মোহিত করিতেছে। যে আত্মা আপনার স্বাধীন ভাবের মূলে ঈশ্বরকে দেখিতেছে, আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের

ইচ্ছার অনুগত করিয়াছে, এই পাঞ্চ ভৌতিক প্রকৃতিকে ক্ষণধ্বংসী ও আপনাকে স্বতন্ত্র জানিয়া সংসারের মলিন ভাবে পরিতৃপ্ত হয় না এবং দুঃখ শোকে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া আপনাকে অভিভূত হইতে দেয় না, অদ্যকার উৎসব তাহাকেই মোহিত করিতেছে। যে আত্মা স্বেচ্ছাচারের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে, যাহার অন্তঃশত্রু সকল কিঙ্করের ন্যায় নিয়ত বশীভূত থাকিয়া উৎসুকচিত্তে নিয়োগ-কালকে প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহার স্বচ্ছভাবে বিষয়ের মলিন মূর্ত্তি কদাচই প্রতিফলিত হয় না, ক্ষুদ্রতা যাহার উন্নতিকে স্পর্শ করিতে পারে না, জড়তা যাহার চেতনাকে অপহরণ করিতে পারে না, অদ্যকার উৎসব তাহাকেই মোহিত করিতেছে। কিন্তু এই উৎসবের দ্বার সকলের নিমিত্তই উন্মুক্ত রহিয়াছে, যিনি সমর্থ হন আসুন আমরা ভ্রাতৃভাবে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিব।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত ধর্ম্মকে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যেই ধর্ম্মকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। বুদ্ধি ও হৃদয়কে সহায় করিয়া অনুসন্ধানে অবগাহন কর, আপনার প্রকৃতি মধ্যেই ধর্ম্মের স্নিগ্ধকর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর স্বয়ং সত্য স্বরূপ, তাঁহার ধর্ম্মও সত্য। তিনি নির্ব্বিকার তাঁহার ধর্ম্মও কখন বিকৃত হয় না। তিনি সকল দেশের সকল কালের লোকের মধ্যে বিরাজমান, তাঁহার ধর্ম্মও দেশকালে আবদ্ধ নহে। তিনি ধনী ও দরিদ্র, বালক ও বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষের নিকট নির্ব্বিশেষে অবস্থান করেন, তাঁহার ধর্ম্মও তদ্রূপ। তিনি স্বয়ং উদার তাঁহার ধর্ম্মেও কিছুমাত্র সংক্ষিপ্ত ভাব নাই। তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ এই ধর্ম্মকেও পূর্ণভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এই ঐশিক ধর্ম্মকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যাঁহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপূর্ণ মনে করিয়া অন্যান্য উপধর্ম্ম হইতে ইহার অপূর্ণতা পরিহার করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্পষ্টত ঈশ্বরের স্বরূপ ও এই ধর্ম্মের স্বরূপে দোষারোপ করিয়া থাকেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন ইহার হস্তেই রহিয়াছে। যাঁহারা কোন কাল্পনিক ধর্ম্মের জীবন লইয়া ইহার জীবন প্রস্তুত করিতে যান, তাঁহারা ঈশ্বরকেই অবমাননা করিয়া থাকেন। মনুষ্যের নিজের অপূর্ণতা যত হ্রাস হইবে, ততই সে ইহার জীবন্ত পূর্ণ ভাব দেখিতে পাইবে। যেখানে পথ প্রদর্শকের পদ-চিহ্ন নাই, বিজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে নাই এবং কোন রূপ উপধর্ম্মের সোপানও নির্ম্মিত হয় নাই, সেই অভিশাপ-গ্রস্ত মরুভূমিতেও এই ধর্ম্ম স্বয়ংই জীবন্ত ভাবে পূর্ণ ভাবে প্রচার হইতে পারে। ঈশ্বর এই ধর্ম্মেরই জীবনে একটি বিশ্বজনীন ভাব সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বাহ্য উপকরণে সেই অভাবটি পূরণ করিতে যান, তাঁহাদিগের আড়ম্বর বিড়ম্বনা মাত্র। ভিত্তি-বিরহিত চিত্ররচনার ন্যায় তাঁহাদিগের সমুদায় কার্য্যই ব্যর্থ হইয়া থাকে। এই বিশ্বজনীন পূর্ণ ধর্ম্ম আমাদিগের পৈতৃক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঋষিদিগের সহজ জ্ঞান হইতে এই ধর্ম্ম নিঃসৃত হইয়াছে। আমরা এই ধর্ম্মকে অরণ্য হইতে গৃহে আনিয়াছি, পুস্তকের বদ্ধভাব হইতে মুক্ত করিয়াছি এবং শ্রেণিবিশেষ হইতে আচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণকে ইহার অধিকার দিয়াছি। আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মের আবির্ভাব এবং আত্মার অস্তিত্বেই ইহার অস্তিত্ব। এক সময়ে বিদেশের এই সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হইবে, ধন মান প্রভুত্ব সমুদায়ই মৃত্যুর হস্তে নিক্ষেপ করিতে হইবে, তৎকালে

কেবল এই ধর্ম্মকে এই চির সঞ্চিত ধনকে সম্বল করিয়া স্বদেশে যাইব এবং যত কাল জীবিত থাকিব, দেহের ছায়ার ন্যায় ধর্ম্ম আমাদিগের সহচর থাকিবে।

অদ্য আটত্রিশ বৎসর হইল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্প দিবসের মধ্যে এই অপৌত্তলিক ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের মধ্যে যত দূর প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ইহা দ্বারা এক প্রকার আশা করা যাইতে পারে যে ইহা ভবিষ্যতে এদেশের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। কি আশ্চর্য্য! ইহা কেমন অল্পে অল্পে হিন্দু সন্তানদিগকে পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া আপনার শীতল আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হিন্দু জাতির চক্ষে যাহা নিতান্ত দুঃসহ ছিল, ইহা অল্পে অল্পে তাহা কেমন সহনীয় করিয়া তুলিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে যাহা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া আদরণীয় ছিল, হিন্দু সন্তানেরা কেবল ইহারই অনুরোধে সেই আচার ব্যবহারকে কেমন অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করিতেছেন। দূর হইতে যাহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত, কেবল ইহারই বলে তাহা কেমন সুলভ হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম—আমাদিগের প্রিয়তম এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে কেবল বঙ্গ দেশের নয় সমুদায় পৃথিবীরই ধর্ম্ম হইবে। যখন আমরা পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সমাজের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন কোন কোন স্থানে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিকে জ্বলিত দেখিতে পাই। তত্রত্য লোকেরা চিরাগত কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কেমন উত্থিত হইতেছে। তাহারা লোকের তাড়না তুচ্ছ করিয়া সমুদায় বিপদ সহ্য করিয়া কেমন এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। হা! অদ্য যাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে দণ্ডায়মান হইয়া মনের আনন্দ বাক্যে ব্যক্ত করিতেছি, তিনি হয় তো কোন অলক্ষিত স্থানে থাকিয়া আপনার পার্থিব পরিশ্রমের ফল প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার এই ব্রাহ্ম সমাজের শাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ দেখিয়া আমাদিগের যত না আনন্দ হইতেছে, হয় ত তাহার সহস্রগুণ আনন্দ তাঁহার হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করিতেছে।

অদ্য এই দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিমিত্ত যে উৎসাহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা কি এই দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গেই নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। এই উৎসাহ কি কএক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, ইহা কি সম্বৎসরের উপজীবিকা নয়? যদি না হয় তবে সমুদায় সাগরের জলেও নির্ব্বাণ হইবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। অবোধ পরিবার বর্গের অবিরল বিগলিত দুঃখাশ্রু প্রবাহেও নির্ব্বাণ হইবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। পিতা মাতা ও জ্ঞাতি বন্ধু কর্ত্তৃক বিদ্বিষ্ট ও পরিত্যক্ত হইলে সেই অবস্থার কর্কশ ভাবও নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। লোকের সাহঙ্কার ব্যবহার ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিপাত ও কঠোর বাক্যেও নির্ব্বাণ হইবে না হৃদয়ে এই রূপ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। যদি না পার ব্রাহ্মধর্ম্ম নিশ্চয়ই তোমাকে সংসারের প্রবল তরঙ্গের মধ্যস্থলে ভীষণ বাত্যার মুখে নিরাশ্রয়ে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে। তখন তুমি কি করিবে, এ দিকে গন্তব্য পথ অনন্ত কিন্তু তোমার সম্বল কিছু মাত্র নাই; ভার বিস্তর কিন্তু তাহা লাঘব করিবার শক্তি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; বিপদ রাশি কিন্তু তাহা অতিক্রম করিবার বল যৎসামান্য। ভ্রাতঃ! মনের দুই প্রকার অবস্থা, কখন সংসার তাহার সর্ব্বস্ব, কখন বৈরাগ্য; কখন লোকের কোলাহলে থাকিবার ইচ্ছা, কখন

লোক-শূন্য অরণ্যে গমন করিবার স্পৃহা; কখন স্ত্রী পুত্রের মায়ায় মোহ, কখন তাহাতে উদাস ভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুই প্রকার অবস্থার সন্ধিস্থলে মনকে ধরিয়া রাখে। যদি ধর্ম্মের বন্ধন শ্লথ করিয়া দেও, এক দিক তোমাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিবে। তুমি পৃথিবীতে সুদৃঢ়পদে কখনই দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে না। পদে পদেই পদস্খলন, পদে পদেই গভীর অন্ধকূপে নিমজ্জন।

ব্রাহ্মগণ! আপনারা পার্থিব ধন মান যশ অপেক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রীতি দৃষ্টিতে দর্শন করুন। চিরাগত ব্যবহার ধর্ম্মের প্রতিকূল হইলে অক্ষুব্ধ চিত্তে তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হউন। এই সংসারের প্রলোভন আসিয়া সময়ে সময়ে আমাদিগের মনকে বল পূর্ব্বক বশীভূত করে, অন্তর্ব্বল পরিবর্দ্ধিত করুন। সম্বৎসরের পর অদ্য আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এক্ষণে প্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মকে স্বার্থ সাধনের যন্ত্র করিযা কপটতা দ্বারা লোককে মোহিত করা কি কর্ত্তব্য? কীর্ত্তিই মৃত ব্যক্তির প্রতিরূপ, এই সংসারে সেই কীর্ত্তি স্থাপনের বাসনায় ধর্ম্মকে সাধন করা কি শ্রেয়স্কর? মনুষ্যের রুচি বিভিন্ন প্রকার, ভাব প্রকাশ করিবার পথও স্বতন্ত্র, এই প্রকার অবস্থায় দ্বেষ ভাবকে উত্তেজিত না করিয়া কোন একটি ঐক্যস্থল অনুসন্ধান করা কি উচিত নহে? যিনি অন্যকে দ্বেষ করেন তিনি পরম্পরা সম্বন্ধে ঈশ্বরকেই দ্বেষ করিয়া থাকেন, এই মহার্হ বাক্যের নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদিগকে কি প্রীতি শিক্ষা দিতেছে না? অপূর্ণ মনুষ্যের ভ্রম প্রমাদ তো পদে পদেই ঘটিয়া থাকে, তা বলিয়াই কি আমাদিগের ক্ষমার বল খর্ব্ব হইবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি স্বতন্ত্রতা স্থাপনের মূল, এই বলিয়াই কি আমাদিগের ঔদার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে? ব্রাহ্মগণ! যে সময়ে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পত্র শোণিতাক্ষরে লিখিত হইয়া ছিল, সেই সময়ের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন, কর্ত্তব্য সাধনের পথ কি পর্য্যন্ত সরল হইয়া আসিয়াছে দেখিতে পাইবেন। এখন আর উদাসীন থাকিবার অবসর নাই। সামান্য সামাজিক মর্য্যাদা লুপ্ত হইবার ভয়ে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করা আর উচিত বোধ হয় না। যে সময়ে কেবল অজ্ঞানান্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, ধর্ম্মনীতি মনুষ্য-সমাজকে এক কালে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আমরা সেই সময়ে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাই নাই, ইহাতেও কি আমাদিগের উৎসাহ সঙ্কুচিত হইবে না? যে সময়ে রক্ষকের হস্তও নির্দ্দোষ নর-শোণিতে দূষিত হইত সেই অসহায় অবস্থায় অকূল দুঃখের পারাবারে নিক্ষিপ্ত মনুষ্যের পদ-চিহ্ন দেখিয়াও কি আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না? আমরা এ রূপ অবস্থায় আর কত কাল থাকিব। দিন তো চলিয়া যায়।

ভ্রাতৃগণ! উপসংহার কালে আপনাদিগকে আর একটি কথা বলিতেছি। আমরা যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এক বার এই দেশের শোচনীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এই দেশে অদ্যাপি এক ব্যক্তির বিয়োগে বহুসংখ্য বিধবার আর্ত্তনাদ আমাদিগের কর্ণকে বধির করিতেছে! অদ্যাপি বাল্য বিবাহের ভূরি ভূরি অনিষ্ট চতুর্দ্দিকেই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অদ্যাপি ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-নীতি শিক্ষার অভাবে স্বেচ্ছাচারের দ্বার সহস্র প্রকারে উদ্ঘাটিত দেখিতেছি। অদ্যাপি সৎকার্য্যে অধার্ম্মিকতা ও নাস্তিকতা দোষ আরোপিত হইতেছে। আমরা প্রত্যে-

কেই এই হিন্দু সমাজের এক একটি অঙ্গস্বরূপ, এই সমাজের এইরূপ অবস্থা কি আমাদিগের সহনীয় হইতে পারে? যদি আমরা এই সমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রবিষ্ট করিয়া ইহার আচার-ব্যাবহার-গত দোষ সকল সংশোধন না করিতে পারিলাম তবে আমাদিগের জন্ম গ্রহণ করিয়া কি লাভ হইল? অতএব এক্ষণই প্রস্তুত হউন, যদি কাহারও হৃদয় থাকে তবে তিনি এখনই প্রস্তুত হউন। বিদেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার অপেক্ষা স্বজাতিকে উন্নত করা কি শ্রেয়স্কর নহে? যদি ইহাতে কেহ আমাদিগকে স্বার্থপর বলেন ক্ষতি নাই, সেই বাক্য সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বজাতির সকলের কথা দূরে থাকুক অন্তত এক ব্যক্তিকেও যদি শিক্ষা দিতে পারি, আমাদিগের সাহায্যে এক ব্যক্তিরও যদি ব্যবহার সংশোধিত হয় তথাপি আমরা ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইব।

হে ঈশ্বর! আমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই কার্য্যে তুমি আমাদিগের বল ও উৎসাহ দেও। আমরা নিশ্চয় জানি তোমার প্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় বেদি হইতে এই বক্তৃতা করিলেন—

"আমরা পুনর্ব্বার সম্বৎসরের পরে এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সেই মঙ্গলময় অখিল-বিধাতার পূজার্চ্চনা করিতে এই উৎসব-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়াছি। আশা উদ্যমে প্রফুল্ল হইয়া সকলে একলক্ষ্য একহৃদয় হইয়া ভ্রাতৃভাবে সেই অনন্ত দেবের আরাধনার জন্য আবার এখানে একত্রিত হইয়াছি। সম্বৎসর কাল বিশেষত মাঘের প্রথম দিন হইতে এক দুই করিয়া যে শুভ দিনের গণনা করিতেছিলাম,—যে পবিত্র দিবসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, ঈশ্বর প্রসাদে আজকার প্রাতঃসূর্য্য আমারদের সেই উৎসব-দিন প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছে। অচেতন জগৎকে সচেতন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমারদের নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রৎ করিয়া ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। আজ সমস্ত দিন সকলেরই মুখে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিয়া চারি দিকে ধর্ম্মের আলোচনা দেখিয়া কার না হৃদয় আনন্দে বিস্ফারিত হইয়াছে। কোন্ ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্‌ভক্ত সাধু বঙ্গ দেশের মধ্যে, পাপ-দূষিত ক্ষীণ হীন মলিন বঙ্গ ভূমির অভ্যন্তরে দেবআচরিত স্বর্গীয় সুখ প্রদর্শন সন্দর্শন করিয়া ধর্ম্মাবহ পতিত-পাবন পরমেশ্বরের সন্নিধানে কৃতজ্ঞ না হইয়াছেন। আজ কোন্ কোমল-হৃদয় ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্যক্তি না স্বদেশের এই মাঙ্গলিক ব্যাপার উপলক্ষে সজন নির্জনে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। স্বদেশের শ্রী-সৌভাগ্য সন্দর্শন করিবার জন্য যাঁর নয়ন-যুগল উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, স্বজাতির ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের নিমিত্ত যাঁর চিত্ত সর্ব্ব ক্ষণ ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে, নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম-জনিত এই মহোৎসবে তাঁর হৃদয় তো আহ্লাদে নৃত্য করিবেই। আজকার এই উৎসবকে তিনি তো সমুদায় ভারত ভূমির মহোৎসব বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেনই। স্বদেশের কোন প্রকার বৈষয়িক স্বাধীনতা লাভের দিন স্মরণ করিয়া প্রতিবর্ষে যখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বিবিধ প্রকারে মনের উল্লাস প্রকাশ করে, তখন যে দিনে ভারত বর্ষের বঙ্গ দেশের মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে এই আদি ব্রাহ্মসমাজ-রূপ অমৃত তরু প্রতিষ্ঠিত হয়, মহাত্মা রামমোহন রায় বাইবলিক কোরানিক, তান্ত্রিক পৌরাণিক প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়দিগকে পরাস্ত পরাভূত করিয়া যে

দিনে এখানে ব্রহ্মনামের জয় পতাকা উড়ান করিয়া জগতে সত্যের জয় ধর্ম্মের জয় বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনামের জয় ঘোষণা করিলেন—সমুদায় ভারত-ভূমির আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের সুপ্রশস্ত ধর্ম্মবর্ত্ম উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এই ব্রাহ্মসমাজরূপ অপার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন, তিনি যে দিনে সবল দুর্ব্বল, পণ্ডিত মুর্খ, ভীরু সাহসী, স্বদেশী বিদেশী সকলকেই তুল্য রূপে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা করিবার অধিকার নির্দ্দেশ করিলেন; আজ সেই পবিত্র দিন সেই মাঘের পবিত্র একাদশ দিবস; আজকার এই উৎসব কি সাধারণের উৎসব হইবে না? ইহা কি বঙ্গ দেশের—সমুদায় ভারত বর্ষের—সসাগরা পৃথিবীর ধর্ম্মজীবী জীবদিগের মহোৎসব নহে? এই পবিত্র পরিশুদ্ধ উন্নত ধর্ম্ম-জনিত উৎসবকে কি কোন পরিবার বিশেষের আনন্দ উৎসব বলিয়া নিরস্ত থাকা যাইতে পারে? সূর্য্য যেমন সাধারণের আলোক বিধাতা, ঈশ্বর যেমন পাপী পুণ্যাত্মা সকলেরই পরিত্রাতা মুক্তিদাতা, উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম-জনিত এই উৎসব সেই প্রকার সকল দেশীয় সকল লোকেরই মহোৎসব।

যিনি ধর্ম্মের উন্নতিকেই জগতের প্রকৃত উন্নতি বিবেচনা করেন, আত্মার উৎকর্ষ সাধনকেই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাদৃশ মহাপুরুষ আজি হিমাচলে, কি সিন্ধু-সলিলে, ইউরোপ খণ্ডে, কি আমেরিক রাজ্যে যেখানে কেন অবস্থান করুন না, আজকার বিমল আনন্দ, নদ নদী সিন্ধু সাগর, পর্ব্বত প্রস্তর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁর প্রশস্ত হৃদয়-ভূমিকে প্লাবিত করিবেই করিবে।

যিনি সমুদায় মানব জাতিকে স্বাভাবিক ভ্রাতৃ-ভাবে আবদ্ধ হইয়া সাধারণপিতা একমেবাদ্বিতীয়ং সৎস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় নিমগ্ন দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তো সমুদায় মানবকুলের সাধারণ উপাসনা গৃহ-স্বরূপ এই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা-দিন স্মরণ করিয়া প্রেমোৎফুল্ল হৃদয়ে ঈশ্বরের যশোগানে প্রবৃত্ত হইবেনই।

যিনি অপৌত্তলিক ধর্ম্মসূত্রে সমুদায় মনুষ্য জাতিকে আবদ্ধ হইতে অভিলাষ করেন, যিনি ধর্ম্মজনিত সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদকে পৃথিবী হইতে চির কালের জন্য বিদায় দিয়া তৎপরিবর্ত্তে আন্তরিক অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ-ভাব বিস্তারিত করিবার প্রার্থনা করেন, তিনি এই উদার উন্নত একেশ্বর-প্রতিপাদক অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম-জনিত এই উৎসব-আনন্দ ভিন্ন আর সাংসারিক কোন্ কার্য্য সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন?

ধর্ম্ম-জনিত মত-ভেদই লোক-সমাজের একমাত্র অনৈক্যের কারণ। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার দুষিত বিশ্বাসই পরস্পর বিদ্বেষ বৈর ভাবের অন্যতর সোপান। ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক মতই মানবকুলের স্বাভাবিক ভ্রাতৃ-ভাব বিনাশের এক মাত্র সাধন। ব্রাহ্মধর্ম্মে—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে তাদৃশ কোন কলঙ্ক, কোন অপবাদ নাই। এই মোহান্ধ মর্ত্ত্য লোকের মধ্যে এক-ঈশ্বর-প্রতিপাদক নিষ্কলঙ্ক ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদায় মানবকুলকে ধর্ম্মজনিত বিবাদ বিসম্বাদ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া সেই ব্রহ্মের দিকেই লইয়া যাইতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট দিশাহারা মনুষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরেরই যশ কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি ঈশ্বর-পিপাসু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু জনগণের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে এই সত্য প্রচার করিতেছেন, ব্রহ্মের শরণাপন্ন হও, তিনি বিনা আর গতি মুক্তির অন্য উপায়

নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" তিনি ক্ষুদ্র পরিমিত বিষয়াসক্ত সুখেচ্ছু, মুক্তি-প্রার্থী জীবদিগকে পরিমিত বস্তুর আরাধনা হইতে বিরত হইয়া ভূমা ঈশ্বরের শরণাগত হইবার জন্য গম্ভীর স্বরে এই কহিতে-ছেন "যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখ-মস্তি। ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসি-তব্যঃ। যিনি ভূমা, তিনি মহান্ তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই। ভূমা ঈশ্বরই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।" পাছে অল্প-বুদ্ধি লোকেরা সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের উপাসনা না করিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, পাছে উপদেশ-দোষে বা দৃষ্টান্ত-প্রভাবে লোকে ক্ষণভঙ্গুর পরিমিত বস্তুকেই অজর অমর অশোক অভয় অপরিমিত ব্রহ্ম বা তাঁহার অংশ বলিয়া তাহারই অর্চ্চনায় ধাবিত হয়, এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে সৃষ্ট বস্তুর সহিত সেই "অকাল মুরত" অনাদ্যনন্ত নির-তিশয় পরমেশ্বরের প্রভেদ প্রদর্শন করি-তেছেন "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।" যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে। লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগকে সৃষ্ট বস্তুর আরা-ধনা হইতে—নরদেবতার উপাসনা হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য ঈদৃশ মধুময় উপদেশ দ্বারা প্রতিক্ষণেই সতর্ক করিতেছেন। পাছে মনুষ্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে নেতা উপদেষ্টা বা মধ্যস্থ করিয়া আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িয়া ক্রমে অধোগতি লাভ করি, ঈশ্বরের প্রেমোজ্জ্বল মুখ-জ্যোতি দে-খিতে না পাইলে অন্ধীভূত হই, এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে আত্মার সম্মুখে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরকে স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই আদর্শ ও অনুকরণ করিতে আদেশ করিতেছেন।

হে ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জন সকল! আমরা আমারদের সৌভাগ্য-বলে দেব-প্রসাদে উন্নতির প্রকৃত পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মোহময় সংসার-তিমিরের মধ্যে আমরা প্রকৃত জ্যোতি লাভ করিয়াছি। মর্ত্ত্য লোক-বাসী হইয়া ব্রহ্ম-ধামের সুন্দর সরল সোপান লাভ করিয়াছি। সাবধান, যেন আমরা নিজ নিজ দোষেই এই দেব-তুল্য অধি-কার হইতে বিচ্যুত না হই। যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এখন ভারতের শিরোভূষণ ও বঙ্গ-বাসীদিগের সর্ব্বস্ব ধন হইয়া এখানে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন, সৃষ্টির প্রথম দিন হইতেই ভূমণ্ডলের সকল দেশে সকল স্থানেই ইহার স্বর্গীয় স্ফুলিঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল—বিদ্যুতের ন্যায় কত অসংখ্য অসংখ্য আ-ত্মার সংশয়-অন্ধকার বিনষ্ট করিয়াছিল, শুদ্ধ লোকের বিহিতরূপ যত্নের অভাবে তাহা এত দিন পরিশুদ্ধ ভাবে কোন দেশেই বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, সাধকের সাব-ধানতা ও সতর্কতার অসদ্ভাবে ইহা প্রায় কুত্রাপিই নিষ্কলঙ্ক ভাবে দীর্ঘ কাল অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই ধর্ম্ম-প্রধান ভারত বর্ষের প্রতিই কেন এক বার চাহিয়া দেখ না, ইহার দেশ বিশেষে সময় বিশেষে ব্রহ্ম-জ্ঞানের কত দূর আলোচনা হইয়াছিল, এখন যে সকল অক্ষয় সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে অল-

স্ফুত করিয়া দীপ্তি পাইতেছে—যে এক একটী মহাবাক্য এখন অসংখ্য অসংখ্য আত্মার ঈশ্বর-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে, এই নির্ম্মল সত্য সকলও নানা কারণে নানা সংস্রবে কত কাল পর্য্যন্ত এখানে ভূস্তর-নিহত রত্নের ন্যায় শাস্ত্র-সিন্ধু-গর্ভে প্রোথিত ছিল। নানা আবরণ মধ্যে—মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় এই বিশুদ্ধ মত এখানে অপ্রকাশিত ছিল। কত দুঃখ ক্লেশের পর, কত যুগ যুগান্তরের অনুসন্ধানের পর, কত কালের কত প্রকার নিদারুণ ধর্ম্ম-যুদ্ধের পর এই অক্ষয় নিধি আবার আমারদিগের হস্তগত হইয়াছে। কেবল এই অতুল্য অমূল্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবেই এই বঙ্গ দেশ দেশের মধ্যে—এই ক্ষীণ হীন পরাধীন বঙ্গবাসিগণ মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। এখন যদি আমরা এই অমূল্য ধন রক্ষণ পোষণের জন্য বিহিত রূপ যত্ন না করি, এখন যদি আমরা লোক-রঞ্জন নিমিত্ত সময় বিশেষে পাত্র বিশেষে ইহাকে পূর্ব্বমত বিবিধ বেশে প্রদর্শন করি, এখন যদি আমরা ইহার প্রচার বিষয়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন না করি, তাহা হইলে বলিতে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, হয় তো আবার আমাদিগকে অনাথ করিয়া এই সত্য-রত্ন অপরাপর সাম্প্রদায়িক মত বিশেষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইবেন। অথবা এখান হইতে তিরোহিত হইলে এই দুর্ব্বল দেশ—এই দুর্ব্বল জাতি আবার সকলের ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িবে। অতএব যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল অব্যাহত রাখিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারি, দেশীয় সকল লোকের আত্মাতেই ইঁহাকে বদ্ধমূল করিতে পারি, তৎপ্রতি যেন সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকুক। বিচিত্রতাই যখন জগতের অলঙ্কার, বিভিন্ন প্রকৃতি মানব মণ্ডলীই যখন ভূমণ্ডলের প্রধান অধিবাসী, তখন দেশ বিশেষের রীতি নীতি তো বিভিন্ন প্রকার হইবেই, জাতি বিশেষের আচার ব্যবহার, বেশ বিন্যাস তো নানা বিধ থাকিবেই, কিন্তু সকল দেশীয় সকল জাতীয় জ্ঞান-ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ রীতি নীতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল যাহাতে সকল স্থানে এক ভাবে দীপ্তি পায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপ অমূল্য-রত্ন সকল দেশীয় লোকেই যাহাতে আপনাদিগের নিজস্ব ধন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, এই রূপে যেন ইঁহাকে প্রচার করিতে আমরা যত্নযুক্ত হই। সূর্য্য যেমন এক ভাবে থাকিয়া সকল দেশের সকল প্রকার জীব জন্তু ওষধি বনস্পতি সকলকে রক্ষণ পোষণ করিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল সেই রূপ অব্যাহত থাকিয়া সহস্র ভাষায় সহস্র উপায়ে ঘোষিত প্রচারিত হইয়া সকল আ° যেন ঈশ্বরের প্রতি উন্নত করে। সকল দেশকে উজ্জ্বল করিয়া যেন সমগ্র পৃথ্বী ধামকে স্বর্গ ধাম করিয়া তুলে।

হে ঈশ্বর! তুমি এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংকীর্ণ হৃদয় মানব-মণ্ডলীর মধ্যে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার উন্নত ভাব রক্ষা কর। তুমি ইহার শীতল ছায়ায় সমস্ত মনুষ্য জাতিকে আনয়ন করিয়া সর্ব্বত্র সুখ শান্তি সদ্ভাব বিস্তার কর। সকলের আত্মাকে তোমার প্রতি উন্নত কর। তুমি সকলের প্রীতি পূজা গ্রহণ কর। সমুদায় ভূমণ্ডলকে তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত কর। তোমার সন্নিধানে এই আমারদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই উপদেশ প্রদান করিলেন ;—

"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যো র্মা অমৃতংগময়"

"যাঁহারা অসত্যের ভয়ে, অন্ধকারের ভয়ে ও মৃত্যুর ভয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছেন,

ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাদিগকে লইয়া এই ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব। যখন মনে হয়, আজি মাঘ মাসের একাদশ দিবস, আজি আমাদের আদি সমাজের জন্ম দিবস, আজি অন্ধকারিত মর্ত্ত্য লোকে সূর্য্যোদয়ের প্রথম দিবস, তখন কি আশ্চর্য্য আনন্দরস হৃদয় হইতে উচ্ছলিত হয়! সেই আনন্দ হৃদয়-কন্দরে বদ্ধ না হইয়া অদ্য এই মহোৎসবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আজি ব্রাহ্মদিগের উৎসব, আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎসব, আজি ধর্ম্মরাজ্যের অধিবাসী বিশ্বস্ত প্রজাগণের উৎসব, আজি ধর্ম্মরাজের জয় ঘোষণার উৎসব; যিনি আমাদিগকে সত্য দ্বারা জ্যোতি দ্বারা অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেন, আজি সেই বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্ম নামের উৎসব। হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদের হৃ· ধন; হৃদয়-মন্দিরে অনুক্ষণ বিরাজিত আছ; আজি তোমার সৌরভে হৃদয় আমোদিত হইয়াছে। আজি তোমারই প্রসাদে সুপ্রভাত হইল; আজি তোমারই সঙ্গে সমস্ত দিন থাকিতে পাইলাম; এখন তোমারই সম্মুখে উৎসব-সুখ সম্ভোগ করিতেছি। হে পরমেশ্বর! তোমাতেই যাঁহাদের উৎসব, তোমাতেই যাঁহাদের আমোদ, তোমাতেই যাঁহাদের ক্রীড়া, আজি তাঁহাদের হৃদয় মধু বর্ষণে পূর্ণ হইয়াছে। হে ব্রাহ্মগণ! হৃদয় প্রশস্ত কর, আজি অমৃত-ধারা মুক্ত হস্তে বিতরিত হইতেছে। গায়ক! আজি উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মনাম গান কর; সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হউক। পৃথিবী! আজি ধন্য হও, তোমার অধিপতির নামে মহোৎসব হইতেছে। দর্শকগণ! আজি দর্শন কর, আমরা কি মহত্তর ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছি।

সম্মুখে কি মনোহর দৃশ্য! এই নিস্তব্ধ জনসম্বাধ আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা দর্শন করিতেছেন। হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে যে সংকীর্ণ জলধারা নিঃসৃত হইতেছিল, তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া ভারত বর্ষকে প্লাবিত করিতেছে, ইহাই দেখিতেছেন। যে বিন্দুমাত্র বীজ মনুষ্যগণের অজ্ঞাতসারে ধূলির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক সহস্রকে ছায়া দান করিতেছে, ইহাই দেখিতেছেন। যে ক্ষুদ্রতম কীট গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বিস্তীর্ণ দ্বীপ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের নিবাস ভূমি হইল, ইহাই দেখিতেছেন। ইহা ঈশ্বরেরই মহিমা, যিনি অন্ধকার ও আকাশের গর্ভ হইতে জ্যোতির্ম্ময় লোক সকল উৎপন্ন করিলেন। ইহা তাঁহারই মহিমা, যিনি আকাশের মধ্যে জড়, জড়ের মধ্যে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে মন ও মনের মধ্যে জ্ঞান উৎপন্ন করিলেন। তিনি মনুষ্যকে অসত্য হইতে সত্যেতে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে ও মৃত্যু হইতে অমৃতেতে উপনীত করিবার জন্য এই মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মলোক আমাদের গন্তব্য স্থান—ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন আমাদের লক্ষ্য। আমরা অনন্ত জীবন লাভ করিয়াছি। সেই জীবন প্রতি আত্মাতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমরা তাহা অনুভব করিতেছি। শরীরের প্রাণ আমাদের প্রাণ নহে; শরীরের ধ্বংস আমাদের ধ্বংস নহে। সেই অনন্ত জীবন আমাদের অধীন নহে; তাহাতে আর এক জনের হস্ত দেখিতেছি। তিনিই আমাদের প্রভু। শরীর আমাদের গৃহ; কিছু দিনের জন্য ইহাতে আধিপত্য করিতেছি। তিনি যখন আদেশ করিবেন, তখনই এই গৃহ পরিত্যাগ করিব। তিনি স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন; বিনাশ করিবেন না। আত্মাতে অমৃতের বীজ নিরীক্ষণ করিতেছি; সেই বীজ মৃত্যুর বিপরীত বস্তু; তাহা অনন্ত জীবন।

পৃথিবীর ধূলি, বৃক্ষলতার প্রাণ ও পশু পক্ষীর মন অপেক্ষা মনুষ্যের আত্মা উৎকৃষ্ট পদার্থ। সেই উৎকৃষ্ট ভাব উৎকৃষ্ট লোকে অনুভব করিতেছেন এবং জানিতেছেন যে সেই উৎকৃষ্ট ভাব পৃথিবীতে বিলীন হইবার নহে। সেই অনন্ত জীবনের সঙ্গে একটি অনিবার্য্য কামনা গ্রথিত হইয়া আছে। মনুষ্য মাত্রেই সেই কামনার বশীভূত। মনের বিচিত্র ভাবের মধ্যে সেই কামনা আধিপত্য করিতেছে। ক্ষুধার সময় ভোজন কর, পিপাসার সময় পান কর, স্বাস্থ্য সুখ অনুভব কর, কর্ম্ম কর, বিশ্রাম কর, অবশ্যই এক প্রকার তৃপ্তি লাভ হইবে; কিন্তু সেই দুর্জ্জয় কামনা সেই তৃপ্তির মধ্যেও অতৃপ্তি আনিয়া দিবে। ধন হউক, মান হউক, যশ হউক, অবশ্যই সুখানুভব হইবে; কিন্তু সেই দুর্নিবার কামনা সেই সমস্ত সুখের মধ্যেও অসুখ আনিয়া দিবে। শরীর রক্ষা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত ঈশ্বর নানাবিধ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন; নানাবিধ আয়োজন দ্বারা সেই সমস্ত প্রবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে হয়। কিন্তু সেই পরিতুষ্ট অবস্থাতেও আমাদের অভাব পরিপূর্ণ হয় না। আত্মা তখনও যেন কিসের জন্য বিলাপ করিতে থাকে। কিসের দ্বারা সেই কামনা পরিপূর্ণ হইবে, অনেক দিন তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। আত্মা মর্ত্ত্য লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিতে চায়—অপূর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণতার সহিত মিলিত হইতে চায়। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, ব্রহ্মলোক আমাদের গম্য স্থান—ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন আমাদের লক্ষ্য। সেই ব্রহ্মলোক আমাদের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা মোহান্ধ বলিয়া দেখিতে পাই না। দূর হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করিবার প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর আলিঙ্গনেরও অপেক্ষা করিতে হয় না। আকাশ তাহা দূরে রাখিতে পারে না; কাল তাহাকে বিলম্বিত করিতে পারে না। কেবল আমাদের উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মলোক আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সত্য এই ব্রহ্মলোকের পথ। সত্যেতে আরোহণ করিয়া এই ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রথমেই সত্য চাই। মন যদি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, বাক্য যদি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, ব্যবহার যদি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তবে আমরা অবিলম্বেই লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইব। যে পরিমাণে সত্য হইতে ভ্রষ্টতা, সেই পরিমাণে ঈশ্বর হইতে দূরতরে পতন। অসত্য যদি আমাদের বন্ধু হয়, তবে সত্য আমাদের শত্রু হইবে এবং ব্রহ্মলোক আমাদের নিকট রুদ্ধ থাকিবে। যদি ভ্রান্তিক্রমে অসত্য সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবে যত দিন সেই ভ্রান্তির অবসান না হইবে, ততদিন দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে হইবে; গম্য স্থানে উপনীত হওয়া যাইবে না। যদি জ্ঞানপূর্ব্বক সত্যপথ পরিত্যক্ত হয়, তবে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বনাশ করিতেছি। তিনিই ধন্য যিনি অসত্যকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সত্যেতে আপনার জীবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে অনেক সময় সত্য পরাভূত হয় ও অসত্য জয় লাভ করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা জয় লাভ নহে। ধনের জন্য, মানের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য অনেক সময় সত্য লুক্কায়িত ও অসত্য প্রচারিত হইতেছে। যে আবরণ মনুষ্যের চক্ষুকে আচ্ছাদিত রাখিয়াছে, যদি সহসা তাহা উদ্ঘাটিত হয়, তাহা হইলে মর্ত্ত্য লোকের আর এক মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইবে। তখন অনেক প্রফুল্ল বদন মলিন হইবে, অনেক জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে; অনেক হাস্য হাহাকার হইয়া উঠিবে, অনেক উচ্চতা নীচত্ব হইয়া

পড়িবে এবং অনেক অগ্রগামী পশ্চাতে পড়িবেন। কালান্তরে অথবা লোকান্তরে এই আবরণ উন্মোচিত হইবে, এবং এই বিষাদ-জনক দৃশ্য দৃষ্ট হইতে থাকিবে। এক্ষণে যাহা স্বার্থের অনুকুল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তখন তাহা সমুদায় স্বার্থের ঘোর শত্রু হইবে। সত্যের বিরোধে চলিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা বাস্তবিক লাভ নহে, বিনাশ। তাহা আমাদিগকে ব্রহ্মলোক হইতে বহু দূরে নিপাতিত করে। যিনি প্রাণপণে সত্যকে ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অবসন্ন হইতেছেন, তাঁহার সেই অবসন্নতা পরিণামে প্রচুর মঙ্গল উৎপন্ন করিবে। যিনি সত্যের জন্য অবমাননায় পড়িতেছেন, ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন এবং অপদস্থ হইতেছেন, তাঁহার সেই অবমাননা সম্মানে পরিণত হইবে, ক্ষতি লাভ হইয়া উঠিবে এবং অপদস্থতা উচ্চ পদ প্রদান করিবে। তিনি অবিলম্বে ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপ্তকাম হইবেন। লোকের নিকট সত্য রক্ষার ভাণ করা ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য নহে। এই দুর্ব্বলতার মধ্যে, এই প্রলোভনের মধ্যে এই কোলাহলের মধ্যে যদি বহু কষ্টে সত্যকে রক্ষা করিতে পারি, তবে ঈশ্বরকেই ধন্যবাদ দাও এবং সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের এই অনুশাসন প্রতীক্ষা করিয়া থাক যে, "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা।"

সাধু ভাব এই পথের জ্যোতি; ব্রহ্মধামে গমন করিবার এক মাত্র আলোক। সাধু ভাব ব্যতিরেকে সমুদায়ই অন্ধকার ও মলিনতায় আচ্ছন্ন হয়। এক মাত্র সাধু ভাবই আমাদের জ্ঞান-নেত্রে জ্যোতি দান করে। সাধু ভাবই আমাদের জীবনের জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য। যিনি সাধু ভাব সহকারে অগ্রসর হন, প্রতি পদনিক্ষেপে তাঁহার হৃদয়াকাশে পুষ্পবৃষ্টি হয়। যাঁহার হৃদয়ে অসদ্ভাব রাজত্ব করে, তিনি আপনিই যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইতে থাকেন; তাঁহার সুখ থাকে না, স্বস্তি থাকে না, আরাম থাকে না। তিনি আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হন; ঈশ্বরের পথ একে বারে বিস্মৃত হইয়া যান। সাধু ভাব স্বর্গ সুখ প্রদান করে; অসাধু ভাব নরক যন্ত্রণা আনিয়া দেয়। যাঁহার হৃদয় দ্বেষ ও ঈর্ষায় মলিন, যাঁহার চক্ষু ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দোষানুসন্ধানেই উন্মীলিত, যাঁহার জিহ্বা তাঁহাদের গ্লানি কীর্ত্তনেই নিযুক্ত, যাঁহার হস্ত পদ তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনেই ধাবিত, ঈশ্বর এমন দুর্ব্বৃত্ত পুত্রগণকে আপনার শান্তিনিকেতনে স্থান দান করেন না। যেমন আলোকের সহিত অন্ধকারের মিল নাই, তেমনি প্রেমময় ঈশ্বরের সহিত অসাধু হৃদয়ের যোগ হয় না। যাঁহার হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে আর্দ্র হইয়া আছে, যাঁহার বক্ষঃস্থল মনুষ্যকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত পুলকিত হইতেছে, যাঁহার হস্ত অপরাধীর মস্তকে কোমল হইয়া পড়ে, যাঁহার চক্ষু দীন হীনের পর্ণকুটীরে অশ্রুপাত করে, তাঁহার গমনের পথ আলোকময় হইয়াছে। হে সাধু ঈশ্বর প্রেমী! তোমার সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। ত্রিভুবনের রাজা প্রতি দিন তোমার হৃদয়-কুটীরে অতিথি হন। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের দুঃখ দেখিয়া তোমার চক্ষু হইতে যে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে, তাহার এক এক বিন্দু তোমার জন্য এক এক অমৃত হ্রদ নির্ম্মাণ করিতেছে। তোমার ক্ষমাগুণে দেবতারা ধন্যবাদ করিতেছেন। তোমার তপস্যা প্রভাবে স্বর্গদ্বার আপনা হইতে উন্মোচিত হইতেছে। আমরা এক্ষণে যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, যে সকল লোকে পরিবেষ্টিত আছি, এবং যে অবস্থায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছি, ইহাতে সাধু ভাব উপার্জ্জন করা, সাধু ভাব রক্ষা

করা ও সাধু ভাব বর্দ্ধন করা বীর পুরুষের কার্য্য। এখানে আপনার সাধু ভাব রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ অতি দুষ্কর ত্যাগ সকল স্বীকার করিতে হয় এবং ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হয়, আর কোন কার্য্যের জন্যই সেরূপ নহে। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এখানে মত্ততা বলিয়া উপহসিত হয়; উদার ভ্রাতৃভাব এখানে জঘন্য বলিয়া ঘৃণিত হয়; মধুময় নিঃস্বার্থতা প্রবঞ্চনার সুযোগ বলিয়া এখানকার লোকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। দুর্ব্বল ভ্রাতৃগণের মস্তকে পদার্পণ করাই এখানকার জয়; ন্যায়ের মস্তক চূর্ণ করিয়া সুকৌশলে স্বার্থ সাধন করাই এখানকার প্রশংসনীয় চাতুরী; আপনার দোষ আচ্ছাদন করাই এখানকার সম্ভ্রম; অন্যের দোষ কীর্ত্তন করাই এখানকার আমোদ। এই সকল প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়া সাধু ভাবে উন্নত হইতে হইবে; তবে ব্রাহ্ম হওয়া যাইবে। ঈশ্বরের উদার প্রেম এবং মনুষ্যের কার্য্য-প্রণালী অনেক স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া আছে। যখন হৃদয় অসাধু ভাবে কলুষিত থাকে, তখন তাহার দোষ উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যখন সাধু ভাব জাগ্রৎ হয়, তখন তাহা আর সহ্য করা যায় না। এই জন্য সংসারের সহিত সাধু হৃদয়ের সর্ব্বাংশে মিল হয় না। এক দিকে পক্ষপাত, অন্য দিকে বিদ্বেষ সাধু ভাবকে আক্রমণ করিয়া আছে। ব্রাহ্মগণ! এই দুরবস্থার মধ্যে থাকিয়াও সাধু ভাব উপার্জ্জন করিতে হইবে; তাহার কি উপায় স্থির করিতেছ? ঈশ্বরের এই আদেশ স্মরণ কর। "সাধুরেব সদা ভবেৎ।" ঈশ্বরের সহিত সম্মিলন আমাদের লক্ষ্য, তাঁহার মঙ্গল ভাব অনুসারে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

স্বাধীনতা সেই পথের সম্বল; স্বাধীনতাই আমাদের বল; স্বাধীনতাই আমাদের জীবন; স্বাধীনতাই অমৃত। যাহাতে স্বাধীনতা নাই, তাহাই মৃত্যু। মৃত ব্যক্তির গতি-শক্তি থাকে না। আমরা যাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতে যাইতেছি, তিনি মুক্তস্বভাব এবং আমাদের আত্মাতেও মুক্তির বীজ যে স্বাধীনতা তাহা তিনি স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন; এই জন্যই আমরা তাঁহার সহিত সম্মিলনের অধিকারী হইয়াছি। স্বাধীন পুরুষেরাই সত্যের পথ দেখিতে পান, স্বাধীন পুরুষেরাই সাধু ভাবের জ্যোতি লাভ করেন, স্বাধীন পুরুষেরাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারেন। সেখানে কেবল স্বাধীনতারই উৎসব। সংসারের দাস সংসারে ঘূর্ণমান হউন, সমাজের দাস সমাজের পদ-সেবা করুন, প্রবৃত্তির দাস পশুদের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে থাকুন; স্বাধীন পুরুষেরা সমস্ত জগৎ অধিকার করিবেন। ব্রাহ্মগণ! স্বাধীন ভাবে দৃষ্টিপাত কর, সত্যের পথ আবিষ্কৃত হইবে, স্বাধীন ভাবে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত কর, সরলতার অভ্যাস হইবে ও সাধু ভাব বর্দ্ধিত হইবে; স্বাধীন ভাবে গমন করিতে থাক, নিরাপদে উত্তীর্ণ হইবে। সংসারের ভাব কি এখন চিনিতে পারা যায় নাই? সংসার বলবানের দাস, কিন্তু দুর্ব্বলের কালান্তক যম। স্বাধীন পুরুষেরা ইহার মস্তকে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধ্বমুখে উত্থিত হন; অধীনেরা ইহার পদাঘাতে অধঃপথে নিপাতিত হয়। স্বাধীন ভাব যত পরিত্যক্ত হয়, সংসার ততই আক্রমণ করে; হৃদয় যত ভীরু হয়, সংসার ততই ভীষণ হইয়া উঠে। অতএব ব্রাহ্মেরা যেন চিন্তাতে ভাবেতে কার্য্যেতে স্বাধীনতা পরিত্যাগ না করেন। ভয়ের ন্যায় অনুকরণও আমাদের স্বাধীনতা সংকুচিত করে। অনুকরণ কেবল পশু-পক্ষীদিগকেই শোভা পায়; স্বাধীন-জীবন মনুষ্যকে নহে। মনুষ্যের অলঙ্কার স্বাধীনতা। অনুদার

সংসার কাহারও স্বাধীনতা দেখিতে পারে না; স্বাধীন ভাব দেখিলেই ভীত হইয়া কোলাহল করে। হে সংসার! যে সুন্দর পক্ষী, ঈশ্বর তোমার নীড়ে পোষণ করিতেছেন, অসীম আকাশ তাহার সঞ্চরণ স্থান। অদ্যাপি তাহার পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই বলিয়া তাহাকে নির্য্যাতন করিও না; সে পক্ষী তোমাতে চির কাল বদ্ধ থাকিবার নহে; তাহাকে বন্ধন করিয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিনাশ করিও না; তাহাকে স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে দাও; তোমারও মঙ্গল হইবে, পক্ষীও আরাম পাইবে।

ব্রহ্মলোক আমাদের গম্য স্থান; সেই ব্রহ্মলোক আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্য সেই ব্রহ্মলোকের পথ; সাধু ভাব সেই পথের আলোক; স্বাধীনতা আমাদের সম্বল। সত্য, সাধু ভাব ও স্বাধীনতা ব্যতীত সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ মুক্তস্বভাব ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনের আর উপায় নাই। যাহাতে সত্য নাই, তাহাই অসৎ; যাহাতে সাধু ভাব নাই, তাহাই মলিন—অন্ধকার; যাহাতে স্বাধীনতা নাই, তাহাই মৃত্যু। সত্যই সৎ, সাধু ভাবই জ্যোতি, ও স্বাধীনতাই অমৃত। যদিও স্বর্গদ্বার অবিশ্রান্ত মুক্ত হইয়া আছে; সত্য, জ্যোতি ও অমৃত অনবরত বর্ষিত হইতেছে; কিন্তু মর্ত্ত্য লোক এমনি মলিন যে, ইহার সংসর্গে সত্য অসত্যের সহিত জ্যোতি অন্ধকারের [illegible] ও অমৃত মৃত্যুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। নির্ঝরের নির্ম্মল ও সুস্বাদু জল ধরাতলে পড়িয়া যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই মলিন ও বিস্বাদু হইয়া যাইতেছে; পরিশেষে নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া রূপান্তর ও স্বাদান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সূর্য্য যেমন সহস্ররশ্মি বিস্তার করিয়া তাহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে, বাষ্প করিয়া আকাশে সঞ্চিত করে, এবং নির্ম্মল ও সুস্বাদু করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে বর্ষণ করে, সেই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম অসত্য হইতে সত্যকে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিকে ও মৃত্যু হইতে অমৃতকে পৃথক্ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎসব।

এক্ষণে আমরা কি করিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়তায় ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইব? না অসত্যের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যে ও মৃত্যুর মধ্যে পতিত থাকিয়া আপনাকে বিনাশ করিতে থাকিব? এ সময়ে চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন-বিপত্তি দেখিয়া কি কালান্তরের প্রতীক্ষা করিব? পৃথিবীতে বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া কি লোকান্তরের অপেক্ষা করিব? কে বলিতে পারে যে, কালান্তরে ও লোকান্তরে কিছুই বিঘ্ন নাই? আমরা যে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি কেবল বিলম্ব করিবার নিমিত্তে? ভোগ করিবার নিমিত্তে নয়? "শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং। নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতং।" কল্যকার কাজ অদ্য করিয়া লও; অপরাহ্ণের কাজ পূর্ব্বাহ্ণে শেষ কর; মৃত্যু তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে না। হয় উর্দ্ধেতে উত্থান, নয় অধোতে পতন; মধ্য স্থলে দণ্ডায়মান থাকিবার স্থান নাই। যদি বিলম্ব করি, পশ্চাতে পড়িব, অতএব সত্বর হওয়াই উচিত। পদ যেন সম্মুখের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়, পশ্চাতে নয়। বিঘ্নকারী শত্রুগণ আমাদের অন্তরে, বাহিরে নয়। অন্তরের শত্রুগণই আমাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছে, আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে। বাহিরের শত্রুগণ বাস্তবিক শত্রু নহে, কৃপাপাত্র অভিদীন। পৃথিবীর বিঘ্ন পৃথিবীর কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে পারে; সমাজের বিঘ্ন সমাজের কার্য্যে ব্যাঘাত দিতে

পারে। আত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবে, বাহিরের কোন্ শত্রু ইহা বিস্মিত করিতে সমর্থ হয়? পুত্র যদি পিতার সহিত বিবাদ করে, কে মধ্যস্থ হইয়া নিষ্পত্তি করিতে পারে? পুত্র যদি পিতার নিকট যাইতে চায়, কে তাহাতে বিঘ্ন দিতে পারে? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উন্নত হও, মর্ত্ত্য লোকের দৃষ্টিতে নহে। মনুষ্য বাহিরে থাকে, বাহিরের বিষয় লইয়া বিচার করে। ঈশ্বর অন্তর দেখেন, অন্তর লইয়া বিচার করেন। অন্তরের পাপ ও পুণ্য অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন; ঈশ্বরের হস্ত হইতেই দণ্ড ও পুরস্কার প্রতীক্ষা করিয়া আছি; হে মর্ত্ত্য লোক! তোমার নিকটে নয়। তুমি যশ ও অপযশ দ্বারা অন্তরের ভাব কি পরিমাণ করিবে? পাপের জন্য তোমাকে ভয় করি না; পুণ্যের ফল তোমার নিকটেও প্রত্যাশা করি না। আমার আশা ভরসা তাঁহারই নিকটে, যিনি তোমাকে নিমেষ মধ্যে বিলীন করিতে পারেন। তোমার বিচারে সাধু অসাধু হইতেছে; অসাধু সাধু হইতেছে। তোমার বিচারে ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইতেছে; অধর্ম্ম ধর্ম্ম হইতেছে। তোমার বিচারে পাপ পুণ্য হইতেছে, পুণ্য পাপ হইতেছে। তুমি কত মহাত্মার শোণিত পান করিয়াছ; তুমি কত ক্ষুদ্র ... প্রশ্রয় দান করিতেছ। তোমার নিকট প্রত্যাশা কি? তোমাকে ভয়ই বা কি? তুমি আমার মান সম্ভ্রম লুপ্ত করিতে পার; তুমি আমার খ্যাতি প্রতিপত্তি ধ্বংস করিতে পার; তুমি আমার সর্ব্বস্ব মোষণ করিতে পার; তোমার সমাজ হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিতে পার; তোমার গৃহ হইতে আমাকে দূরীকৃত করিতে পার; অথবা আমার এই শরীর লইয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পার। আমি আমার সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার নিকট গমন করিব, আমার স্নেহ-পূর্ণ মাতার নিকট গমন করিব, সেখানে তোমার কি অধিকার আছে? পিতা! রক্ষা কর; বল দাও, অভয় দাও; তুমি সহায় হইয়া অসৎ হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে ও মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তৎপরে চারিটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

ধন্যবাদ।

আকাশের গ্রহগণে মধুময় ভাব।
দেখায় আমার চক্ষে তব আবির্ভাব॥
পাইয়ে তোমার সঙ্গ যথা চায় মন।
অবাধে নির্ভয় হৃদে করি বিচরণ॥
শৈল সিন্ধু গহনাদি যেথানেতে যাই।
তোমার দয়ার কাজ দেখিবারে পাই॥
অকূল গভীর সিন্ধুতলে দেখি গিয়া।
অতি ক্ষুদ্র কীটগণে কোলেতে লইয়া॥
জননীর মত স্নেহে দিতেছ আহার।
করিছে কেমন তারা সুখেতে বিহার॥
কুশলে করিছ রক্ষা থাকিয়া তথায়।
দেখে না যদিও তারা দেখে না তোমায়॥
পর্ব্বতে গহনে দেখি রয়েছ সেখানে।
পালিতে অগণ্য জীবে নিজের বিধানে॥
যেখানে করিছে লোক বাণিজ্য ব্যাপার।
সেখানে তোমার ভাব দেখি চমৎকার॥
ধর্ম্মের মূরতি ধরি ওহে দয়াময়।
তুমি যেন করিতেছ বস্তু বিনিময়॥
প্রান্তরে কৃষকগণ কৃষি কর্ম্ম করে।
আশ্চর্য্য করুণা দেখি তাদের উপরে॥
কৃষাণ হইয়া যেন ঢালিতেছ জল।
এক ফলে দিতেছ হে শত শত ফল॥
যেখানে দরিদ্রগণে দাতা করে দান।
সেখানে রয়েছ দেখি তুমি বিদ্যমান॥
দান-সুখ দান করি দাতার অন্তরে।
বাড়াইছ দয়াধর্ম্ম উত্তরে উত্তরে॥
বালক বালিকা যথা করে অধ্যয়ন।
তথায় তোমারে দেখি গুরুর মতন॥
সুখের সোপান সম দিতেছ হে জ্ঞান।
এই জীব এই জড় এই প্রীতি প্রাণ॥
মার কোলে ছোট ছেলে আধ আধ বোলে।
কত বলে কত হাসে কে না তাহে ভোলে॥
আপনি হাসিছে আর সবে হাঁসাইছে।
চুম্বিয়া বদন মাতা স্নেহ প্রকাশিছে॥
তথায় তোমার অতি অপূর্ব্ব দর্শন।
অনিমিষ হয় আঁখি নিরখি যখন॥

জননীর মনে স্নেহ স্তনে দুধ দিয়া।
পালিছ শিশুরে যেন জননী হইয়া॥
যথা সতী পতিভক্তি করিছে প্রকাশ।
তথা তব প্রেম-মূর্ত্তি হেরি সপ্রকাশ॥
পাপী তাপী যথা হয়ে ব্যাকুলিতপ্রাণ।
বিলপি তোমার কাছে চাহিতেছে ত্রাণ॥
তথা দেখি তুমি হয়ে সখার সমান।
ক্ষমি তারে করিতেছ শান্তিসুখ দান॥

কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৮৯ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ এবং মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	২৪৮।৵০
পুস্তকালয়	৪৪৬৷৶১০
যন্ত্রালয়	৩১৬।৶ ৫
দান	২১০
ডাক মাসুল	২৮।৶১৫
বাটী ভাড়া	৩
অনিরূপিত	২
গচ্ছিত	২২৮।৶ ৫
	১৪৮৩৶১৫

ব্যয়

মাসিক বেতন	২১৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৩১৪।৶১৫
পুস্তকালয়	১০৬
যন্ত্রালয়	১৬৭৸৶০
ডাক মাসুল	৭১৷৶১০
অক্ষর ক্রয়	৪৪।০
আলোকের ব্যয়	২২৶০
অনিরূপিত	২৩৷৶ ৫
গৃহ-সংস্কার	১০০
কাগজ পত্রাদি	১৭। ১০
১১ মাঘের সঙ্গীতাদি মুদ্রাঙ্কন	১৩৷০
গচ্ছিত	৯৫৸ ৫
	১১৯২৸৫

আয়	১৪৮৩৶১৫	
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৭৬ (১০	
		১৫৫৯। ৫
ব্যয়		১১৯২৸ ৫
স্থিত		৩৬৬৷০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

১৭৮৯ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ এবং মাঘ মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ..	২
" দ্বারকানাথ পাল	৷০"
" রাখালরাজ রায়	১
" হরনাথ ঠাকুর	২
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
" হলধর মল্লিক	২
" হরিদাস শ্রীমানি	১
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ .. .	২
" দীননাথ চট্টোপাধ্যায়	।০
	২৪৸০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
" জানকীনাথ ঘোষাল ..	১০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০।০
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" রাজনারায়ণ বসু	১
" কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১
	৪৭।০

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৸৶৫
	৮৬৸৶৫

ব্যয়

মাসিক দান।

মৃত প্রতাপচন্দ্র রায়ের বনিতার কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের বৃত্তি	১০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য দান

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসুর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের বেতন	২০
	৩০

আয়	৮৬৸৶৫	
পূর্ব্বকার স্থিত . ..	১৪৭। ৫	
		২৩৪৶১০
ব্যয়		৩০
স্থিত		২০৪৶১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৪। কলিগতাব্দ ৪৯৬৮। ১০ ফাল্গুন শুক্র বার।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম কল্প

প্রথম ভাগ।

চৈত্র ১৭৮৯ শক।

২২৩ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৩৮

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুর্দশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

গোতম ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সোমো-দেবতা।

১০৭১

১। এতা উ ত্যা উষসঃ কেতু-মক্রত পূর্ব্বে অর্দ্ধে রজসো ভানু-মঞ্জতে। নিষ্কৃণ্বানা আয়ুধানীব ধৃষ্ণবঃ প্রতি গাবো রুষীর্যন্তি মা-তরঃ।

১। 'উ' ইত্যেতৎ পাদ পূরণং 'ত্যাঃ' তাঃ এতাঃ 'উষসঃ' প্রভাত কালাভিমানিন্যো দেবতাঃ 'কেতুং' অন্ধকারাবৃতস্য সর্ব্বস্য জগতঃ প্রজ্ঞাপকং প্রকাশং 'অক্রত' অকৃষত কৃত-বত্যঃ। যস্মাৎ এবং তস্মাৎ উষসঃ 'রজসঃ' অন্তরিক্ষ-লোকস্য 'পূর্ব্বে' 'অর্দ্ধে' প্রাচীন দিগ্‌ভাগে 'ভানুং' প্র-কাশং 'অঞ্জতে' ব্যক্তীকুর্ব্বন্তি 'ধৃষ্ণবঃ' ধর্ষণশীলাঃ যোদ্ধা-রঃ 'আয়ুধানীব' যথা অসি প্রভৃতীনি সংস্কুর্ব্বন্তি। এবং 'নিষ্কৃণ্বানাঃ' স্বভাসা জগৎ সংস্কুর্ব্বাণাঃ 'গাবঃ' গমন স্বভাবাঃ 'অরুষীঃ' আরোচমানাঃ 'মাতরঃ' সূর্য্যপ্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যঃ জগজ্জনন্যো বা উষসঃ 'প্রতিযন্তি' প্রতিদি-বসং গচ্ছন্তি। এবম্বিধা উষসোঽন্ধানাবৃরক্ষন্তিত্যর্থঃ।

১। এই সমস্ত উষা অন্ধকার নিরাস করিয়াছেন। ইহাঁরা আকাশের পূর্ব্বদিকে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যেমন যোদ্ধারা আয়ুধ সকল সংস্কৃত করিয়া থাকে, সেই রূপ ইহাঁরা আপনার কিরণ দ্বারা জগৎকে সং-স্কৃত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা গমনশীল দীপ্তিসম্পন্ন ও সূর্য্যপ্রকাশক। ইহাঁরা প্রতি দিনই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন।

১০৭২

২। উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা স্বাযুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত। অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্ব্বথা রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ।

২। 'অরুণাঃ' আরোচমানাঃ 'ভানবঃ' ঔষস্যো দীপ্তয়ঃ 'বৃথা' অনায়াসেন স্বয়মেব 'উদপপ্তন্' উদগমন তদনন্তরং উষসশ্চ 'স্বাযুজঃ' সুখেন রথে আযোক্তুং শক্যাঃ 'অরুষীঃ' শুভ্রবর্ণাঃ 'গাঃ' পূর্ব্বমুখিতান্ রশ্মীন্ উদৃশীঃ স্ববাহনভূতাশ্চতুষ্পদীর্গা এব বা 'অযুক্ষত' স্বরথে অযো-জয়ন্। উক্তং চ। অরুণ্যো গাব উষসামিতি। এবং গো-ভির্যুক্তং রথমারূঢ়া উষসঃ 'পূর্ব্বথা' পূর্ব্বেষু অতীতেষু অহস্বিব 'বয়ুনানি' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানানি 'অক্রন' অকার্যুঃ উষঃকালে জাতে হি সর্ব্বে প্রাণিনঃ জ্ঞানযুক্তা ভবন্তি। তদনন্তরং 'অরুষীঃ' আরোচমানাঃ তাঃ 'উষসঃ' 'রুশন্তং' রুশদিতি বর্ণনাম রোচতের্জ্জ্বলতি কর্ম্মণঃ ইতি যাস্কঃ। শুভ্রবর্ণং 'ভানুং' সূর্য্যং 'অশিশ্রয়ুঃ' অসেবন্ত তেন সহৈকীভবন্তি ইত্যর্থঃ।

২। উষা দেবিদিগের অরুণবর্ণ দীপ্তি সকল স্বয়ংই উত্থিত হইয়াছে। তৎপরে তাঁহারা সুখ-যোজনীয় শুভ্রবর্ণ গো সমুদায় রথে যোজিত করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সমস্ত প্রাণিকে উদ্বোধিত করিয়া দীপ্তিশীল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়াছেন।

১০৭৩

৩। অর্চন্তি নারীরপসো ন বিষ্টিভিঃ সমানেন যোজনেনা পরাবতঃ। ইষং বহন্তীঃ সুকৃতে সুদানবে বিশ্বেদহ যজমানায় সুন্বতে।

৩। 'নারীঃ' নেত্র্যঃ উষসঃ 'বিষ্টিভিঃ' নিবেশকৈঃ স্বকীয়ৈ স্তেজোভিঃ 'সমানেন' 'যোজনেন' অনেকৈনৈব যোজনেন উদ্যোগেন 'আপরাবতঃ' আদূরদেশাৎ আপশ্চিমদিগ্‌ভাগাৎ 'অর্চন্তি' নভঃ প্রদেশং পূজয়ন্তি কৃৎস্নং জগৎ যুগপদেব আপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। তত্রদৃষ্টান্তঃ 'অপসঃ' 'ন' যুদ্ধকর্ম্মণোপেতাঃ পুরুষাঃ যথা স্বকীয়ৈঃ আযুধৈঃধাটীমুখেন সর্ব্বং দেশং আপ্নুবন্তি তদ্বৎ। কিং কুর্ব্বত্যঃ 'সুকৃতে' শোভনস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্রে 'সুন্বতে' সোমাভিষবং কুর্ব্বতে 'সুদানবে' কল্যাণীঃ দক্ষিণা ঋত্বিগ্‌ভ্যো দদতে যজমানায় 'বিশ্বাইৎ অহঃ' সর্ব্বমেব 'ইষং' অন্নং 'বহন্তীঃ' আবহন্ত্যঃ প্রযচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ।

৩। যেমন যুদ্ধ-প্রবৃত্ত পুরুষেরা স্বকীয় আয়ুধ দ্বারা সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেই রূপ সাধুকারী যজ্ঞানুষ্ঠায়ী দক্ষিণা-দাননিরত যজমানদিগকে অন্ন প্রদান পূর্ব্বক এই নেতা উষা সকল সর্ব্বতঃপ্রসারিত স্বীয় তেজ দ্বারা পশ্চিম দিক হইতে আকাশের বহু যোজন আলোকিত করিতেছেন।

১০৭৪

৪। অধি পেশাংসি বপতে নৃতূরিবাপোর্ণুতে বক্ষ উস্রেব বর্জহং। জ্যোতির্বিশ্বস্মৈ ভুবনায় কৃণ্বতী গাবো ন ব্রজং ব্যুষা আবর্তমঃ।

৪। উষাঃ 'পেশাংসি' রূপং স্বাশ্লিষ্টানি কৃষ্ণবর্ণানি তমাংসি 'অধি' আধিক্যেন 'বপতে' ছিনত্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ 'নৃতূরিব' নৃং কুর্ব্বতি কেশেন রিক্তীকরোতি ইতি নৃতুর্ণাপিতঃ স যথা কেশান নিঃশেষেণ ছিনত্তি এব মুষা অন্ধকারং সমূলং ছিনত্তীত্যর্থঃ। যথা নৃতূরিব নৃত্যন্তী যোষিদিব পেশাংসি রূপমাদৈতত্ত। সর্ব্বৈঃ দর্শনীয়ানি রূপাণি উষা অধিনশতে আত্মন্যধিকং ধারয়তি এবং প্রথমতোহন্ধকারং স্বকিরণৈ র্নিরস্য 'বক্ষঃ' স্বকীয়ং উরঃ প্রদেশং 'অপোর্ণুতে' তমসা নাচ্ছাদিতং করোতি স্বমাত্মনির্ভরতীত্যর্থঃ। 'বর্জহং' পয়সঃ উৎপত্তিস্থানং দোহন সময়ে 'উস্রা' গৌঃ যথা বিবরোতি তদ্বৎ। কিং কুর্ব্বতী 'গাবঃ' 'ন' 'ব্রজং' যথা গাবঃ স্বকীয়ং গোষ্ঠং স্বয়মেব শীঘ্রং ব্যাপ্নুবন্তি এবং স্বয়মেব প্রাচীং দিশং ব্যাপ্য 'বিশ্বস্মৈ' লোকায় 'জ্যোতিঃ' কৃণ্বতী প্রকাশং কুর্ব্বতী এবং উক্তেন প্রকারেণ উষাঃ 'তমঃ' অন্ধকারং 'ব্যাবঃ' বিবৃতং অপশ্লিষ্টং অকরোৎ।

৪। নাপিতেরা যেমন কেশ ছেদন করে উষা সকল সেই রূপ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে উচ্ছিন্ন করিয়া ধেনুগণ যেমন দুগ্ধের উৎপত্তির স্থানকে প্রকাশ করে সেই রূপ স্বয়ং আবির্ভূত হন এবং গো সকল যেমন গোষ্ঠকে ব্যাপিত করিয়া থাকে এই রূপ সমস্ত বিশ্বে জ্যোতি বিস্তার করিয়া অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া থাকেন।

১০৭৫

৫। প্রত্যর্চী রুশদস্যা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্ণমভ্বং। স্বরুং ন পেশো বিদথেষ্বঞ্জঞ্চিত্রং দিবো দুহিতা ভানুমশ্রেৎ॥ ১।৬। ২৪।

৫। 'অস্যাঃ' উষসঃ 'রুশৎ' দীপ্যমানং 'অর্চিঃ' তেজঃ 'প্রতি' 'অদর্শি' সর্ব্বৈঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি প্রথমতো দৃশ্যতে 'বিতিষ্ঠতে' সর্ব্বাসু দিক্ষু বিবিধং অনতিষ্ঠতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। সর্ব্বা দিশো ব্যাপ্য চ 'অভ্বং' মহত্ত্বাদৈতত্ত অতিশয়েন বিপুলং 'কৃষ্ণং' কৃষ্ণবর্ণং অন্ধকারং 'বাধতে' অপসারয়তি 'বিদথেষু' যজ্ঞেষু 'স্বরুং' 'ন' স্বরু নাম্না শকলেন যুক্তং যূপং যথা আজ্যেন অধ্বর্য্যবো 'অঞ্জন্' অঞ্জন্তি তদ্বৎ নভসি স্বকীয়ং 'পেশঃ' রূপং উষা অনক্তি সংশ্লিষ্টং করোতি। তদনন্তরং 'চিত্রং' চায়নীয়ং 'ভানুং' সূর্য্যং 'দিবঃ' 'দুহিতা' দ্যুলোকাৎ উৎপন্না উষা 'অশ্রেৎ' অসেবত। ১।৬।২৪।

৫। লোক সকল উষা দেবীদিগের দীপ্যমান সর্ব্বব্যাপী তেজ প্রত্যক্ষ করি-

য়াছেন। সেই তেজ বিপুল কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারকে দূর করিয়া থাকে, যজ্ঞ কালে যাজ্ঞিকেরা যেমন স্বরুযুক্ত যূপকে আজ্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট করেন, সেই রূপ ইহাঁরা আকাশে আপনার রূপকে ওতপ্রোত করিয়া থাকেন। তৎপরে ইহাঁরা বর্দ্ধনশীল সূর্য্যকে আশ্রয় করেন। ১।৬।২৪।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়।

ষোড়শ উপদেশ।

ঈশ্বরের সহিত বাস।

"তিনি আপনার প্রিয়তমের সহবাসে পরিতৃপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন।"

যেমন বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের এক প্রকার সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ সেই পূর্ণ-স্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টার সহিত মনুষ্যের একটি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আলোকের সহিত চক্ষুর ও শব্দের সহিত কর্ণের কি রূপ সম্বন্ধ ইহা যেমন নিজের পরীক্ষা ব্যতীত অন্যের বাক্যে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, সেই রূপ তাঁহার সহিত আমাদের কি রূপ সম্বন্ধ, তাহা স্বয়ং পরীক্ষা না করিলে আর কেহই স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে কখন পিতা, কখন মাতা, কখন সখা ও কখন রাজা বলিয়া সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে যাই; কিন্তু অন্তরে সেই সম্বন্ধ যেরূপ অনুভূত হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, তিনি পিতাও নহেন, মাতাও নহেন, সখাও নহেন, রাজাও নহেন; প্রত্যুত পিতা হইতেও অধিক, মাতা হইতেও অধিক, সখা হইতেও অধিক, রাজা হইতেও অধিক। পিতা মাতা প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আমরা সংসারের যে সকল গুরুতর সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। পিতা মাতার স্নেহে, সখার প্রেমে ও রাজার ন্যায়পরতায় তাঁহার বিমল মঙ্গল ভাব প্রতিবিম্বিত হইতেছে দেখিয়া আমরা সেই সকল শব্দ তাঁহাতেও আরোপ করিয়া থাকি। বস্তুত তিনি ঈশ্বর, আমরা মনুষ্য; ইহা ব্যতীত আর কোন শব্দে সেই সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সকল দেশের সকল কালের সকল মনুষ্যই যে সেই সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছে, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রথমে ঈশ্বরের সহিত মধুময় সম্বন্ধ হৃদয় দ্বারা গূঢ় রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, তৎপরে জ্ঞানের উন্নতি হইলে তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত হয়। আমরা যে অবস্থায় থাকি, কখনই সে সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হয় না। আমরা হয়তো বহুকাল তাহা বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু কখন তাহার অন্যথা করিতে পারি না। সেই সম্বন্ধ আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হইয়াছে ও জীবনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কাল থাকিবে। ঈশ্বরের সহিত এই রূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকাতেই প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোন মনুষ্যই তাঁহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। মনুষ্য যখনি জানিতে পারেন আমার উপরে আমার ঈশ্বর আছেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং সেই ভাবপূর্ণ হৃদয় নেতা হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের সন্নিহিত করে। তখন তিনি স্পষ্ট রূপে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ অনুভব করিতে থাকেন। এই রূপ ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ উপভোগ করাকে ঈশ্বরের সহবাস কহে।

কিন্তু যদি ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে ভ্রান্তি থাকে, ঈশ্বরকে সর্ব্বস্থানে সমান রূপে বিদ্যমান বলিয়া যদি বিশ্বাস না থাকে, প্রত্যুত যদি এই রূপ বোধ থাকে যে ঈশ্বর স্থানবিশেষে অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের মধুময় সহবাস উপভোগের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। অতএব প্রথমে এই জন্যে

অটল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক যে, কি জড় কি আত্মা কোন সৃষ্টিই আপনার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। সৌর আকর্ষণ ও পার্থিব বেগ একত্র হইয়া পৃথিবীকে গোলাকার পথে ঘূর্ণমান করিতেছে, ইহা যথার্থ এবং পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণু পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই রূপ সংহত হইয়াছে, ইহাও যথার্থ; কিন্তু এই পৃথিবীর সত্তা অথবা ইহার প্রত্যেক পরমাণুর অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভর করিয়া আছে? পৃথিবী যে ঘূর্ণিত হইতেছে, সূর্য্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর বেগ ইহার কারণ এবং পৃথিবী যে সংহত হইয়া আছে, পরমাণু সকলের পরস্পর আকর্ষণ তাহার হেতু; কিন্তু পৃথিবী যে আছে—ইহার প্রত্যেক পরমাণু যে অস্তিত্ব ভোগ করিতেছে, তাহার কারণ কি? তাহার কারণ কেবল একমাত্র পরম কারণ ঈশ্বর, তিনিই সেই সত্তার সত্তা। আত্মা কর্ত্তৃত্ব সহকারে কার্য্য করিতেছে, পুণ্য করিতেছে, পাপ করিতেছে, গমন করিতেছে, দর্শন করিতেছে, ইহাতে আত্মারই শক্তি প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু আত্মা আপনি আপনার সত্তার কারণ নহে। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে প্রাণ রূপে বিদ্যমান আছেন বলিয়াই আত্মা জীবিত থাকিয়া কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করিতেছে। যে পদার্থ লইয়া আলোচনা কর, সকলেতেই তিনি গূঢ় রূপে প্রাণ রূপে বিদ্যমান আছেন দেখিতে পাওয়া যাইবে। অতএব ঈশ্বরের সহবাস সকল স্থানে থাকিয়াই উপভোগ করা যায়। ঈশ্বরের মধুময় সন্নিধানে আমরা অনুক্ষণ অবস্থান করিতেছি। বাহিরে সমুদায় আকাশ ও অন্তরে সমুদায় আত্মা তাঁহা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। কোন পদার্থ হইতেই তিনি দূরবর্ত্তী নহেন। তিনি চেতনাচেতন সমুদায় পদার্থ অসৎ অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়া রক্ষা করিতেছেন, তাঁহা হইতে কিছুই বিচ্ছিন্ন নহে। যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রসাদি বিষয় সকল উপভোগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রূপ রসাদির আধারভূত বস্তুর উপলব্ধি হয়, সেই রূপ বস্তুর উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর বস্তুর বস্তুরূপে জ্ঞান-নেত্রের গোচর ও হৃদয়ের তৃপ্তিকর হইতে থাকেন। যখন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, তখন দেখিতে পাই যে তিনি আত্মার আত্মা রূপে আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেছেন।

যেমন শিশুরা জননীর নিকটে অবস্থান করিতে স্বভাবতই উৎসুক হইয়া থাকে, যেমন জননীর সুকোমল অঙ্ক মধুর ভাবে পূর্ণ, আরামের স্থান ও নিরাপদ্ বোধ করে, সেই রূপ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের সন্নিধানে বাস করিবার নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রেরই অন্তরে প্রগাঢ় ঔৎসুক্য আছে। মনুষ্য যখন সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া থাকে, যখন আমোদমদে মত্ত হইয়া অসুরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখন দ্বেষ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি হলাহল পান করিয়া অচেতন হয়, তখন তাহার এই স্বর্গীয় কামনা উপলব্ধি করা যায় না। যখন পাপের প্রলোভন মনুষ্যকে পশুবৎ মুগ্ধ করিয়া রাখে, যখন নীচ প্রবৃত্তির চরিতার্থতা একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে, যখন সমুদায় অন্তঃকরণ মলিন চিন্তা ও মলিন কামনায় পরিপূর্ণ হয়, তখন এই পবিত্র বাসনার হয় তো কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কখন কখন জীবনের নির্ব্বিঘ্ন অবস্থাতে ইহা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যখনই আত্মা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হয়, যখনই আপনার কল্যাণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, যখনই আপনার প্রকৃত পথে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখনই ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবার নিমিত্ত

তাহার ঔৎসুক্য দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয় যখন সদাশয় থাকে ও মন যখন ন্যায়ের অনুগত হইয়া চলে, তখন এই ঈশ্বর-সহবাসের স্পৃহা পরিস্ফুরিত হয়। সংসারের স্বার্থপর লোকদিগের দুর্মন্ত্রণা ও দুশ্চেষ্টাতে অন্তঃকরণ যখন ক্ষত বিক্ষত হয়, শান্তি ও আরাম যখন সংসার হইতে পলায়ন করিয়াছে বোধ হয়, প্রতিবাসীর প্রেম ও স্নেহে আর আশা ভরসা থাকে না, তখন এই কামনা হৃদয় ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে উত্থিত হয়। দুঃখ ও বিপদের সময়ে ইহা প্রবলবেগে অভ্যুত্থান করে—যখন বিপদে আক্রান্ত হইয়া মন অভিভূত হয়, বন্ধুবান্ধবগণের সহায়তা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, আর কোন উপায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন পাষাণময় হৃদয়েও ঈশ্বর স্পৃহা জাগরিত হইয়া উঠে। যখন আত্মকৃত পাপ স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইয়া দুর্ব্বিষহ আত্মগ্লানি উপস্থিত করে, তখন এই কামনার প্রভাব আশ্চর্য্য রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমের অবস্থায় নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহার যে সহবাস-বাসনা উদ্দীপিত হয়, তাহাই সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাংশে পবিত্র। অন্নপান শরীর রক্ষার প্রধানতর উপায়; কিন্তু তাহা চিন্তা না করিয়াও যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনাতে অন্ন পান গ্রহণ করিতে হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের উপাসনায় আমাদের আত্মা যার পর নাই উন্নতি লাভ করিবে, এই রূপ প্রযোজন গণনা না করিয়াও প্রেমের অবস্থাতে কেবল স্বাভাবিক স্পৃহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মন তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইয়া উঠে।

ঈশ্বর লাভের স্পৃহা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হইলেও আমরা যত্ন বা অযত্ন দ্বারা তাহার উন্নতি বা অবনতি করিতে পারি। মনুষ্য ভবিষ্যতে যে উন্নতি-পরম্পরায় অধিরোহণ করিবে, তদুপযোগী প্রকৃতি প্রদান করিয়াই ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মনুষ্য চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে তেজস্বিনী করিবে, এই রূপ উপায় সকল বিধান করিয়া দিয়াছেন। আমরা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যে সকল ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তৎসমুদায়কে সুস্থ রাখিয়া যত দূর সম্ভব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে তীক্ষ্ণ করিতে পারি, অথবা অনিয়মে রাখিয়া তৎসমুদায়ের শক্তি আরও খর্ব্ব করিতে পারি। সেই রূপ আমাদের যে স্মৃতি শক্তি আছে, আমরা চেষ্টা করিয়া সম্ভবমত তাহা বর্দ্ধিত করিতে পারি, অথবা আমাদের দোষে তাহা মন্দীভূত হইতে পারে। আমরা বুদ্ধি বৃত্তিকে আলোচনা দ্বারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট করিতে পারি, অথবা আমাদের ঔদাস্য দোষে আরও মলিন হইতে পারে। আমরা ঈশ্বর প্রসাদে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে স্বর্গীয় অগ্নি লাভ করিয়াছি, তাহা যত্ন করিয়া অধিকতর উজ্জ্বল করিতে পারি, অথবা আমাদের অযত্নে তাহা নির্ব্বাণ প্রায় থাকিতে পারে। আমরা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা পরিচালনা দ্বারা দিন দিন প্রশস্ত করিতে পারি অথবা আমাদের অনবধান বশত তাহা নিস্তেজ হইতে পারে। ঈশ্বরস্পৃহার প্রকৃতিও এই রূপ, মনুষ্য যে রূপ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে, যে রূপ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট থাকে, যে রূপ সংসর্গে অবস্থান করে, যে রূপ শিক্ষা লাভ করে এবং সে স্বয়ং যে রূপ অবস্থায় নিপতিত থাকে, তাহার প্রকৃতি সকল তদনুরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। এই কারণে সকল মনুষ্যের ভাব সমান রূপ দৃষ্টি গোচর হয় না। কিন্তু মনুষ্য যে অবস্থায় থাকুক, চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা আপনার অন্যান্য প্রকৃতির ন্যায় ঈশ্বর স্পৃহাকে উদ্দীপিত করিয়া তাঁহার পবিত্র সহবাস-জনিত ভূমানন্দ যে উপভোগ ক-

রিতে পারে, তাহার আর কিছু মাত্র সংশয় নাই।

ঈশ্বরস্পৃহা উদ্দীপিত হইলেই মন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং অন্তরেই বর্ত্তমান দেখিয়া আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার সন্নিহিত হয়। তিনি ভক্তবৎসল; যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে তাঁহার নিকটে গমন করে, তিনি আপনাকে দিয়া তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ করেন। এবম্বিধ অবস্থায় মনুষ্যের হৃদয় এক একবার তাঁহাতে এমনি আসক্ত হয় যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, তিনি তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া—সম্মুখস্থ জড় পদার্থ অপেক্ষাও তাঁহার সত্তাতে সমধিক প্রতীত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রস আস্বাদন করিতে থাকেন। যদি কেহ এক ক্ষণের নিমিত্তও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে তিনি অন্যান্য অবস্থার সহিত তুলনা করিলেই জানিতে পারিবেন, তাহা কি পবিত্রতর—কি উচ্চতর—কি স্পৃহনীয় অবস্থা। মানুষের মন প্রতি দিন নানাবিধ অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে; যাঁহারা নিয়মিত রূপে আত্মানুসন্ধান করেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সকল বিচিত্র অবস্থার উচ্চতা ও নীচতা পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়রূপে জানেন যে, ঈশ্বরসহবাসে মন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত আর কোন অবস্থারই তুলনা হইতে পারে না।

যখন মনে ঈশ্বর-স্পৃহা নাই, তখন মনে করা উচিত যে, মন অবশ্যই বিকৃত অবস্থায় আছে। যদি কেহ সেই বিকৃত অবস্থাতেই পরিতুষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেই বিকার আরও বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর হইতে এত দূরে নিক্ষিপ্ত করে যে দেখিলেই বোধ হয় যেন ঈশ্বরের সহিত ইহাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, এক্ষণে এই অবস্থার লোক অনেক দেখিতে পাইবে। প্রথমে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা হয়; সেই অবস্থায় সতর্ক হইতে না পারিলেই ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; তৎপরে তাহার চরিত্র ক্রমে ক্রমে মলিন হইয়া উঠে। মানুষ এইরূপে আত্মকৃত দোষে অল্পে অল্পে নরকগামী হইতে থাকে। পরিণামে মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে সকলেরই আবশ্যক হইবে; কিন্তু এক্ষণে তাঁহা হইতে যিনি যত দূরে বিচ্ছিন্ন হইতেছেন, পরিণামে তাঁহাকে তত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। যখন প্রথমে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে থাকে, তখন অবধিই সতর্ক হওয়া উচিত; নতুবা দুঃসহ যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে পারে। আত্মা শরীর অপেক্ষাও সমধিক যত্নীয় বস্তু, অতএব তাহার প্রতি আমরা যেন অবহেলা না করি।

সকলেরই উচিত, প্রতি দিন অন্তত এক বার করিয়া অন্তরে সেই অন্তর্যামী পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার করেন এবং তাঁহার সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া তাঁহার দিকে উন্নত হইতে থাকেন। যদি প্রতিদিন নিয়মিত রূপে এই রূপ অভ্যাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই অভ্যাস ক্রমে বিস্তারিত হইয়া আত্মাকে সমস্ত দিন ঈশ্বরের সন্নিধানে সংস্থাপিত রাখিবে এবং তাহাকে অধর্ম্ম হইতে, অনাচার হইতে, অশান্তি হইতে রক্ষা করিবে। প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া দেখ, অদ্য প্রাতঃকাল অবধি নিদ্রাকাল পর্য্যন্ত কত বার ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলাম এবং পর দিনের জন্য সতর্ক হও যেন, আর তত বার তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে না হয়।

যদি আলস্য ও ঔদাস্য তোমাকে বিপথগামী না করে, তাহা হইলে এই রূপ অভ্যাস দ্বারা তাঁহার পবিত্র সহবাস তোমার নিকটে দিন দিন অধিক কাল স্থায়ী হইতে থাকিবে। যিনি যে পরিমাণে যত্ন করিবেন, তিনি তত অধিক কাল তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিতে পাইবেন এবং তাঁহার আত্মা ক্রমে ক্রমে নব জীবন লাভ করিয়া নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করিবে।

আত্মোৎকর্ষ বিধান।

২৮৬ সংখ্যক পত্রিকার ৩৫ পৃষ্ঠার পর।

এই সমস্ত প্রস্তাবে যে প্রকার মত প্রকাশ করা হইল, বোধ হয়, তাহাতে বিস্তর আপত্তি উদ্ভাবিত হইবে। অনেকেই আমাকে বলিবেন, "তুমি যে কথার উল্লেখ করিতেছ, ইহা শুনিতে উত্তম বটে, কিন্তু তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা অসাধ্য। যাহারা নিভৃত পাঠগৃহে বসিয়া স্বপ্ন দেখে, তাহারা নানা প্রকার মতের সুন্দর সুন্দর সূত্র সকল বয়ন করিয়া থাকে; কিন্তু লূতা-নির্ম্মিত তন্তু-জাল যেমন বায়ু-সংযোগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে উক্ত সূত্র সমস্তও খণ্ডিত ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। তোমার ইচ্ছা সকল লোককেই সুশিক্ষিত করিতে হইবে; কিন্তু সমাজের আবশ্যক এই যে, অধিকাংশ লোককেই কর্ম্ম করিতে হইবে; এখন এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি প্রবল হওয়া সম্ভব? বস্তুত অধিকাংশ লোকেই যে কায়িক পরিশ্রমের নিমিত্তে সৃষ্ট হইয়াছে, আত্মোৎকর্ষ বিধানের নিমিত্তে নহে, এই সত্যটি লোক-ব্যবহার-প্রণালীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অনুমান-সিদ্ধ কোন দুর্ব্বল কল্পনা সত্যের নিকটে কদাচ স্থান পায় না"।

ঈদৃশ কঠিন ভাষায় আপত্তির আভাষ দিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সকলেই অসঙ্কোচে উহার প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিব। কিঞ্চিন্মাত্র প্রণিধান করিয়া দেখিলেই উক্ত রূপ আপত্তির অসারতা সহজে প্রতিপন্ন হইবে। যুক্তি ও অনুভব উভয়ই উহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। 'যিনি প্রত্যেক মনুষ্যকে যুক্তি বিবেক স্নেহ প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, সেই পরম জ্ঞানী বিশ্বপিতার অভিপ্রায় এই যে, তৎসমুদায় বৃত্তি অবশ্য প্রকাশিত হইবে এই রূপ অনুভব নিঃসন্দেহ অতিশয় বলবান্; এবং ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য যে, যিনি সমুদয় মনুষ্যকে এই রূপ প্রকৃতির অধিকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অধিকাংশ লোকের এতাদৃশী নিয়তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, অল্প লোকের উপকারার্থে তাহারা উৎকর্ষ প্রতিরোধী দাসবৎ পরিশ্রমে সমস্ত জীবন অপব্যয় করিবে। ফলত মানবীয় আত্মাকে হ্রস্ব করা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, শরীরের কোন যন্ত্রই অব্যবহার দ্বারা বিকল হইয়া পড়িবার উদ্দেশে সৃষ্ট হয় নাই, তখন আত্মার শক্তি সমুদায় চিরকাল নিরুদ্ধ ও জড় হইয়া থাকিবে বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়।

হয় ত এ কথার এই রূপ উত্তর প্রদত্ত হইবে যে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বাস্তবিক তথ্য সকল হইতেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সংকলিত হইবার বিষয়, কেবল অনুমান-সিদ্ধ কাল্পনিক সিদ্ধান্ত হইতে নহে; এবং ইহাও একটি সুস্পষ্ট তথ্য যে সমাজের সুশৃঙ্খলা ও সুখ সৌভাগ্য (যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে) কেবল ইতর লোক সমূহের হস্ত-কৃত কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে, তাহাদের মনের উন্নতির উপরে নহে। ইহাতে আমার প্রত্যুত্তর এই যে, যাহাতে মানসিক শক্তি সমুদায়ের বিধ্বংস আবশ্যক

হয়, তাদৃশী সামাজিক শৃঙ্খলা নিতান্তই ঈর্ষাত্মিকা, তাহা কদাচ ঈশ্বরের অভিমত হইতে পারে না। যদি আমি কোন অপরিচিত দেশে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে লোচনবিহীন, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ দেখি এবং কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পাই যে, সামাজিক শৃঙ্খলার অনুরোধে ঐ প্রকার অঙ্গ বৈকল্য আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই বলি "এরূপ শৃঙ্খলা উৎসন্ন হউক" "ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত" একথা শুনিয়া কে না তাহার বোধ শক্তি ও উৎকৃষ্ট অনুভব সমস্ত অবমানিত জ্ঞান করে? প্রজাবর্গের মন সকল বিকল ও অন্ধীভূত না করিলে যাহা চলিতে পারে না, তাদৃশী সামাজিক রীতির প্রতি কাহার না ঘৃণার সহিত অবলোকন করা উচিত হয়?

সমাজের কার্য্যার্থে ইতর লোকদিগকে জড়বুদ্ধি ও অনভিজ্ঞ করিয়া না রাখিলে চলে না, ইহাই যদি প্রতিপক্ষদিগের স্থির-সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাঁহাদিগকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি পরিশ্রম ও আত্মোৎকর্ষ বিধান কি পরস্পর সমঞ্জসীভূত হইয়া চলিতে পারে না? পূর্ব্বে এক স্থানে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মনুষ্য শ্রম-সাধ্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও তাহার ন্যায়পরতা, উপচিকীর্ষা ও অবলম্বিত ব্যবসায়ের পূর্ণতা লিপ্সা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে অতি গুরুতর উৎকর্ষ সকলের প্রতি প্রবণচিত্ত হইতে পারে এবং হওয়াও তাহার উচিত। এই সমস্ত সমুন্নত বৃত্তির অনুশীলন ও পরিপোষণার্থে পরিশ্রম উৎকৃষ্ট সাধন; সুতরাং এ স্থলে আমাদের এই অনুভব অবশ্যই বলবান্, যে অন্যান্য বিষয়ে উহাকে আত্মার প্রভা সমস্ত বিলুপ্ত করিতে হইবেই হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত কোন ক্রমে স্থান পায় না। অপর এক স্থলেও উল্লিখিত হইয়াছে, যে পুস্তক সকল যত মুল্যবান্ হউক না কেন, অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণ সত্য ও জ্ঞানের যাদৃশ উৎকৃষ্ট ফলশালী আকর, তাদৃশ কদাচ নহে; অভিজ্ঞতা ও পর্য্যবেক্ষণও সকল অবস্থাতেই সুলভ। সংপ্রতি আর একটি গুরুতর বিবেচ্য এই যে, প্রায় সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমই বুদ্ধি-পরিচালন-সাপেক্ষ এবং যাহারা মনের উত্তেজনা ও বলাধানে সমর্থ হইয়াছে ঐ সকল লোক দ্বারাই উত্তম রূপে নিষ্পাদিত হইবার বিষয়, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে, দৈহিক পরিশ্রম ও আত্মোৎকর্ষ বিধান কি পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রতীত হয়? বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং অতি ঘনিষ্ট রূপে সম্বদ্ধ হইয়াই চলে। ফলত জগতের কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে মনেরই অধিক প্রাধান্য আছে; সুতরাং মনের যত অধিক চালনা হইবে, তত অধিক কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইবে। মনুষ্য যে পরিমাণে বিজ্ঞতা লাভ করে, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট শক্তিকে সে অপেক্ষাকৃত অধিক কর্ম্ম করাইতে সমর্থ হয়, বুদ্ধি কৌশলকে শিরা ও মাংস-পেশী সকলের স্থানীয় করে এবং অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফল নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। মনুষ্যদিগকে বিজ্ঞ কর, তাহা হইলেই তাহারা অচিরে রচনা-শক্তি-সম্পন্ন হইবে। তাহারা সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া সমস্ত উদ্ভাবন করিয়া লইবে। প্রকৃতির পরিজ্ঞান তাহাদিগকে উহার নিয়ম-সমস্ত কার্য্যোপযোগী করিয়া লইবার নিমিত্তে সাহায্য করিবে। তাহারা যে সকল পদার্থ লইয়া কর্ম্ম করিবে, তৎ সমুদায়ের তত্ত্বও উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং যে সমস্ত ব্যবহার্য্য সংকেত অভিজ্ঞতা দ্বারা সতত উপস্থাপিত হয়, সে সকল সংকলন করিতেও সমর্থ হইবে। কর্ম্ম-

কর লোকদিগের মধ্যেই যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পুরাবৃত্ত সকল স্পষ্টাক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। প্রতিপক্ষেরা বিস্তারিত রূপে বিদ্যা প্রচার করুন, করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন, অতি প্রয়োজনীয় রচনা সকলের আর ইয়ত্তা থাকিবে না। "যাহারা আত্মোন্নতির অনুশীলনে কখন যত্ন করে নাই, তাহাদিগের দ্বারাই জীবনের নীচ কর্ম্ম সকল উত্তম রূপে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এরূপ সংস্কার যদি কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে অপনীত না হয়, তবে যে দেশে দাস ব্যবসায় প্রচলিত আছে, সেই স্থানে তাঁহারা গমন করুন। তথায় দেখিতে পাইবেন, ক্রীতদাসেরা নিরতিশয় জঘন্য কর্ম্মে জীবন অতিবাহন করিবার উদ্দেশে পালিত হইয়াছে। তাহারা নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম করে, হস্তের কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই করিতে না পায় এনিমিত্তে তাহাদের মানুষোচিত সত্ত্ব সমস্ত অপহৃত হইয়াছে। তাহাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নিতান্ত পরিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যে সকল পশু দ্বারা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে এবং যে মৃত্তিকা খনন করিয়া থাকে, তাহাদিগের তুল্য প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়াছে। দাসদিগের এই প্রকার ভাব, তাহাদের অনুষ্ঠিত কৃষি কর্ম্ম ও শিল্প কৌশলের দারুণ দুরবস্থা এবং তন্নিবন্ধন ভূমির অনুর্ব্বরতা অবলোকন করিয়া প্রতি পক্ষেরা তাঁহাদের "মনুষ্যদিগকে আধ্যাত্মিক প্রকৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট করিলেই সমধিক কার্য্যকারী পরিশ্রমী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে" এই স্থিরীকৃত, সিদ্ধান্তের টিপ্পনী প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতি পক্ষদিগের আর একটি আপত্তি এই যে, বিশিষ্ট রূপ বিদ্যাশিক্ষায় মনুষ্যেরা কায়িক কর্ম্ম অপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে উত্থাপিত হয়, নীচ ও ক্ষুদ্র জ্ঞানে অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রতি ঘৃণা করে এবং অপকৃষ্ট উৎকট পরিশ্রম সহ্য করিতে পারে না। ইহাতে আমি এই উত্তর করি যে, মন যে পরিমাণে হস্তের সহিত কর্ম্ম করে, মনুষ্য সেই পরিমাণে পরিশ্রমে অনুরক্ত ও আমোদিত হয়। কৃষি, রসায়ন, উদ্ভিজ্জের নিয়ম, তরু গুল্মাদির আকৃতি সংস্থান, সারের গুণাগুণ ও মৃত্তিকার উৎকর্ষাপকর্ষ বোধগম্য করিতে পারে, স্বকৃত কর্ম্মের প্রতি বুদ্ধি পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করে এবং অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোন আকস্মিক দুর্য্যোগ বা উৎপাতের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়, এরূপ এক জন বিদ্যালোক সম্পন্ন কৃষাণ, আর যাহার মন মৃত্তিকার ন্যায় জড়ীভূত ও জীবন চিরকাল স্ফূর্ত্তি-হীন, এরূপ এক জন বিবেচনা-পরিশূন্য, অনুন্নতিশালী সমান রূপ পরিশ্রমের অধীন অনভিজ্ঞ কৃষাণ, এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। প্রথমোক্ত জ্ঞানবান্ কৃষাণ শেষোক্ত জাল্ম অপেক্ষা সমধিক হৃষ্টচিত্ত ও গৌরবান্বিত পরিশ্রমী বলিয়া প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহাতেই উত্তরের পর্য্যাপ্তি হইতেছে না। আমি প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা দৈহিক পরিশ্রমকে কি নিমিত্তে অপকৃষ্ট নীচ ও হেয় বলি এবং কি নিমিত্তেই বা তাহা সুবুদ্ধিশালী বিজ্ঞ লোকের অযোগ্য ও অবজ্ঞেয় বোধ করিয়া থাকি? ইহার প্রধান কারণ এই যে অনেকানেক দেশে অত্যল্প সংখ্যক বিজ্ঞ লোকে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৃতবিদ্য মানবগণ একবার ক্ষেত্র কর্ষণ, ভূমি খনন ও অতি সাধারণ পরিশ্রম সকলের অনুবর্ত্তন করুন, তাহা হইলে আর হলচালন, খনন ও বিবিধ ব্যবসায় সমুদায় জঘন্য ও হেয় বলিয়া পরিগণিত হইবে না। মনুষ্যই কর্ম্মের গৌরব অবধারণ করে; কর্ম্ম

কখন মনুষ্যের গৌরব অবধারণ করিতে পারে না। ভিষক্ ও শস্ত্র চিকিৎসকগণের কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মকার স্বর্ণকার সূত্রধর সীবনকর প্রভৃতি কারুকার গণের কর্ম্ম কি অধিক ঘৃণার্হ? চীবর-পরিধায়ী কর্দ্দমাক্ত কৃষিবলের হল চালন অপেক্ষা উজ্জ্বল বেশ ভূষা পরিচ্ছন্ন শস্ত্র চিকিৎসকের পূতিগন্ধি ব্রণাদি ব্যবচ্ছেদন কি অধিক অপরিষ্কার অহে? সেনা নায়কেরা গিরি দুর্গাদি প্রদেশে সঞ্চরণ করিতে বাধ্য হইয়া কণ্টকবিদ্ধ ও ধূলি পঙ্কাদি পরিকীর্ণ হইতে কি দুষ্ট হন না? রসায়ণ বা উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় পারদর্শী সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকেও কি কখন কখন শ্রমজীবী মনুষ্যগণের ন্যায় ধূলিধূসর বা কর্দ্দমাক্ত হইতে হয় না? তথাপি এই সকল লোকের প্রতি কে অনাদর করে? তাঁহারা কদাচ অবজ্ঞার পাত্র হন না। তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাই তাঁহাদিগের কর্ম্মের গৌরবাধান করে। সেই রূপ আমাদের শ্রম জীবী লোকেরা এক বার শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের পরিশ্রমের গৌরবাধান করিবে। ফলত ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে মানববর্গের নানা প্রকার ব্যবসায় সমুদায় মধ্যে গৌরবাংশে অল্প মাত্রই প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। যখন দেখিতে পাই এক জন লিপিকর টঙ্কাঙ্ক সঙ্কলন দ্বারা দিন ক্ষয় করিতেছে, অথবা কেবল প্রতিলিপি কর্ম্মেই ব্যাপৃত আছে; যখন দেখিতে পাই কোন ন্যাসাধিকরণের সংখ্যায়ক মুদ্রা গণনা করিতেছে; যখন দেখিতে পাই কোন বাণিজিক চর্ম্ম পাদুকা বা চর্ম্ম বিক্রয় করিতেছে; যখন দেখিত পাই কোন শিল্পকর চর্ম্ম প্রস্তুত করিতেছে; পাদুকা নির্ম্মাণ করিতেছে; কিম্বা কাষ্ঠাদিময় গৃহ সামগ্রী নির্ম্মাণে নিযুক্ত রহিয়াছে; তখন এই সমস্ত ব্যবসায় মধ্যে আমার কিছু মাত্র সম্ভ্রমের তারতম্য বোধগম্য হয় না। লিপিকর সংখ্যানক বা বিক্রেতা অপেক্ষা নির্ম্মাতাদিগের যে অল্প বুদ্ধি কৌশল আবশ্যক হয়; ইহা কোন ক্রমেই আমার বুদ্ধিতে আইসে না। আমি মঞ্জূষার পশ্চাদ্বর্ত্তী বা লেখনীসঞ্চালন কারী ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষেত্রস্থ এক জন কৃষাণেরও আপন কর্ম্মে অধিক উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা বোধ করিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন "শ্রমজীবী লোকের সৌষ্ঠব শূন্য অপরিচ্ছন্ন কর্কশ দেহ, আর মানসিক উৎকর্ষ, বিশেষত বিশুদ্ধতর উৎকর্ষ, এই উভয়ের পরস্পর সমাবেশ হয় না। এরূপ বিবেচনা করা যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ মনের লক্ষণ, তাহা নির্দ্দেশ করা বাহুল্য মাত্র। ধূলি-ধূসর ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াও শ্রমজীবী মনুষ্য মনুষ্যত্বের প্রধান প্রধান উপাদান সকল বহন করে এবং উচ্চতম শক্তি সমস্তও প্রকটিত করিতে সমর্থ হয়। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, প্রকৃতির পর্য্যালোচন বা জ্ঞান গর্ভ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকলের অধ্যয়ন করাতে যে রূপ পবিত্র আমোদ ও নৈসর্গিক ঔৎসুক্য প্রকাশ পায়, তাহা, কি সুচারু-কারু-পরিকীর্ণ সমৃদ্ধ পরিচ্ছদধারী কি স্থূল-সূত্র-নির্ম্মিত সামান্য বসনপরিধায়ী উভয়ত্রইসমান। এ রূপ শুনা যায় বটে যে এক জন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা ভদ্র সমাজে যাইবার উপযুক্ত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকিলে যেমন উত্তম রূপে লিখিতেন, তেমন আর কোন সময়েই পারিতেন না; পরন্তু এ রূপ অনেক লোকের কথাও শুনা গিয়াছে যে, অবস্থার সংকীর্ণতা শিষ্টাচারে অনবধানতা প্রযুক্ত যখন জীর্ণ বসন অথবা শ্মশ্রু সংবৃত শীর্ণ মুখ মণ্ডল তাঁহাদিগকে সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায়ে গতিবিধি রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করিয়া রাখিত, তখনই তাঁহাদের মস্তিষ্কে প্রগাঢ় চিন্তা ও

কবিত্ব শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইত। ফলত সত্তের সন্ধান পাওয়া বা শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হওয়া সকল অবস্থাতেই সমান। প্রাসাদ তলস্থ শোভন বেশ ভূষা সমম্বিত কোন সমৃদ্ধিশালি পুরুষ সত্যের সন্ধান পাইলে অথবা কোন বস্তুর শোভানুভব করিলে যে রূপ আনন্দিত হয়েন, পর্ণকুটীর নিবাসী চীবর পরিধায়ী এক জন ভারবাহীও সেই রূপ হইতে পারে, অধিকন্তু তাদৃশ কষ্টের অবস্থাতেও তাহার বুদ্ধি বৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইল বলিয়া সে আপনাকে অধিকতর আদর করিয়া থাকে।

——

সংস্কৃত সাহিত্য।

২১৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৪ পৃষ্ঠার পর।

স্মৃতি শাস্ত্রে এমন কতক গুলি আচারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে যে বেদে তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। কিন্তু এই সমস্ত আচার অমূলকও নহে। শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে বেদের কতক গুলি শাখা ছিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে সকল আচার বৈদিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না, তৎসমুদায় বেদের বিলুপ্ত-শাখা-মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আপস্তম্বের সময়াচারিক সূত্রের টীকাকার হরদত্ত এই বিষয়ে যে রূপ আত্মমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। তিনি আপস্তম্বের প্রথম সূত্র "অথাতঃ সময়াচারিকান্ ধর্ম্মান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কহিয়াছেন "আমরা শ্রৌত ও গৃহ্য কার্য্য কহিলাম। এই সমস্ত কার্য্য কার্য্যান্তর সাপেক্ষ। সুতরাং এক্ষণে সময়াচারিক ধর্ম্মের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। সময় তিন প্রকার—বিধি, নিয়ম ও প্রতিষেধ, এতদনুযায়ী কার্য্য দ্বারা আত্মাতে যে অদৃষ্ট জন্মে, তাহাকে সাময়াচারিক ধর্ম্ম বলা যায়। ধর্ম্ম আত্মার গুণ, কার্য্য দ্বারা তাহার উৎপত্তি হইয়া মনুষ্যকে সুখ ও মুক্তি প্রদান করে। ধর্ম্মকে অপূর্ব্ব বলা যায়। কিন্তু আমাদের সূত্র কহেন যে ধর্ম্মের অর্থ নিয়ম; যে কার্য্য অনুষ্ঠেয় এবং যে কার্য্য অননুষ্ঠেয় এই উভয়বিধ কার্য্য ইহা দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে যদি সময় সেই নিয়মের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ ও তৎকৃত নিয়ম সমুদায়ের প্রমাণত্ব নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন। এই নিমিত্ত আপস্তম্ব "ধর্ম্মজ্ঞ সময়ঃ প্রমাণং" এই দ্বিতীয় সূত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা ধর্ম্ম জানিয়াছেন, তাঁহাদিগের কৃত যে সময় তাহাই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইয়া থাকে।"

এস্থলে টীকাকার হরদত্ত কহেন যে "নিয়মজ্ঞ মনুর ন্যায় যে সকল মহাত্মা সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু এস্থলে একথাও কহা যাইতে পারে যে মনু নিয়ম জানিতেন বুদ্ধ জানিতেন না তাহারই বা প্রমাণ কি। যদি বল যে বুদ্ধ নিয়ম কিছুই জানিতেন না। ভাল, কিন্তু এ কথা মনুর পক্ষে কেন না প্রযুক্ত হইতে পারে। এস্থলে একটি প্রসিদ্ধ কথা আছে এই যে যদি বুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞ হন, তাহা হইলে কপিল ধর্ম্মজ্ঞ নহেন এই বাক্যের প্রমাণ কি[1]? যদি তাঁহারা

[1] সুগতো যদি ধর্ম্মজ্ঞঃ কপিলো নেতি কা প্রমা।
তাবুভৌ যদি ধর্ম্মজ্ঞৌ মতিভেদঃ কথং তযোঃ॥

ডাক্তার ওএবার কহেন যে সাংখ্য শাস্ত্র কার কপিল ও বুদ্ধ ইঁহারা উভয়ই এক। কপিল ও বুদ্ধের মত গত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ইহাঁরা উভয়েই বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বুদ্ধের কপিলাবাস্তুতে জন্ম হয় এই কারণে বোধ হয় উভয়েই একই ব্যক্তি এই রূপ ভ্রম হইয়া থাকিবে। আবার তিনি সাংখ্য-শাস্ত্রকার পঞ্চ শিখ কপিলের সহিত কপ্য পাতঞ্জলের একত্ব রক্ষা করিতে গিয়া-

উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞ হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মত ভেদ কি নিমিত্ত দৃষ্ট হয়। আপস্তম্ব এই আপত্তি নিরাস করিবার নিমিত্ত এই সূত্র করিয়াছেন "বেদাশ্চ" অর্থাৎ বেদই প্রমাণ।"

হরদত্ত এই সূত্র ব্যাখ্যা কালে কহিয়াছেন যে "বেদ সৎ ও অসতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। বেদ নিত্য কাল হইতে নির্দ্দোষ প্রমাণান্তর নিরপেক্ষ স্বতঃ আবির্ভূত এবং ইহা মনুষ্যের হস্ত দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই। মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সময় বেদের যে সকল শাখা ছিল, তাঁহাদিগের পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহা জানিতেন, তাহা অন্যের জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগের পক্ষে বেদ যেমন প্রমাণ অন্যের পক্ষে তদ্রূপ নহে। কারণ তাঁহারা স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যে সময় করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ।"

পূর্ব্ব কালে বেদের কতকগুলি শাখা ছিল, এ কথা বিশ্বাস্য কি না তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কুমারিলের এক জন প্রতিপক্ষ তন্ত্রবার্ত্তিক গ্রন্থে কহিয়াছেন যে বেদের যে সকল শাখা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা মৃত ব্যক্তিকে স্বাক্ষ্যস্থলে আহ্বান করার ন্যায় হইয়া থাকে[২]।" বেদের শাখা ছিল কি না এইটি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যদি এই প্রাচীন টীকাকার হরদত্ত অপেক্ষা অন্যের প্রমাণ নাও পাই, তথাচ আমরা বলিতে পারি যে মৃত সাক্ষিক ব্যবহারবৎ এ কথা, কেবল তর্কের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের টীকাকার দিগের স্বভাব জানেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে টীকাকারেরা আপনাদিগের নূতন মত কোন স্থলেই ব্যক্ত করেন না; যাহা বহুকাল অবধি প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহারা বারংবার তাহারই উল্লেখ করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলে তাঁহাদিগের টীকার সবিশেষ সমাদরই হইয়া থাকে। অন্যের কথা কি, স্বয়ং আপস্তম্ব এক স্থলে টীকাকারের সহিত একবাক্যতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার সূত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে স্বাধ্যায়ের নিয়ম নিরূপণ করিতে গিয়া কহিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণে এমন কতকগুলি নিয়ম ছিল যে যাহার পাঠ পর্য্যন্তও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রয়োগ নিবন্ধন তৎসমুদায় এক্ষণে কেবল অনুমিত হইয়া থাকে[৩]। যে স্থলে শাস্ত্র নাই কেবল

ছিলেন। এই পাতঞ্জল যোগ শাস্ত্র প্রণেতা। যোগ শাস্ত্র শাঙ্খের অনেক পরে প্রস্তুত হইয়া ছিল। ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তর উভয়ের একত্ব বিধান চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হন।

২ মৃত সাক্ষিক ব্যবহারবৎ চ প্রলীন শাখা মূলত্ব কল্পনায়াং যস্মৈ যৎ রোচতে স তৎ প্রমাণীকুর্য্যাৎ।

যে শাখা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তন্মূলকতা রক্ষা মৃত ব্যক্তিকে সাক্ষিত্বে আহ্বানের তুল্য হইয়া থাকে এবং এই রূপ হইলে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারিবে।

যেন যত্নেন মন্বাদ্যৈঃ আত্মবাক্যং প্রপাঠিতং কস্মাত্তেনৈব তন্মূলং চোদনা ন সমর্পিতা। সস্যৈব যদভিপ্রেতং সএব তৎপ্রলীন শাখামস্তকে নিক্ষিপ্য প্রমাণী কুর্য্যাৎ।

মনু প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা যে যত্নে আপনার বাক্য প্রচার করিয়াছেন সেই রূপ যত্নে বাক্যের মূল প্রমাণ সকল কি নিমিত্ত সংস্থাপন করিয়া যান নাই। ইহা না করাতে এই অনিষ্ট হইতেছে যে যাহার যাহা অভিপ্রেত সে তাহা বেদের বিলুপ্ত শাখার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিবে।

৩ ব্রাহ্মণোক্তাবিধয়স্তেষাং উৎসন্নাঃ পাঠাঃ প্রযোগাদনুমীয়ন্তে যত্রতু প্রীত্যুপলব্ধিতঃ প্রবৃত্তিঃ ন তত্র শাস্ত্রমস্তি তদনুবর্ত্তমানো নরকায় রাধ্যতি।

এস্থলে টীকাকার কহিয়াছেন উৎসন্নাঃ পাঠাঃ অধ্যেতৃ দৌর্বল্যাৎ।

প্রীতি নিবন্ধন প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার অনুবৃত্তি করিলে নরকস্থ হইতে হয়।

ব্রাহ্মদিগের ঐক্য স্থান।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন সভার আরম্ভ সূচক বক্তৃতা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বিবৃত।

রবিবার। ১১ কার্ত্তিক ১৭৮৯ শক।

ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা সংস্থাপন করিয়া আমার নিকটে ইঁহার সভ্যেরা প্রার্থনা করিয়াছেন যে অদ্য আমি এখানে প্রারম্ভ বক্তৃতা করি। অতএব এ সভার উদ্দেশ্য কি, কিসে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলন সমাধা হইতে পারে, সভ্যদিগের কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া যথা-সাধ্য বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের যত টুকু উন্নতি হউক না কেন, তাহাতেই আমার আনন্দ। পূর্ব্বে যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত অবধারিত হইয়াছিল, তখন চারি পাঁচ জন ব্রাহ্মকে একত্র দেখিলেই আমার হৃদয় আহ্লাদে পুলকিত হইত। অদ্য যখন এত গুলি ব্রাহ্মকে সম্মিলিত দেখিতেছি—আবার আমি যখন তাঁহারদিগকে আহ্বান করি নাই, যখন তাঁহারা আমাকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্ম সম্মিলনের উপায় আমার নিকট জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন; তখন আমি যে আহ্লাদিত হইব, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এই সভার উদ্দেশ্য কি তাহা ইহার নামেতেই ব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হইবার যে সকল উপায়, তাহা নিভৃত রহিয়াছে। যে যে উপায় অবলম্বন করিলে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, সেই উপায়-বিষয়ক পরামর্শ দিতে উৎসুক হইতেছি। তোমারদের বিবেচনার জন্য—তোমারদের আন্দোলন-পথে আনিবার জন্য আমি যাহা কিছু বলিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি, হে প্রিয় ব্রাহ্ম সকল! ইহার মধ্যে যে গুলি তোমাদের সংগত বোধ হইবে, তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে; যাহা সংগত বোধ না হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। বিগত-বিবাদ পরমেশ্বরের ধর্ম্ম লইয়া আবার বিবাদ কি? আরো চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে বিবাদ বিনষ্ট হয়, যাহাতে ঐক্য স্থাপন হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের সকলেরি অবলম্বন, ব্রহ্ম আমাদের মধ্য বিন্দু—আমরা সকলে তাঁহাকে পরিচারণা করিতেছি। ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন-স্থান, ঐক্য-স্থল ব্রহ্ম, ব্রাহ্মদিগের ঐক্য-স্থল ব্রহ্মোপাসনা—যে ব্রহ্মোপাসনা সকল শাস্ত্রে ব্যক্ত করিতেছে। সকল শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা। সকল শাস্ত্রে মুক্তি লাভের জন্য ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিতেছেন। হিন্দুস্থানের সকল শাস্ত্রেই এই প্রতিপন্ন করে যে মুক্তি-লাভ ব্রহ্মোপাসনাতে, পৌত্তলিকতা দুর্ব্বল বুদ্ধির নিমিত্তে। যে ব্রহ্মের উপাসনাকে সমুদায় শাস্ত্রে একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছে, সেই ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্ম হইয়াছি। ব্রহ্মের উপাসনা এই সম্মিলনসভার প্রধান

অধ্যেতাদিগের দোষে আদিম পাঠ সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কুমারিল কহেন, শাখানাং বিপ্রকীর্ণত্বাৎ পুরুষাণাং প্রমাদতঃ নানা প্রকরণস্থত্বাৎ স্মৃতের্মূলং ন দৃশ্যতে।

শাখা সমূহের বিস্তার, পুরুষের প্রমাদও অনেকানেক প্রকরণে অবস্থিতি নিবন্ধন স্মৃতির মূল দৃষ্ট হয় না।

গ্রন্থকার পুনর্ব্বার কহিতেছেন, ন দৃশ্যতে হ্যদ্যত্বেৎপ্যর্থবিস্মরণং গ্রন্থনাশশ্চ।

লোকে বিষয় সমুদায় বিস্মৃত এবং গ্রন্থও বিনষ্ট হইয়াছে এই কারণে আমরা দেখিতে পাই না।

ন চ প্রলয়োন সম্ভাবাতে দৃশ্যতে হি প্রমাদালস্যাদিভিঃ পুরুষক্ষয়াচ্চ।

সেই সকল শাখার লয় অসম্ভব নহে কারণ আমরা দেখিতেছি যে প্রতি দিন লোকের অনবধানতা, আলস্য এবং লোকক্ষয় নিবন্ধন এই রূপ ঘটিতেছে।

সম্মিলনের উপায়। যদি সম্মিলনসভার প্রত্যেক সভ্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথা বিধি নিয়মিতরূপে একমেবাদ্বিতীয়মের' উপাসনা করেন, তাহা হইলে সম্মিলনের মধ্য-বিন্দু, প্রধান উপায়, তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে পারেন। যে ব্রহ্মকে মধ্য-বিন্দু করিয়া গ্রহ তারা নক্ষত্র চরাচর জগৎ সংসার সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ হইয়া ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, আমরা কি সেই ব্রহ্মের চতুর্দ্দিকে এই কয়েকটি লোক মিলিয়া ভ্রাম্যমাণ হইতে পারি না? আত্মাকে লক্ষ্য স্থানে রাখিয়া সম্মিলনের যত্নকে সকলে সফল করিবার চেষ্টা কর। আমারদের হিন্দুস্থানে ব্রহ্ম অপরিচিত বস্তু নহেন। প্রথম কালাবধি এখনো পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মকে মানিয়া আসিতেছেন, ব্রহ্ম আমারদের পিতৃ-সম্পত্তি। সেই ব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্য-বিন্দু ব্রহ্ম। সেই মধ্য-বিন্দু পাইলে সম্মিলনের আর অভাব কি। অহরহ তাঁহার উপাসনা কর, আত্মাকে তাঁহাতে যুক্ত কর, দেখিবে সকলের সহিত যুক্ত হইবে—ব্রাহ্মসম্মিলনের এই বিধান। ঈশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার প্রত্যেক সভ্যের প্রতি বিধান হইল, পরিমিত বস্তু পুত্তলিকার উপাসনা তাঁহাদের প্রতি নিষেধ। ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রতেতে প্রথম প্রতিজ্ঞা এই, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ঐহিক-পারত্রিক মঙ্গল দাতা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব—এই বিধি। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা এই, সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না—এই নিষেধ। সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম মনে করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না, কেননা সৃষ্ট বস্তু কখনই স্রষ্টা হইতে পারে না। পরিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে না—আদ্যন্তবৎ বস্তু কখন অনাদ্যনন্ত হইতে পারে না। ইহারই জন্য সৃষ্ট কোন বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিব না, এই নিষিদ্ধ বাক্যটি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রতের উচ্চ উপদেশ। এই নিষেধ-বাক্য স্মরণ করিয়া রাখা এই সম্মিলন-সভার প্রতি সভ্যের কর্ত্তব্য। এখানে যে সকল প্রিয় ব্রাহ্মেরা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এ বিশ্বাস কি কখন তাঁহারদের আছে যে ঈশ্বর স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন? কখনই না। নিরাকার নির্ব্বিকার মহান্ সত্য-স্বরূপ অনাদ্যনন্ত, তিনি কি ধর্ম্মোপদেশের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র ভাবে পরম সত্য প্রচার করিবেন? ইহা কখনই বিশ্বাসের যোগ্য নহে। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মে এই আছে, ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক—কিসের উদ্দেশে? না সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে। কি প্রকারে? তিনি আমারদের আত্মার অন্তরে থাকিয়া অন্তরতম প্রদেশে উপদেশ দেন—সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া আমারদিগকে ধর্ম্ম-পথে রক্ষা করেন। পৌত্তলিকতার মূল বিশ্বাস এই, ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। সকল পৌত্তলিকতার এই মূল—পত্তনভূমি। ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতা হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য এই বলিতেছেন যে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের অবতার মনে করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না, আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পুত্তলিকার ব্যবধান স্থাপন করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নূতন সত্য। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে প্রথম এই সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পূর্ব্বে যদিও ঈশ্বরোপাসনার বিধান শাস্ত্রেতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি এ নিষেধ-বাক্য ভারতবর্ষের কোথাও শুনা যায় না। এ নূতন সত্য ব্রাহ্ম-

ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য অন্য দেবতাদের উপাসনায় মুক্তি হয় না, এ কথা সকল শাস্ত্রেই আছে; কিন্তু একে বারে পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিবার, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবার কথা কোন শাস্ত্রেই নাই। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত থাকা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রসাদে ভারতবর্ষের এ নূতন প্রণালী। পঞ্জাব দেশে যদিও একমেবাদ্বিতীয়মের পূজা প্রচলিত হইয়াছে, তথাপি সেখানে পৌত্তলিকতার নিষেধ নাই। শিখদিগের মধ্যে পৌত্তলিকতার সঙ্গে সঙ্গে এক ঈশ্বরের উপসনার উপদেশ। শিখদের প্রধান দেবী নয়না দেবী। সেই নয়না দেবীর প্রসাদাৎ খড়্গ পাইয়া শিখ বীরেরা মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এখনো শিখেরা জগন্নাথ-ক্ষেত্রে জগন্নাথের উপাসনা করে, কালীঘাটে আসিয়া কালীর পূজা করে। পঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যেও যখন এ প্রকার পৌত্তলিকতার ভাব, তখন বিচিত্র কি যে নানককে তাহারা অবতার বলিয়া মানিবে এবং তাহার দৈব শক্তি কল্পনা করিবে। শিখদের মধ্যে এই প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে নানকের শিষ্যেরা নানকের মৃত্যুর এক রাত্রি পরে তাঁহার মৃত দেহের আচ্ছাদন-বস্ত্র উঠাইয়া দেখিল যে শব নাই, তাহার স্থানে কেবল পুষ্পরাশি রহিয়াছে। পঞ্জাবে যাহারদিগের আদি গ্রন্থে বিশ্বাস, তাহারা নানককে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। দেখ! পঞ্জাবে যদিও এক ঈশ্বরের উপাসনা, কিন্তু এ নিগূঢ় সত্যটি তাহারা মনে করিতে পারে নাই যে পরিমিত বস্তু কখন অপরিমিত হইতে পারে না, সৃষ্ট বস্তু কখন স্রষ্টা হইতে পারে না। অতএব পঞ্জাবে পৌত্তলিকতা-কলঙ্ক বিধূত হইল না। যদিও তাহারা এক ঈশ্বরের উপাসনা করে, তথাপি তাহারা অদ্যাপি পৌত্তলিক রহিয়াছে। নানক তো মহাত্মা ছিলেন, পৌত্তলিকেরা তাঁহার প্রভাব দেখিয়া তাঁহাকে তো অবতার বলিবেই। কিন্তু এই ভারতবর্ষে গুরু হইলেই অবতার হয়। কবীর কবীর-পন্থীদিগের অবতার, দাদু দাদু পন্থীদিগের অবতার—আবার এইক্ষণে দশ হাজার কুকাপন্থীদিগের নিকটে রামসিংহ অবতার হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এ দেশে যিনি গুরু হন, তিনিই অবতার হইয়া উঠেন। অতএব সাবধান হইতে হইবে, অবতার-ভ্রমে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া কাষ্ঠ লোষ্ট মনুষ্য পশু কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিবে না। এই উপায় ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের দ্বিতীয় উপায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে এই দুইটি মুল তত্ত্ব—একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যস্বরূপের উপাসনা করা এবং পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা না করা—তাহাই এই ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার প্রথম ও দ্বিতীয় উপায়। ইহা এ দেশে কি ইউরোপে, আফ্রিকায় কি আমেরিকায়, সকল স্থানেই সমান। সকল পৃথিবীরই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মুলতত্ত্ব। কি মর্ত্ত্যবাসী কি দিব্যধামবাসী ধর্ম্মজীবী জীব মাত্রেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অধিকারী; কিন্তু অদ্য যখন এই হিন্দুস্থানের আদিসমাজ-গৃহে ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভা সংস্থাপিত হইতেছে, তখন ইহার প্রকৃত ও বিশিষ্ট উপায় আর একটি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর এবং সমুদায় জগতের, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই আদিব্রাহ্মসমাজের ও হিন্দুজাতির কি সম্বন্ধ—ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার এইটি প্রকৃত প্রস্তাব, এ দেশের ব্রাহ্মদিগের সম্মিলনের তৃতীয় উপায়। ভারতবর্ষের আদিব্রাহ্মসমাজ যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু-সমাজের মধ্যে আনিয়াছেন, ব্রাহ্ম-সম্মি-

লন-সভা হইতে তাহাকে প্রাণপণে সেই সমাজের মধ্যে রক্ষা করিতে হইবে। আপনাকে তো সজনে কি বিজনে সর্ব্বত্র উন্নত করা যাইতে পারে, কিন্তু আমারদের প্রতিজ্ঞা, সাধারণ হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইবে—সাধারণ হিন্দুসমাজকে আমারদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি করিতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের নেতা করিতে হইবে। এই লক্ষ্যটি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মেরা সকলে ঐক্য হইয়া কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে তবে আশা করিতে পারি যে, কালে এই প্রশস্ত ও বিচিত্র হিন্দুসমাজ উন্নত ব্রাহ্ম-সমাজে পরিণত হইবে। হিন্দু প্রথা হিন্দু রীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দু সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতি নীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে। হিমালয় উন্নত মস্তকে যে সকল পবিত্র তুষাররাশি ধারণ করে, তাহাতে কি সে কেবল আপনার শোভা ও পবিত্রতা সম্পাদন করে, না তাহাকে বিগলিত করিয়া হিন্দুস্থানের মঙ্গল সাধনের জন্য ভূমিতলে নদ-নদী-রূপে সহস্রধারে নিঃস্যন্দিত করে? সেই রূপ ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণ সাধনে প্রাণ-পণে যত্ন করুন। মহাত্মা রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম এই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য? কি চীনদিগের জন্য? একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনা যাহাতে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে আচার্য্যের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন। এই উদ্দেশেই তিনি ভাওজি শাস্ত্রীকে বেদপাঠে নিযুক্ত করিলেন, এবং সুললিত বঙ্গ ভাষায় ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া স্বদেশীয় রাগরাগিণী দ্বারা হিন্দুদিগের ভক্তিকে আকর্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভুক্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে এই আদিসমাজ সংস্থাপিত হয়, তথাপি এই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনাতে সকল দেশের সকল জাতির যোগ দিবার অধিকার আছে—এই ইহার উদারতা ও মহত্ত্ব। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রথমে সকল হিন্দুদিগের মনে একটি দ্বেষ ছিল; কিন্তু যখন তাঁহারা সমাজের প্রসন্ন ও পবিত্র ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন—মৈথিলী ব্রাহ্মণের মুখ হইতে বেদ শ্রবণ করিলেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে উপনিষদের অর্থ ও মর্ম্ম অবগত হইলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপূর্ব্ব যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান-সকল মনে ধারণ করিলেন—তখনি তাঁহারদের হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগে আকৃষ্ট হইল। হিন্দুসমাজের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে আসিতে লাগিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, মৈথিলী ও মহারাষ্ট্রীয়েরা, দাক্ষিণাত্য দ্রাবিড়ী ও তৈলঙ্গীয়েরা, পঞ্জাব-বাসী শিখেরা সকলেই এখানে আসিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট করা এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য এবং হিন্দুসমাজে ইহা প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই এই আদিসমাজ রহিয়াছে এবং আশা হইতেছে যে ইহা এ দেশে থাকিবে। আটত্রিশ বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি; যেখানে ব্রহ্মোপাসনা হয়, সেখানে হিন্দুসন্তানদিগের মহাসমারোহ হইয়া থাকে। দেখিতেছি ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের মধ্যে ভুক্ত হইতেছে। যেমন ব্রা-

হ্মধর্ম্মকে আত্মাতে আনিতে যত্ন করিতে হইবে, পরিবারের মধ্যে আনিতে যত্ন করিতে হইবে, তেমনি তাহাকে এই হিন্দুসমাজের মধ্যে আনিতে যত্ন করিতে হইবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের উপাসনা অরণ্যের মধ্যে ছিল, অরণ্য হইতে ব্রহ্মের উপাসনা আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশে গৃহের মধ্যে, নগরের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আনিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানমত গৃহকর্ম্ম সমাধা করিতে হইবে, সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা এই সংকল্প সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে ব্রাহ্ম-সম্মিলনের সংকল্প বৃথা হইবে। কিন্তু ইহাতে সময়ের অপেক্ষা করে; ইহাতে শান্ত ভাব চাই ভূয়োদর্শন ও ধৈর্য্য চাই; যেহেতু ইহাতে কেবল আপনি উন্নত হইলে হইবে না কিন্তু সকলকে সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে। ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সংকোচ করিতে যাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে; বিপ্লবের অনেক দোষ। আপনার লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের যেমন শান্ত ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তেমনি শান্ত ভাবে গৃহস্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এত দিন কেবল এই প্রকারেই হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজ মিশ্রিত হইয়া আসিতেছে। অনন্ত কাল ঈশ্বরের রাজ্য—অতএব অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরের প্রাকৃতিক ঘটনা-সকল অনুকরণ করিয়া ধীরে ধীরে আপনার লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে থাক। যে সকল বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী নহে, সেই সকল বিষয়কে ঐক্য বন্ধনের মূল করিতে গিয়া বৃথা বিবাদ বিসম্বাদকে বৃদ্ধি করা কেবলই অনর্থকর। সেই অনর্থক বিবাদের হেতু-সকল পরিত্যাগ করিয়া, এক ঈশ্বরের উপাসনাকে ঐক্য স্থল করিয়া, যে দেশের যে প্রকার আচার ব্যবহার তাহা রক্ষা করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। দুই পরস্পর কঠিন ব্রত—পৌত্তলিকতা পরিহার করা এবং ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজে রক্ষা করা। দুয়ের সামঞ্জস্য কি? যদি আমারদের কলিকাতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই যে পৌত্তলিকতার যে সকল নিয়ম আছে, তাহা যদি কেহ পালন না করে, তাহারদিগের প্রতি কোন অত্যাচার হয় না। উপনয়নের পর সূর্য্যোপস্থান ও ত্রিসন্ধ্যা-বন্দনাদি না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না; কিন্তু কয় জন সূর্য্যোপস্থান ও বেদ-বিহিত ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? ব্রাহ্মেরা অকুতোভয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, হিন্দুরা তাঁহারদের প্রতি একটি বাক্যও নিঃসৃত করেন না বরং তাঁহারদের শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহারদিগকে প্রশংসা করেন। তাঁহারদিগের মুখে এ কথা কখন কখন শুনা যায় যে ইংরাজি পড়িয়াও বালকদিগের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা লুপ্ত হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে না গেলে পিতা রুষ্ট হন, কিন্তু শিব-পূজা না করিলে পিতা রুষ্ট হন না। দেখ! দুর্গোৎসব মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা পৌত্তলিকতার চরম সময়। যখন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার সময় হয়, তখন এক বার জ্বলিয়া উঠে, তার পর ক্ষণে আর থাকে না; তেমনি শরৎকালে উৎসব-আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু দুর্গা পূজা আর থাকিবে না। এই দুর্গোৎসবের সময় বৃদ্ধ পিতামাতাকে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। যিনি বাড়ীতে দুর্গা আনয়ন করেন, তিনি বাড়ীর স্বামী; কিন্তু উদ্ধত পুত্রেরা তাঁহার স্থান অধিকার

করিয়া লয়। পিতার আলয়ে থাকিয়া পিতামাতার ভক্তি-বৃত্তির উপরে আঘাত করা কি বিনীত সৎপুত্রের কর্ত্তব্য? বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধ মাতার পবিত্র আরাধনা-স্থানে কেহ জুতা পায় দিয়া যান, কেহ দালানে গিয়া গণেশের শুঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এরূপ করিলে কি ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে? ইহা করিলে গায় পড়িয়া অত্যাচার টানিয়া আনা হয়। ধর্ম্মের ভাব কখনই এ রূপ নহে। যদি পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখ, যদি দুর্গা পূজাতে না যাও, নিমন্ত্রণে না খাও, তথাপি পিতামাতার এমন সাহস হয় না যে তাহার জন্য তাঁহারা অনুরোধ করেন। বাড়ীতে পূজা হইলেও যিনি চান যে তাহাতে যোগ দিবেন না, তিনি অনায়াসে তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন। ইহার পরিবর্ত্তে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামাতা যে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, অশান্ত হইয়া তাহার প্রতি হন্তারক হওয়া কেন? আপনার ধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া পূজনীয় পিতামাতার ধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হইবে না—ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত শিষ্টাচার। এই ক্ষণে পরিবারের মধ্যে যাঁহারদের বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন; তাঁহারদের প্রতি যাঁহারা অত্যাচার না করেন, তাঁহারদিগকে কোন অত্যাচার সহ্য করিতে হয় না। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মোপাসনার জন্য ইহা কত দূর পর্য্যন্ত সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু গৃহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান এখনো এরূপ সহজ হয় নাই। তাহা বলিয়া এখন নিরুদ্যম থাকিতে হইবে না। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অথচ হিন্দুসমাজের যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে এই ক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এমন সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কাল বিলম্ব সহ্য হয় না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে ষষ্ঠী পূজা হয়, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ব্রহ্ম পূজা হয়—ইহাতে হিন্দুসমাজের বড় আপত্তি নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পুত্রের নামকরণ ও অন্ন-প্রাশন দিলেও হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুযায়ী উপনয়নের অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের অতি বিরুদ্ধ। তথাপি উপবীত পরিত্যাগ হিন্দুসমাজের নূতন রীতি নহে। পূর্ব্বেও যখন যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনি জাত্যভিমানশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণের চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতে হিন্দুসমাজে আরো নমস্য ও আদৃত হইয়াছেন। এক্ষণেও যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজে মান্য থাকিবেন; কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাঁহারা তাহারদের নিকটে আরো হেয় হইবেন। পৌত্তলিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ব্যবস্থানুগত ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে তাহাতে হিন্দুসমাজের বড় অমত হইতে পারে না। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় হিন্দুধর্ম্মে দাহের বিধান, ব্রাহ্মধর্ম্মেও দাহের বিধান আছে—বরং পুরাণের মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদের মন্ত্র তাহাতে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে সাধারণের আরো মনঃপূত হইয়াছে। এমন শুনা হইয়াছে, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে যদিও আর কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে না হউক, আমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে হয়। তেমনি শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে পিতামাতার আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছি যে কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই প্রার্থনা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা এই প্রকার দৃ-

ষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে—তবে কেন তাহা হইতে বিযুক্ত হইব? আমি সংক্ষেপে গৃহ-কর্ম্মের বিবরণ বলিলাম বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই। অপৌ-ত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু সমাজে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া দেখ ক্রমে ক্রমে অব-শ্যই এ যত্ন সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দু সমাজের মধ্যে ভুক্ত করিতে হইবে, হিন্দু সমাজে রক্ষা করিতে হইবে—এই ব্রাহ্ম-সম্মিলন-সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য। যে ধর্ম্ম প্রতি ব্রাহ্মের হৃদয়ের ভূষণ, তাহাকে ক্রমে হিন্দুসমাজের অধিপতি ও নেতা করিতে হইবে—ইহা ক্রমে হইবেই। কিন্তু পৌত্ত-লিকতা পরিহারের জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাই সকলের স্মরণ রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের অনুরোধ প্রধান অনুরোধ—জাতির অনুরোধ আনুসঙ্গিক মাত্র। আ-ত্মার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য, ইহাতে হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করা যদি অসাধ্য হইয়া পড়ে, তবে যায় যাউক হি-ন্দুসমাজ। যাহা প্রত্যক্ষ অভাব, যে অভাব মোচন না করিলে ধর্ম্ম-ভাবের হানি হয়; তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। যদি অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মদিগের মুক্তির হেতু হয়, তবে এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য চির দিন কাহারো দাসত্ব স্বীকার করাও তাহারদের পক্ষে শ্রেয়, তথাপি পৌত্তলি-কতা অবলম্বন করা কোন প্রকারেই শ্রেয় নহে। আমারদের মাতৃ-ভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রিয়তম। যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম জানে, সে জানে যে ব্রহ্ম যিনি, তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ।" তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। যদিও হিন্দুসমাজ প্রিয়তর, ব্রহ্ম আমারদের প্রিয়তম—সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত উদ্দেশে হিন্দুসমাজে আনিতে না পারেন, তবে আমি বলিতেছি যে সে চেষ্টা বিফল। কিন্তু এই অষ্টাত্রিংশৎ বৎসরের ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজে প্রবেশ হইতে পারে, তাহার গতি দেখিতেছি। যে হিন্দুসমাজ রাম-মোহন রায়ের নাম শুনিবা মাত্র খড়্গহস্ত হইত, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রহ্মো-পাসনা প্রচলিত হইয়াছে—ব্রাহ্মধর্ম্মের অ-নুষ্ঠানে কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেন, কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতেছেন। যখন হিন্দুসমা-জে ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, তখন কি নিরাশার সময়? আরো অধিক রূপে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রিয়তর হিন্দু সমাজে প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু হে প্রিয় ব্রাহ্ম সকল! মনে করিও না যে ইহা অতি সহজ। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে যদিও আনিতে পারা যায়, এমত আশা হইতেছে; কিন্তু ইহা অতি সহজ মনে করিও না। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থাপিত করিবে, এমন মনে করিও না। ইহার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—অকাতরে ধন দান করিতে হইবে, ক্লেশ অ-কাতরে সহ্য করিতে হইবে—পদে পদে অপ-মান স্বীকার করিতে হইবে—তবে ইহাকে হিন্দু সমাজে আনিতে পারিবে। কর্ত্তব্য জ্ঞান রক্ষা করিয়া উপযুক্ত মত ত্যাগ স্বীকার করিলে ধর্ম্ম হইতে কদাপি বিচ্যুত হইবে না। কর্ণধারকে যেমন স্রোত দেখিতে হয়, বায়ু দেখিতে হয়, নদীর গতি দেখিতে হয়, তবে সে নৌকাকে যথাস্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়; তেমনি সকল দিক্ প্রনিধান করিয়া কর্ম্ম করিলে তবে এই মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। কালেতে অব-শ্যই হিন্দু সমাজে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রবেশ করিবে।

যার জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছিল—কি কি উপায় দ্বারা ব্রাহ্মসম্মিলন সফল হইতে পারে, তাহা যথা-সাধ্য বলিলাম। আলোচনা করিয়া যদি তোমারদের বোধ হয়, এই সকল উপায় দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার সাধনে কখনই পরাঙ্মুখ হইও না—এই আমার অনুরোধ। এই তিন উপায়—প্রথম একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা করা, দ্বিতীয় সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা না করা, তৃতীয় অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট করা। কিন্তু ইহার মধ্যে উদার ভাবের আর এক কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে—তাহা এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর ধর্ম্ম; সুতরাং যে যে দেশের ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে, তাহা সেই সেই দেশের সমাজ-ভুক্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিচিত্র ভাব, এই বিচিত্রতাই ঈশ্বরের রাজ্যের অলঙ্কার, এই বিচিত্রতাকে কেহই উন্মূলন করিতে পারিবেন না। আপন আপন দেশীয় ভাবে প্রতি দেশের লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। আমারদের আপনারদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আনিতে হইবে বলিয়া আমারদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুসমাজের ধর্ম্ম করিতে হইবে। প্রতি জনকে, প্রতি পরিবারকে, প্রতি সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করিতে হইবে। যিনি যে পরিমাণে এই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা দেশকে উন্নত করিতে উৎসাহী হইবেন, তিনিই সেই পরিমাণে সকলের শ্রদ্ধা-ভাজন হইবেন। হে ব্রাহ্মগণ! সম্মুখে নানাপ্রকার শুভ কার্য্যের ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা কর্ষণ করিয়া শুভ ফল উৎপন্ন কর—স্বীয় আত্মাকে উন্নত কর, পরিবারকে উন্নত কর, হিন্দু সমাজকে উন্নত কর। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া, আপন সমাজ ও স্বদেশকে পরিত্যাগ করিয়া লোকের উদ্বেজনকারী হইও না। হে ঈশ্বর! তোমার ধর্ম্ম যাহাতে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে হিন্দুসমাজে রক্ষিত হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে প্রত্যেক পরিবারের ধর্ম্ম হয়, তোমার ধর্ম্ম যাহাতে প্রতি আত্মাতে প্রবেশ করে; তুমি এ প্রকার প্রসাদ বিতরণ কর—প্রসন্ন হও। পরমেশ্বর! তুমি একমাত্র আমারদের গতি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রাচীন ভাবতবর্ষ।

২১৪ সংখ্যক পত্রিকার ১১৫ পৃষ্ঠার পর।

গারা শৈল—ইহাকে সচরাচর গারো পর্ব্বত বলিয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদ ও শিলোটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পর্ব্বত অতি বিস্তীর্ণ। ইহার পশ্চিম খণ্ড তুরঙ্গ গিরি ও পূর্ব্ব খণ্ড কামরূপ নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতের দক্ষিণে সারদা পর্ব্বত। কালিকা পুরাণে এই পর্ব্বতের বিষয় উল্লিখিত আছে। তত্রত্য অধিবাসীরা ইহাকে সারৈদা পর্ব্বত বলিয়া থাকে। ইহাতে আসামের রাজাদিগের বিস্তর সমাধি মন্দির আছে।

তিলাদ্রি—এই পর্ব্বত ত্রিপুরার পূর্ব্ব দিকে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কিঞ্চিৎ উত্তরাভিমুখী হইয়া হেরম্ব নামক এক জন প্রাচীন রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজ্যের নাম কাচার। এই রাজ্যের রাজধানী চাস্‌পুর। এক্ষণে ইহা কাচার ও কসপুর নামে প্রসিদ্ধ আছে। কাচারের পূর্ব্বাংশে তিলাদ্রিমালা গ্রাম। এক্ষণে ইহা তিলাদ্রিরমালা নামে প্রসিদ্ধ। এই তিলাদ্রি পর্ব্বত আরাকান ও আবা ভেদ করিয়া গিয়াছে। তথায় এই পর্ব্বতকে টালা ও টালাকী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

থাকে। হিম, হেম ও নিষধ পর্ব্বত—ভারত বর্ষের উত্তরে এই তিনটি পর্ব্বত আছে। হিম পর্ব্বত নেপাল বা নয়পালের উত্তরে, হেম পর্ব্বত তিব্বত দেশ অতিক্রম করিয়া উত্তরে এবং নিষধ হেম পর্ব্বতের উত্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নয়পাল হিম পর্ব্বত ও ইহার প্রত্যন্ত পর্ব্বতের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। টলেমি প্রভৃতি পূর্ব্বতন ভূগোল বেত্তারা হিম ও হেম এই দুই পর্ব্বতের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হিম পর্ব্বতকে ইমস ও হেম পর্ব্বতকে ইমোডস্ বলিতেন। টলেমি এই হিম ও হেম পর্ব্বতের সহিত বিপাইরস নামে আর একটি পর্ব্বতের যোগ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি কহেন ইমস পর্ব্বতের দুইটি শাখা আছে। প্রথমটির নাম ইমোডস এবং দ্বিতীয়ের নাম বিপাইরস; ইহার সংস্কৃত নাম ভীমপথ বা ভয়পথ। নয়পাল দেশীয়েরা এই সংস্কৃত শব্দকে ভীমফেড বা ভীমফার এবং ভয়ফেড বা ভয়ফার বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকে। হিন্দিভাষায় ইহাকে ভীমপৈড ও ভীমপৈরী বলে।

ক্ষেত্রসমাস গ্রন্থের এক স্থলে এই রূপ উল্লিখিত আছে যে আসামের উত্তরে কতকগুলি ক্ষত্রিয় পরশুরামের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভীমপাদ পর্ব্বতে ভীমবতী নাম্নী এক পুরীতে গিয়া বাস করে। অদ্যাপি তথাকার অধিবাসীরা পরশুরামের নাম শ্রবণ করিবামাত্র ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। মহাভারতের টীকায় এই স্থানকে ভীমস্পর্দ্ধা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীম এই স্থানে রাজা বাণেশ্বরের সৈন্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভীমপাদ হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতের একটি অংশ। ইহা আসামের সন্নিহিত।

যমধার পর্ব্বত—ইহা ভারতবর্ষের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত আছে। লোকান্তক যমের আবাসস্থান দক্ষিণ, এই নিমিত্ত এই পর্ব্বতের নাম যমধার হইয়াছে। জেননিয়ার ইহাকে চামধারা কহেন। টলেমি ইহার নাম ডামাসী কহেন। ডামাসী এই শব্দটি সংস্কৃত যমস্য এই পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রভুকঠোর পর্ব্বত—আসাম অতিক্রম করিলেই এই পর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পর্ব্বতের পরেই উদয়গিরি। এই পর্ব্বতকে পৌরাণিকেরা সীমান্ত ও অভিধান-কর্ত্তারা উদয় পর্ব্বত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। টলেমি ইহার নাম সীমান্থিনী বলিয়া উল্লেখ করেন।

রঘুনন্দন পর্ব্বত—এই পর্ব্বত কুমিল্যা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামে এই পর্ব্বতের দুইটি অংশ আছে। একটির নাম চন্দ্রগিরি। এই পর্ব্বতে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার নাম সীতাকুণ্ড। আর এক অংশের নাম বিরূপাক্ষ।

জয়াদ্রি ও সুবর্ণ পর্ব্বত—ক্ষেত্র সমাস গ্রন্থে এই রূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে চট্টগ্রামের নদী কর্ণফুলী জয়াদ্রি পর্ব্বত হইতে এবং নাভী বা লাফু নদী সুবর্ণ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়েছে। এই দুইটি পর্ব্বত পূর্ব্বোল্লিখিত তিলাদ্রির অংশ। টলেমি মৈয়ানদ্রুস পর্ব্বতকে এই তিলাদ্রিরই এক ভাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন স্থলকে যে মৈয়ানদ্রুস কহে, এক্ষণে তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। ডাক্তার বুচেনন কহেন, চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যে একটি জাতি আছে, তাহার নাম মেয়ন। এই জাতি হইতে ঐ পর্ব্বতের নাম মৈয়ানদ্রুস বা মেযনাদ্রি হইয়াছে।

প্রথম।

এক অনাদি কারণ, কে করে তাঁরে বারণ;
জ্বলিছেন বিশ্বময় ভেদ করি আবরণ।
কুসুম-পুটে সুগন্ধ, থাকিতে না পারে বন্ধ;
শশাঙ্কে জ্যোছনা কভু, নাহি থাকে সংগোপন।
ফুল যথা ফুটিয়াছে, তিনি দাঁড়াইয়া কাছে;
বিধু যথা উঠিতেছে, বিলসে তাঁর বদন।
কোথা হতে আগমন, নাহি তার নিদর্শন;
হৃদি-মাঝে পূর্ণ-রূপ, যখন দেখি তখন।
রবি শশী গ্রহ তারা, অনন্তে হয়েছে হারা;
চিন্তা হইয়া উদাস, অচিন্ত্যে সঁপে জীবন।
হৃদয় শিশির-বিন্দু, পেয়ে সেই প্রেম-ইন্দু;
আপন আনন্দে রহে, আপনি হয় মগন।

দ্বিতীয়।

অন্ধকার রজনী, ধীরে যায় তরণী,
সরিতের কিনারা দিয়া।
পরপারে শ্মশান, জ্বলিছে চিতা-থান,
তরঙ্গ-ভঙ্গ চিকনিয়া॥
রজ্জ-কাষ্ঠ বন্ধন, টুটিতেছে সঘন,
উঠিছে ধূম কুতূহলে।
তরীর কোন জন, করিয়া নিরীক্ষণ,
আপন মনে তাহে বলে॥
এস এস হে অনল, প্রকাশো আপন বল,
হেথাকার চিতার উপরে।
বিবেক তোমার নাম, কলুষ বন্ধন-দাম,
ভস্ম-সাৎ করহ সত্বরে।
উঠিবে ভজন-ধূম, তেয়াগিয়া মর্ত্ত্য-ভূম,
বিলীন হইবে সেই ধামে।
অখণ্ড আনন্দ যথা, গ্রাসিবে মরম-ব্যথা,
পুরাইবে সব মনস্কামে॥

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের বিক্রেয়

নূতন পুস্তক।

জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১৷৶০
তত্ত্ববিদ্যা—প্রথম খণ্ড ..	১
ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড	৷৶০
ঐ—তৃতীয় খণ্ড	৷৶০
ঐ—তিন খণ্ড একত্র বাঁধান ...	১৷০

বিজ্ঞাপন

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০ চৈত্র শনি বার সন্ধ্যা ৮ আট ঘটিকার সময়ে

এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ বৈশাখ রবি বার প্রাতে ৭৷৷ সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।